CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

CMYK

JAGARAN ■ 25 December, 2020 ■ আগরতলা, ২৫ ডিসেম্বর ২০২০ ইং ■ ৯ পৌষ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

অস্ত্র সহ এনএলএফটির চার শীর্ষ নেতৃত্বের আত্মসমর্পন

আগরতলা, ২৪ ডিসেম্বর (হি.স.)।। ইংরেজি নতুন বছরের প্রাক-মুহূর্তে বিরাট সাফল্য হাতে এসেছে ত্রিপুরা পুলিশের। ত্রিপুরাকে উগ্রবাদমুক্ত রাজ্য গঠনের লক্ষণীয় পদক্ষেপ হল উগ্রপন্থী গোষ্ঠীগুলি, বিশেষ করে এনএলএফটি-র অবশিষ্ট ক্যাডারদের জীবনের মূল স্রোতে নিয়ে আসা। এই লক্ষ্যের অংশ হিসেবে ত্রিপুরা পুলিশ উন্নয়নের পথ প্রশস্ত করার জন্য শান্তির পথ অনুসরণ করছে। তাই ত্রিপুরা পুলিশের প্রচেষ্টায় উগ্রপন্থী সংগঠনের সদস্যরা ইতিমধ্যে শান্তির পথ বেছে নিয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার রাজ্য পুলিশের সদর দফতরে এনএলএফটি-র বিএম গোষ্ঠীর চার সক্রিয় সদস্য অস্ত্রশস্ত্র সমেত আত্মসমর্পন করার পর এ-কথা বলেন ডিজিপি ভিএস যাদব। তাঁর কথায়, উগ্রপন্থা জীবন ধ্বংস করে দেয়।

ডিজিপি বলেন, গোমতি জেলার অম্পি থানাধীন তুইসেন কামি এলাকার বাসিন্দা এসএস সহকারী সাংগঠনিক সচিব জয়সাধন

সহকারী পররাষ্ট্র সচিব রথম কলই ওরফে রিউবেন, একই জেলার কিল্লা থানাধীন সাইমারা এলাকার বাসিন্দা এসএস সহকারী সাংগঠনিক সচিব জয়সাধন জমাতিয়া, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার শান্তিরবাজার থানাধীন দক্ষিণ টাকমাছড়া এলাকার বাসিন্দা এসএস তথ্য ও প্রচারসচিব মধুরঞ্জন নোয়াতিয়া এবং ধলাই জেলার মনু থানাধীন পশ্চিম করমছড়ায় আশাচন্দ্র পাড়ার বাসিন্দা এসএস ডেপুটি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে মহিলার সংখ্যা আনুপাতিক হারে বেড়েছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ ডিসেম্বর।। রাজ্যে মহিলাদের সংখ্যা পুরুষদের সাথে আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ।

তিনি জানান, রাজ্যে বর্তমানে মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মান আগের চেয়ে উন্নত হয়েছে। ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব হেলথ ম্যানেজমেন্ট রিসার্চ কর্তৃক ২০১৯-২০ অর্থবছরের বিভিন্ন তথ্য অনুযায়ী করা সার্ভে যা ন্যাশনাল ফেমিলি হেলথ সার্ভে ৫-এ প্রকাশিত হয়েছে এর ভিত্তিতে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ আজ সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে একথা বলেন। তিনি জানান, ২০১৫-১৬ সালে রাজ্যে ৯২.৮ শতাংশ পরিবার বিদ্যুৎ পরিষেবার আওতায় ছিলো। ২০১৯-২০-এ ৯৮.২ শতাংশ পরিবার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ২০১৫-১৬ সালে উন্নত পানীয় জলের উৎস রয়েছে ৮৬.৪ শতাংশ পরিবারের। ২০১৯-২০ সালে তা ৮৮ শতাংশ। উন্নত শৌচ ব্যবস্থা ২০১৫-১৬ সালে ৬৩.৭ শতাংশ পরিবারের ছিলো। ২০১৯-২০-এ ৭৩.৬ শতাংশ পরিবারের এরূপ ব্যবস্থা রয়েছে। তিনি জানান, ফিমেল সেক্স' রেশিও ২০১৫-১৬ ছিলো প্রতি ১,০০০ পুরুষে ৯৯৮। ২০১৯-২০-এ তা ১০১১। প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের হারও রাজ্যে আগের তুলনায় বেড়েছে। ২০১৫-১৬ সালে তা ছিলো ৭৯.৯ শতাংশ। ২০১৯-২০-এ তা ৮৯.২ শতাংশ।

সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ বড়দিন উপলক্ষে রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা ও অভিবাদন জানিয়েছেন। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'বড়দিন পবিত্র দিন। প্রভু যীশুর জন্মদিন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে রাজনৈতিক সংঘর্ষে নিহতদের নিকট আত্মীয়দের সরকারি চাকরির সিদ্ধান্ত

আগরতলা, ২৪ ডিসেম্বর (হি.স.)।। ত্রিপুরায় রাজনৈতিক হিংসায় নিহত ব্যক্তির পরিবারের আবেদনের ভিত্তিতে তাঁদের নিকট আত্মীয়কে সরকারি চাকরি প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। তার জন্য একটি স্ক্রুটিনি কমিটিও গঠন করতে আজ মন্ত্রিসভা অনুমোদন দিয়েছে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে এ-কথা জানিয়েছেন আইন ও শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। প্রসঙ্গত, ২০১৮ সালের ৯ মার্চ পর্যন্ত রাজনৈতিক সংঘর্ষে নিহত ব্যক্তির পরিবারে সরকারি চাকরি দেওয়ার প্রশ্নে ওই কমিটি গঠন করা হয়েছে। তাতে চেয়ারম্যানের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আইনমন্ত্রীকে।

মন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর ত্রিপুরা সরকারের কাছে রাজ্যে রাজনৈতিক সংঘর্ষে নিহতদের পরিবারের পক্ষ থেকে সরকারি চাকরির জন্য আবেদনপত্র জমা পড়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে এ ধরনের আবেদন জমা পড়েছে। তাদের পরিবারের কথা চিন্তা করে বর্তমান সরকার রাজনৈতিক সংঘর্ষে নিহতদের পরিবারে সরকারি চাকরি প্রদান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এজন্য

গঠিত হল স্ক্রুটিনি কমিটি

গঠিত স্ক্রুটিনি কমিটিতে চেয়ারম্যান ছাড়া আইনসচিব, পুলিশের ডিরেক্টর জেনারেল কর্তৃক মনোনীত একজন আইজিপি, তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের দায়িত্বপ্রাপ্ত সচিব, গৃহ দফতরের অতিরিক্ত বা যুগ্মসচিব সদস্য হিসেবে থাকবেন। কমিটির কনভেনর থাকবেন তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের অধিকর্তা। তাছাড়া এই কমিটি স্পেশাল ইনভাইটি হিসেবে সদস্য যুক্ত করতে পারবেন। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক সংঘর্ষে নিহতদের পরিবারের যে কোনও একজনকে সরকারি চাকরি দেওয়া হবে। তবে এক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের নিয়োগনীতি অনুযায়ী আবেদনকারীর যোগ্যতা থাকতে হবে। ওই পরিবারে উপার্জনের অন্য কোনও মাধ্যম থাকলে উপযুক্ত বলে বিবেচনা করা যাবে না।

তাঁর কথায়, আবেদনকারী যে জেলায় বাস করছেন ওই জেলার এসপি কর্তৃক রাজনৈতিক সংঘর্ষের ঘটনা নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষামন্ত্রী জানান, আজ স্ক্রুটিনি কমিটির প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৈঠকে রাজস্ব দফতরের বিশেষ সচিবকেও স্ক্রুটিনি কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আজকের বৈঠকে ১০টি আবেদনপত্র স্ক্রুটিনি করা হয়। এর থেকে সাতটি আবেদনপত্র উপযুক্ত বলে উঠে আসলেও ছয়জন আবেদনকারীকে সরকারি চাকরি প্রদান করার জন্য রাজ্য সরকারের কাছে সুপারিশ করেছে কমিটি। একজনের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা না থাকার কারণে ওই আবেদনপত্রটি মন্ত্রিসভায় পাঠানো ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যের নতুন অ্যাডভোকেট জেনারেল হচ্ছেন সিদ্ধার্থশংকর দে

আগরতলা, ২৪ ডিসেম্বর (হি.স.)।। বরিষ্ঠ আইনজীবী সিদ্ধার্থশংকর দে ত্রিপুরার নতুন অ্যাডভোকেট জেনারেল নিযুক্ত হচ্ছেন। অ্যাডভোকেট জেনারেল অরুণকান্তি ভৌমিকের প্রয়াণে বর্তমানে এই পদ খালি রয়েছে। সিদ্ধার্থশংকর তাঁর স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন। ধারণা করা হচ্ছে, জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে দায়িত্ব নেবেন তিনি।

এ-বিষয়ে আইনমন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, গত মঙ্গলবার মন্ত্রিসভার বৈঠকে বরিষ্ঠ আইনজীবী সিদ্ধার্থশংকর দে-কে অ্যাডভোকেট জেনারেল হিসেবে নিযুক্তির সিদ্ধান্ত হয়েছে। রাজ্যপাল খুব শীঘ্রই তাঁর নিযুক্তির বিজ্ঞপ্তি জারি করবেন। তিনি বলেন, অ্যাডভোকেট জেনারেলের বেতন হবে প্রতি মাসে সর্বাধিক ১.৬৮ লক্ষ টাকা।

বরিষ্ঠ আইনজীবী সিদ্ধার্থশংকর দে গুয়াহাটির বাসিন্দা। তিনি শিলঙে অবস্থিত নর্থ-ইস্ট হিল ইউনিভার্সিটি থেকে বিএ করেছেন। পরবর্তীতে ১৯৮৫ সালে ওকালতির ডিগ্রি পেয়েছেন তিনি। ওই বছরই তিনি ওকালতি শুরু করেন। তিনি মেঘালয় এবং গুয়াহাটি উচ্চ আদালতে ওকালতি করেছেন। এছাড়া তিনি খাসিপাহাড় স্বশাসিত জেলা পরিষদের আইনি উপদেষ্টার দায়িত্বও পালন করেছেন। গুয়াহাটি উচ্চ আদালতে বরিষ্ঠ স্থায়ী পরিষদের সদস্যও ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অপহৃতদের ফিরিয়ে আনতে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সাহায্য চেয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ২৪ ডিসেম্বর (হি.স.)।। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের অক্লান্ত পরিশ্রম ও দৃঢ় মানসিকতার ফলশ্রুতিতেই অপহৃত তিন নির্মাণ শ্রমিক উগ্রপন্থীদের কবল থেকে ফিরে এসেছেন। তাঁদের ফিরিয়ে আনতে মুখ্যমন্ত্রী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং ভারত সরকারের সাথে ক্রমাগত যোগাযোগ রেখেছিলেন। তাই, তাঁরা অক্ষত অবস্থায় বৈরি কবল থেকে ফিরেছেন। অপহৃত তিন নির্মাণ শ্রমিক উগ্রপন্থীদের কবল থেকে ফিরে আসার ক্ষেত্রে সমস্ত কৃতিত্ব এ-ভাবেই মুখ্যমন্ত্রীকে দিলেন ত্রিপুরা পুলিশের মহানির্দেশক ভিএস যাদব।

বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলনে ডিজিপি জোর গলায় দাবি করেন, চাপের মুখে অপহৃতদের মুক্তি দিতে বাধ্য হয়েছে উগ্রপন্থীরা। তাঁর কথায়, গঙ্গানগর থেকে অপহরণের পর তিন নির্মাণ শ্রমিককে বাংলাদেশের গোপন ডেরায় লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। কিন্তু, নানাভাবে চাপ সৃষ্টি করে তাদের মুক্তি দিতে বাধ্য করা হয়েছে। এক্ষেত্রে অবশ্যই ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী দৃঢ়তার সাথে সমস্ত দিক সামলেছেন। তিনি বলেন, অপহৃতদের ফিরিয়ে আনার জন্য মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাহায্য চেয়েছিলেন। শুধু তা-ই নয়, ভারত সরকারের সাথে ক্রমাগত যোগাযোগ রেখেছিলেন তিনি।

ডিজিপি দাবি করেন, বাংলাদেশ নিরাপত্তা বাহিনীর সাথে তিনি নিজেও যোগাযোগ করেছেন। অপহৃতদের খুঁজে বের করতে সাহায্য চান। তাতে, এপারে এবং ওপারে লাগাতার তল্লাশি অভিযানে অপহৃতদের লুকিয়ে রাখা সম্ভব হচ্ছিল না। তাই তাদের মুক্তি দিয়েছে উগ্রপন্থীরা। তাঁর বক্তব্য, অপহৃতদের ফিরে আসার ক্ষেত্রে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জিবিপি হাসপাতালে দশ বছরের মেয়ের জটিল অস্ত্রোপচার সফল

আগরতলা, ২৪ ডিসেম্বর (হি.স.)।। হাতির দাঁতের আঘাতে গুরুতর জখম ব্যক্তিকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনার পর এবার দশ বছরের জনৈক কন্যার এক অস্বচ্ছল পরিবারের মুখে হাসি ফিরিয়ে দিলেন জিবিপি হাসপাতালের চিকিৎসকগণ। জটিল অস্ত্রোপচারের পর সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে মেয়েটি গত ২১ ডিসেম্বর বাড়ি ফিরেছে। দুরূহ এই অপারেশনের সাফল্য রাজ্যের চিকিৎসকদের দক্ষতাকে আবারও প্রমাণ করল।

উল্লেখ্য, গোমতি জেলার কিল্লার কাচিগাঙের বাসিন্দা দশ বছরের মেয়েটির গত আট মাস ধরে পেট অস্বাভাবিকভাবে ফুলে যাচ্ছিল। তার খাওয়া-দাওয়া কমে যাচ্ছিল এবং ওজন দ্রুত হ্রাস পাচ্ছিল। পরীক্ষা-নিরীক্ষায় মেয়েটির ডিম্বাশয়ে টিউমার ধরা পড়ে। সেটা এমন বড় হয়েছিল যে মেয়েটি ঠিকমতো শুতেও পারছিল না। তাকে প্রথমে ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড ড় বিআর আম্বেদকর হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। সেখান থেকে তাকে জিবিপি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। ইকোকার্ডিয়োগ্রাফির জন্য তাকে আইজিএম হাসপাতালের শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. গোপা চ্যাটার্জির তত্ত্বাবধানে পাঠানো হয়। তাতে হৃৎপিণ্ডের ইকো পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক হওয়ার পর জিবিপি হাসপাতালের চিকিৎসকগণ ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে অপারেশনের সিদ্ধান্ত নেন। এক ঘণ্টার এই জটিল অপারেশন স্ত্রী ও প্রসূতি রোগ বিশেষজ্ঞ ডা. জওহরলাল বৈদ্যের তত্ত্বাবধানে হয়। অ্যানেস্থেসিওলজিস্ট ছিলেন ডা. অনুপম চক্রবর্তী।

এই অপারেশনে আটজন চিকিৎসক, নার্স এবং টেকনেশিয়ানগণ যুক্ত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা ঃ বিদেশ ফেরত নাগরিকদের আরটি-পিসিআর টেস্ট বাধ্যতামূলক

আগরতলা, ২৪ ডিসেম্বর (হি.স.)।। ত্রিপুরায় সমস্ত আন্তর্জাতিক বিমান যাত্রী এবং ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট দিয়ে বিদেশ-ফেরত নাগরিকদের আরটি-পিসিআর টেস্ট বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। করোনা-র দ্বিতীয় সংস্করণের ভয়াবহতায় সাবধানতা অবলম্বনে ত্রিপুরা সরকার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রাজ্যের মন্ত্রী রতনলাল নাথ জানিয়েছেন, করোনা মোকাবিলায় কেন্দ্রীয় নির্দেশিকা অনুযায়ী সমস্ত ব্যবস্থা নিতে প্রস্তুত ত্রিপুরা সরকার।

প্রসঙ্গত, ইংল্যান্ড (ইউকে)-এ করোনা-র দ্বিতীয় সংস্করণ ইতিমধ্যে ভয়ঙ্কর রূপ নিতে শুরু করেছে। বিশেষজ্ঞদের দাবি, কোভিড-১৯ থেকেও এই ভাইরাস আরও বেশি ভয়ঙ্কর। করোনা-র দ্বিতীয় সংস্করণ ৭০ শতাংশ বেশি দ্রুত সংক্রমণ ছড়াতে সক্ষম বলে চিহ্নিত হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই, গোটা বিশ্ব জুড়ে নতুন করে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। ভারত সরকার ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ইউকে থেকে সমস্ত বিমান স্থগিত রেখেছে। তাছাড়া, ইউকে-ফেরত প্রত্যেকের নমুনা পরীক্ষা এবং কঠোর নজরদারিতে রাখার ব্যবস্থা করেছে কেন্দ্রীয় সরকার।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরা করোনা মোকাবিলায় অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বন করবে। তাই, সমস্ত আন্তর্জাতিক বিমানযাত্রী এবং ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট দিয়ে বিদেশ-ফেরত দেশি-বিদেশি নাগরিকদের আরটি-পিসিআর টেস্ট বাধ্যতামূলক করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাঁর কথায়, বিমানবন্দরে স্ক্রিনিং প্রক্রিয়াকে আরও শক্তিশালী করেছে রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর।

বিলোনিয়ায় ডিওয়াইএফআই'র র‍্যালিকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা, মৃদু লাঠিচার্জ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৪ ডিসেম্বর।। ডিওয়াইএফআই'র প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে রেলিকে কেন্দ্র করে উত্তেজনার পরিবেশ সৃষ্টি হয় বিলোনিয়ায়। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশ মৃদ্যু লাঠিচার্জ চালায় বলে অভিযোগ। ২৪ শে ডিসেম্বর ভারতের ছাত্র ফেডারেশন প্রতিষ্ঠার সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ। বিলোনিয়া বিভাগীয় এসএফআই ও টিএসইউ বামপন্থী দুই ছাত্র সংগঠন প্রতিষ্ঠার সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষকে সামনে রেখে বিলোনিয়াতে শোভাযাত্রার কর্মসুচি করার উদ্যোগ গ্রহন করে বৃহস্পতিবার।

সেই মোতাবেক বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্র নেতা কর্মীরা হাজির হয় সিপিআইএম বিলোনিয়া বিভাগীয় অফিসের সামনে। নির্দিষ্ট সময়সুচি অনুযায়ি বেলা এগারোটা নাগাদ পার্টি অফিস থেকে সুসজ্জিত শোভাযাত্রা নিয়ে বের হয়ে ব্যাঙ্ক রোডের সামনে আসতেই পুলিশ ব্যারিকেড দিয়ে ফেলে শোভাযাত্রা মিছিল। একনং টিলার সামনে থেকে শোভাযাত্রার মিছিল মোর নিতেই পুলিশ লাঠিচার্জ শুরু করে। লাঠিচার্জ এর ফলে শোভাযাত্রায় অংশ গ্রহন কারীরা অল্পবিস্তর আহত হয় বলে অভিযোগ সিপিআইএম এর নেতৃত্বদের। এই লাঠিচার্জ এর ফলে সৃষ্টি হয় উত্তেজনা।

শোভাযাত্রা মিছিলে অংশগ্রহণ কারীরা ক্ষোভে রাজপথে বসে অবরোধ করে রাখে রাস্তা। শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রা মিছিলের উপর পুলিশের লাঠিচার্জ কোনভাবেই মেনে নিতে পারেনি শহরবাসীরা। দক্ষিণ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার , মহকুমা আধিকারিক , ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ঠিকাদারদের সমস্ত রকম সুরক্ষার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ ডিসেম্বর।। রাজ্যে পরিকাঠামোগত উন্নয়নে একটা বড় ভূমিকা রয়েছে প্রকৌশলী ও ঠিকাদারদের। পরিকাঠামো উন্নয়নে রাজ্যে যে সকল নির্মাণ কাজ চালু রয়েছে তার গুণমান বজায় রেখে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সম্পন্ন করার জন্য ঠিকাদারদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। রাজ্যের ঠিকাদারদের সমস্ত রকম সুরক্ষার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। প্রয়োজনে কাজের সাইটে আমি নিজে গিয়ে দাঁড়াব। বকেয়া টাকা সময় মতো মেটানোর কাজ করছে রাজ্য সরকার। আমি চাইব, কন্ট্রাক্টররাও যেন গুণগত মানের সঙ্গে আপস না করেন।

আজ আগরতলার নজরুল কলাক্ষেত্রে অল ত্রিপুরা কন্ট্রাক্টরস

এসোসিয়েশনের উদ্যোগে আয়োজিত 'মিলন উৎসব -২০২০'র অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে এই আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, রাজ্যের প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সড়ক পরিকাঠামো উন্নয়নের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। বর্তমান সরকার ২০১৮ সালে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে রাজ্যের পরিকাঠামো উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনি জানান, রাজ্যে জাতীয় সড়ক নির্মাণের জন্য একসঙ্গে এক বছরে ৩,২০০ কোটি টাকার টেণ্ডার হয়েছে এবং কাজও শুরু হয়েছে। পাশাপাশি পরিকাঠামো উন্নয়নে আরও প্রায় ৭,৫০০ কোটি টাকা কাজের পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করে বলেন, আগামী ২০২১ সালের মধ্যে এই কাজগুলির টেণ্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, রাজ্যের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিনা মুক্তিপণে ফিরেছেন তিন অপহৃত ঃ প্রতীমা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ ডিসেম্বর।। ১৯৮৮ থেকে ৯৩ সাল পর্যন্ত রাজ্যে অপহরণ বাণিজ্য চলছিল। বর্তমানে নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে কেন্দ্রের সরকার চলছে। মোদি সরকার কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এই অপহরণ বাণিজ্য বন্ধ করার চেষ্টা করা হয়। আর তার প্রমাণ হয়েছে রাজ্য থেকে অপহৃত তিনজনকে মুক্তি দেওয়ার মাধ্যমে।

বৃহস্পতিবার চড়িলামে বিজেপির এক সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে সাংসদ প্রতীমা ভৌমিক জানিয়েছেন গন্ডাছড়া থেকে অপহৃত তিনজনকে মুক্তিপণ চাওয়া হয়েছিল আড়াই কোটি টাকা। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তৎপরতায় বিমা মুক্তিপণে এই তিনজন ফিরে এসেছন।

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ৭৭ ▫ ২৫ ডিসেম্বর ২০২০ইং ▫ ৯ পৌষ ▫ শুক্রবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

যীশু খ্রীষ্ট মানবতার মূর্ত প্রতীক

আজ মানবতার মূর্ত প্রতীক যিশুখ্রিস্টের আবির্ভাব দিবস। যীশু খ্রীষ্ট মানেই এক মহান জীবন। তিনি ছিলেন অলৌকিক শক্তির অধিকারী। দুই হাজারেরও বেশি বছর আগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন এই মহামানব। তিনি মানুষের কাছে পরম পূজনীয় হইয়া আছেন। জেরুজালেমের বেথেলহাম শহরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এই মহামানব। মহান শক্তির অধিকারী এ মহামানব তৎকালীন ইহুদি পুরোহিতদের রোষানলে পড়িয়া দগ্ধ হইয়াছিলেন। তাহাকে শেষ পর্যন্ত কোষ বিদ্ধ করিয়া নির্মমভাবে হত্যা করা হইয়াছিল। এই নির্মম ইতিহাস দুই হাজার বছর পরও মানুষ ভুলিয়া যাইতে পারেন নি। যীশু খ্রীষ্ট নির্দিষ্টভাবে কোন ধর্ম প্রচার করেন নি। তিনি খুব সাধারণ কাজ করিতেন। তিনি শিক্ষা দিয়েছিলেন একজন পিতা একজন মাতাকে কি কি কাজ করা উচিত। প্রতিবেশীর কর্তব্য কি, রাজার কর্তব্যই বা কি-তাহা তিনি মানুষের সামনে তুলিয়া ধরিতেন।যীশুর এ ধরনের কর্মকাণ্ডে দরিদ্র সর্বস্বান্ত মানুষ যীশুর কাছে ভীড় করিতে শুরু করিয়াছিলেন। তাহা কোনভাবে মানিয়া নিতে পারিতেছিলেন না ইহুদি পুরোহিতরা।যিশুখ্রিস্টের আকাশচুম্বী জনসমর্থন দেখিয়া তাহাকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিল ইহুদি পুরোহিতরা। শেষ পর্যন্ত পশুশক্তির বিরুদ্ধে জয় হইয়াছিল। রোম শাসনের ঐতিহাসিক পতন ঘটিয়াছিল।একথা অনস্বীকার্য যে যীশুকে হত্যার জন্য রুমের শাসকরা সঠিক ভাবে দায়ী ছিল না। কেননা রোমান শাসকরা সঠিকভাবে যীশুকে চিনিতেন না। ইহুদি পুরোহিতরা যীশুকে জেরুজালেমে বিচারের জন্য ধরিয়া আনিয়াছিল। তৎকালীন রোমান গভর্নরের সামনে যীশুকে উপস্থিত করা হয়। যীশুর বিরুদ্ধে ইহুদি পুরুষদের দুটি প্রধান অভিযোগ ছিল-, এর মধ্যে একটি অভিযোগ হইল যীশু নাকি ইহুদীদের মন্দির ভাঙিয়া দিবেন বলিয়াছিলেন।দ্বিতীয় অভিযোগটি হইল যীশু নাকি নিজেকে ইহুদিদের রাজা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন।কিন্তু তৎকালীন রোমান গভর্নর ইহুদি পুরোহিতদের এইসব দাবি মানিয়া নিতে রাজি ছিলেন না। কিন্তু প্রাসাদের বাইরে যীশুকে হত্যার জন্য গগনবেদী চিৎকার শুরু হইয়াছিল।ওই সময় গভর্নর উন্মত্ত জনতাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন শিশুকে হত্যার দায় তাহারা বংশ পরম্পরায় গ্রহণ করিবে কিনা। তখন তাহারা চিৎকার করিয়া বলিয়াছিল হত্যার দায় তাহারা বংশপরম্পরায় বহন করিবে। তখন অনেকটা বাধ্য হইয়াই রোমান গভর্নর যীশুকে হত্যার নির্দেশ দিয়াছিলেন। শিশু মৃত্যুবরণ করিলেও ইতিহাসে যীশু চিরকালের জন্য ভাস্কর হইয়া আছেন। মাত্র ৩৩ বছর বয়সে যীশকে কোষবিদ্ধ করে নির্মমভাবে হত্যা করা হইয়াছিল।

যীশুকে কোষ বিদ্ধ করে হত্যা করা হইলেও তিনি একজন মানবতার মূর্ত প্রতীক হিসাবে বিশ্ববাসীর কাছে চির ভাস্কর হইয়া বাঁচিয়া রহিয়াছেন। কোষ বিদ্ধ হইয়া যীশুর মৃত্যুর পর তাঁহার প্রবর্তিত মতবাদ খ্রিস্টধর্ম বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বাণী যে গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে সেই গ্রন্থ বাইবেল হিসেবে পরিচিতি লাভ করিয়াছে। যীশু খ্রীষ্ট ২৫ ডিসেম্বর আবির্ভূত হইয়াছলেন দুনিয়ায় তাহার আবির্ভাব দিবসকে ক্রিস্টমাস ডে বা বড়দিনে হিসেবে গোটা বিশ্বে মহাসমারোহে পালিত হইয়ে থাকে। যিশুখ্রিস্টের আবির্ভাব দিবসে গোটা বিশ্ববাসী শান্তি কামনায় ব্রতী। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় যে অবক্ষয় দেখা দিয়াছে তাহা হইতে পরিত্রান পাইতে হইলে যীশু খ্রীষ্টের বাণী আজও সমসাময়িক। যিশুখ্রিস্টের আবির্ভাব দিবসে প্রার্থনা রইলো অতীতের যাবতীয় কালিমা ঘুছাইয়া বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে আবারো ফিরিয়া আসুক শান্তির বারি সিঞ্চন।

বিজেপিকে ভয় পাচ্ছে তৃণমূল, তাই কর্মীদের উপর হামলা : দিলীপ ঘোষ

গঙ্গাসাগর, ২৪ ডিসেম্বর (হি.স.): তৃণমূলকে ফের আক্রমণ করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। বৃহস্পতিবার সকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনার গঙ্গাসাগরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দিলীপ ঘোষ বলেছেন, বিজেপিকে ভয় পাচ্ছে তৃণমূল, তাই বিজেপি কর্মীদের উপর হামলা চালানো হচ্ছে। একইসঙ্গে তাঁর সংযোজন, ”যেখানেই বিজেপির সভা হচ্ছে সেখানে মানুষের ভিড় চোখে পড়ছে।” বুধবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলপিতে সভা করে রাতেই বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ দলীয় কর্মীদের নিয়ে চলে আসেন গঙ্গাসাগরে। সেখানে রাট কাটানোর পর বৃহস্পতিবার সকালেই তিনি সপারিষদ পৌঁছে যান কপিল মুনির মন্দিরে। সাগরে গিয়ে সূর্য প্রণাম করার পর কপিল মুনির মন্দিরে পুজো দেন দিলীপ ঘোষ। এদিন সাগরে একটি জনসভা করবেন তিনি। তারপর বিকেলেই সাগর থেকে ফিরে নামখানায় আরও একটি জনসভা করবেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি। তারপর বৃহস্পতিবার রাতেই তাঁর কলকাতা ফেরার কথা। এদিন তৃণমূলকে কটাক্ষ করে দিলীপ ঘোষ বলেছেন, ”যেখানেই বিজেপির সভা হচ্ছে সেখানে মানুষের ভিড় চোখে পড়ছে। তাই তৃণমূল ভয় পেয়ে বিজেপি কর্মীদের উপর হামলা করছে। শুভেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় যখন তৃণমূলে ছিলেন তখন উনি ভালো ছিলেন, আর বিজেপিতে যোগ দিয়ে খারাপ হয়ে গেছেন?”

গঙ্গাসাগরে চা চক্রে জনসংযোগ দিলীপের, শুনলেন সাধারণের কথা

গঙ্গাসাগর, ২৪ ডিসেম্বর (হি.স.): বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ যেখানেই যান, সেখানেই স্থানীয় সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। শোনেন সাধারণ মানুষের কষ্টের কথা। অন্যথা হল না দক্ষিণ ২৪ পরগনার গঙ্গাসাগরেও। বৃহস্পতিবার সকালে গঙ্গাসাগরে কপিল মুনির মন্দিরে পুজো দিয়ে একটি চা চক্রে যোগদান করেন দিলীপ ঘোষ। সেখানে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। বিজেপি সরকার ক্ষমতায় এলে মানুষের জন্য কি কি করবে সে সব যেমন তিনি বলেন, তেমনই বর্তমান তৃণমূল সরকার রাজ্যবাসীর সঙ্গে কিভাবে প্রতারণা করছে, কিভাবে সরকারি সম্পত্তি ধ্বংস করছে ও সাধারণ মানুষের কাছ থেকে কাটমানি খাচ্ছে সে সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করেন।এদিনের চা চক্রে এলাকার সাধারণ মানুষের সমস্যার কথা শোনেন দিলীপ বাবু। পাশাপাশি এলাকাবাসীর দীর্ঘদিনের সমস্যা এই এলাকার সমুদ্র বাঁধ। ভরা কোটালেই এখানে বাঁধ বারবার ভেঙে এলাকা প্লাবিত হয় বলে দিলীপ ঘোষকে জানান এলাকার সাধারণ মানুষজন। সেই কথা শুনে সাগরের বোটখালি গ্রামে সমুদ্র বাঁধের অবস্থাও খতিয়ে দেখতে যান বিজেপির রাজ্য সভাপতি। দিলীপ ঘোষ বলেন, ”এখানে তৃণমূল কাজ করেনি। বাঁধ সারাইয়ের টাকা, কংক্রিটের বাঁধ মেরামতির টাকা তছরুপ করেছে।” পাশাপাশি এলাকার মানুষ এদিন দিলীপ ঘোষকে কাছে পেয়ে স্থানীয় সাংসদ চৌধুরী মোহন জাটুয়া ও বিধায়ক বঙ্কিম হাজরার বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দেন।

ভারতে ১৬.৫৩-কোটি করোনা-টেস্ট, সক্রিয় রোগী কমে ২.৮০ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ২৪ ডিসেম্বর (হি.স.): ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা আরও খানিকটা কমল। একইসঙ্গে ভারতে ১৬.৫৩-কোটির উর্ধ্বে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষা। ভারতে সুস্থতার হার বেড়ে ৯৫.৭৫ শতাংশে পৌঁছে গিয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ১৬,৫৩,০৮, ৩৬৬-এ পৌঁছে গেল। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে ১০.৩৯-লক্ষের বেশি করোনা-স্যাম্পেল পরীক্ষা করা হয়েছে। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২৩ ডিসেম্বর (বুধবার সারা দিনে) ভারতে ১০,৩৯,৬৪৫টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। ভারতে সামগ্রিক সুস্থতার হার প্রতিদিনই স্বস্তি দিচ্ছে। বুধবার সারাদিনে ভারতে সুস্থ হয়েছেন ২৯,৭৯১ জন। ভারতে এই মুহূর্তে মাত্র ২.৮০ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্ত ১,৪৬, ৭৫৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ৩১২ জনের। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৯,৬৯,৩১,৭৩ জন (৯৫.৭৫ শতাংশ)।

অশনি সংকেত কিসের ইঙ্গিত ?

হরিগোপাল দেবনাথ

রাত্রি যতই গভীর হয় প্রভাত ততই এগিয়ে আসে। তামসী বিভাবরীর ভ্রূভঙ্গী ও প্রহেলিকা ভেদ করেই তবে ঊষার আগমনে বিভা ছড়িয়ে পূর্বের আকাশে অরুণিমায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। এটাই প্রাকৃতিক নিয়ম--- জাগতিক পদ্ধতি। তাইতো কবিও গেয়েছেন, “ মেঘ দেখে কেউ করিসনে ভয় আড়ালে তার সূর্যে হাসে।” দূর্যোগের ঘটনা যতই হৃদয়-বিদারী হোক, জাগতিক সুখ যেমন চিরস্থায়িত্ব পেতে পারেনা তদ্রুপ দুযোগ- দুদৈবও চিরস্থায়িত্বলাতে অপারগ। সুতরাং ভয়ের কিছুই হতে পারেনা; আশংকারও যৌক্তিকতা রয়েছে বলে ভাবতে পারিনা। তবে হ্যাঁ, চোখের সামনে থেকে, বুকের কাছ থেকে ছুঁমেরে অতর্কিতে বাজপাখী শকুনেরা, শ্বাপর্দ-হাঙ্গরেরা, এমনকি দ্বিপদ রাক্ষস-পিচাশ-দানবেরা কোন মানুষকে তুলে নিয়ে যায় ও পরে তার কোন হদিস মেলেনা, এমনতর মর্মান্ত ঘটনা মানুষের সমাজে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে, মহান দেশের ততোধিক মহান (যদিই তাদের ঘোষণা আর প্রচারণা প্রতারণার নামান্তর না হয়ে থাকে) নেতৃত্বের সুমহান প্রশাসনের আওতায় থেকেও অপহৃতদের ভুলমাত্র সন্ধান মেলে না তখন কি মানুষের মনে স্থিরতা বিরাজ করতে পারে? পারে কি মানুষের মন তার ধৈর্য সামলে রাখতে ? বিশ্বাস, ভক্তি-শ্রদ্ধা অটুট রাখা কি সম্ভব রাষ্ট্রে তথা রাজ্যের নেতা নেত্রীদের গালভরা ভাষণ আর অর্গলমুক্ত মুখ-হা করা প্রতিশ্রুতির ওপর ভরসা রাখা? তাই সহৃদয় সম্মানিত পাঠকবর্গের সকালে বিনীত অনুরোধ রইল, ত্রিপুরা রাজ্যের অতীতও বর্তমানের ঘটনা-পরম্পরার নিরিখে আমার উপরি বৃর্ণিত কথাগুলো আপনাদের বিবেক চেনতার সঙ্গে মানবতার স্বার্থে অন্ততঃ একবার মিলিয়ে দেখবেন।

তবে প্রশ্ন উঠতেই পারে, কেন নিবন্ধকারের এই অনুরোধ রাখা ও তদনুরূপ প্রত্যাশা করা? মূলতঃ এই যথাযথ প্রশ্নটির মীমাংসা কল্পেই এই নিবন্ধটি রচনার অনুপ্রেরণা পেয়েছি।

রাজ্যবাসীমাত্রেই জানান, বিগত কয়েকদশক ধরে পার্শ্ববর্তী রাজ্য মিজোরাম থেকে ত্রিশ/বত্রিশ হাজারের মত রিয়াং নামীয় জনগোষ্ঠীর লোকেরা ত্রিপুরায় এসে শরণার্থী পরিচয়ে বসবাস করছেন। উত্তর ত্রিপুরা জেলার কাঞ্চনপুর মহকুমার দশদা ব্লকের অন্তর্গত বিভিন্ন স্থানে তাদের আবাস-স্থল শরণার্থী ক্যাম্পগুলো রয়েছে। রাজ্য সরকার তাদের জন্যে দিল দরিয়া আর কেন্দ্রীয় সরকারও উদার হস্ত বলেই এতকাল যাবৎ তাদের ভরণ পোষণের দায় দায়িত্ব সামলে চলছিল। সে জন্যই উক্ত উভয় সরকারেরই নেতৃবর্গ আমলাকল শুভানুধ্যায়ী সকলেই প্রশ্নাতীত ভাবে ধন্যবাদই বললেই চলেনা তারা কুর্নিশ পাবারই যোগ্য ও বটে। কেননা শাস্ত্র বলেছেন “উদারচরিতানাম্ তু বসুধেব কুটুম্বকস্। সুতরাং উদার চরিত নেতৃবর্গের ও তদীয় আমালাকুলও বশংবদদের উন্নত হৃদয় কোন তুলনা চলে না। বস্তুত এই নিবন্ধকারও একজন ‘মানুষ’ হিসেবে রিয়াং শণার্থীদের নিয়ে বিন্দুমাত্র অনিচ্ছা, অসন্তোষ, বিদ্বেষ, ঈর্ষা কাতরতা হিংসা, শত্রু ভাবাপন্ন মানসিকথা ইত্যাদির কোনটারই প্রশ্রয় দেন না, মনে কোনরূপ পক্ষপাতিত্ত স্থান দেননা। তথাপি কিছু প্রশ্নের অবতারনা এখানে করা হয়েছে অতীব যথাযথ কারনেই। প্রশ্নগুলো ক্রমান্বয়ে সাজিয়ে দিলুম মাত্র ঃ- ১) মিজোরাম ও ত্রিপুরা দুটো পৃথক পৃথক রাজ্য হলেও একই ভারত যুক্ত রাষ্ট্রের অন্তর্ভূক্ত। তাই, মিজোরাম উৎখাত হওয়া ও ত্রিপুরায় আশ্রিত রিয়াংদের ‘শরণার্থী’ আর ‘রাজ্যান্তরী’---কোনটা বলা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত সেটি নিয়ে দিবগ্ধজনেরা ভেবে দেখবেন না কেন?

২) কোন বিশেষ যুক্তিগত কারণেই যদি উক্ত রিয়াং আশ্রিতরা মিজোরাম থেকে উৎখাত হয়ে গিয়ে থাকেন, তবে সেই যুক্তিগত কারণ কী ছিল, সেটা ত্রিপুরা রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার রিয়াংদের ত্রিপুরায় পুর্নবাসন দেবার কথা ভাবারও পূর্বে খুঁজে নেবার প্রয়োজন বোধ করেন নি কেন? মিজেরাম রাজ্য সরকারের স্পষ্ট জবাবটুকু কি ভারতবাসী হিসেবে ত্রিপুরাবাসীদের সহ ভারতবাসীদেরও জানার প্রয়োজন মনে করছেন না তারা। তাই যদি হয়, ভারত একদেশে এক প্রাণ এক সংবিধান সে কি শুধুই ঘুম পাড়ানী গান, না ভদ্রজনোচিত ঘোষণা ও রাষ্ট্রীয় ফরমান?

৩) যতদূর জানি, প্রধানমন্ত্রী হিসেবে স্বয়ং ইন্দিরাজীই আমাদের সংবিধানে “সেক্যুলার” শব্দটির সংযোজন কারিনী ছিলেন। রাজীবগন্ধীর আমলেই সম্ভবত লোকসভার নির্বাচন প্রার্থীদের হলফনামা জমা দেবারও রীতি চালু হয়েছিল যে তারা সেক্যুলরিজমে বিশ্বাসী। তাই যদি হয় তবে কি সেটি শুধুই লোকসভা নির্বাচন প্রার্থীদের জন্যেই প্রযোজ্য হবার কথা, না রাষ্ট্রীয় আইন রূপে প্রযোজ্য হবার কথা? যদি রাষ্ট্রীয় আইনরূপে গ্রাহ্য হবারই হয়, তাহলে মিজোরাম সরকার অমান্য করেছেন বা করছেন কোন্ বৈধ নিয়মে বা আইনে?

৪) ত্রিপুরা রাজ্যে বিগত বাম আমলে লক্ষাধিক স্থায়ী বাসিন্দা এ রাজ্যেরই, যারা তৎকালীন উগ্রপন্থী হামলায় বাড়ি, ঘর, জমি-জমা হারিয়ে, এককথায় কয়েকদশক ধরে বসবাস করার পরে বাস্তুচ্যুত হয়ে ছন্নছাড়া অবস্থায় রয়েছেন। তাদেরে ক্ষতিপূরণ সহ স্ব-স্থানে পুনর্বাসনের জন্যে এ রাজ্যের বিভিন্ন সংস্থার ও বিশেষভাবে “আমরা বাঙালী” সংগঠনের পক্ষ থেকে ত্রিপুরা সরকারকে দাবি জানানো সত্ত্বেও, বাস্তুচ্যুতদের বারবার ধর্ণা রাখার পরেও ত্রিপুরা সরকার সেই আবেদনকে বিন্দুমাত্রও পাত্তা না দিয়ে রাজ্যবাসীর জনমত যাচাই না করেই কীভাবে দিল্লির লক্ষমাত্র কাছে নতজানু হয়ে দায়স্বীকার করে নিলেন যে মিজোরাম সরকারের খেয়ালখুশীপনা আর আশ্রিত রিয়াংদের বা তাদের সর্দারদের শিশুসুলভ মর্জিকে মূল্য দিতে গিয়ে ত্রিপুরাতেই তাদের পুনর্বাসিত করবেন। উল্লেখ করতেই হচ্ছে কার্য কারণে যে আজ যারা দিল্লির তথা তামাম ভারতের শাহেন শাগিরি করছেন, সেই তাঁদেরই পূর্ব জমানার তথা পূর্বসূরীদের অর্থাৎ হিন্দু সাম্রাজ্যবাদী চক্রের বড় বড় চাঁইদের বাঙালী-বিদ্বেষ প্রসূত কারণেই তৎকালীন পূর্ব বাংলা ও বর্তমান বাংলাদেশ থেকে আগত “ অভিশপ্ত দেশভাগের বলি” বাস্তু-ত্যাগীদের পুনর্বাসন আজও যথাযথ হয়ে উঠে নি কেন? দেশভাগ তো বাঙালীদের লোকবৃত্তি আর বিদ্বেষ পরায়নতার কারণে হয়নি, একথা বিশ্ববাসী ভাল করেই জানেন। কেন তবে বাঙালীদের বাঙালীমাত্রেই ‘বিদেশী’, ‘বাঙলীদেশী’, ‘ অনুপ্রবেশকারী’, ‘রিফ্যুজি’, ডি-‘ভোটার’ তক্মা লাগিয়ে যথেচ্ছভাবে অপমানিত আর নির্যাতন করা হচ্ছে? ‘এন আর সি’, সি এ এ’ এসব নিয়ে শাহ-মোদি সহ তাদের অনুচরেরা গাল ফুলিয়ে বলে থাকেন “সবার জন্যে” অথচ কার্যক্ষেত্রে প্রমাণিত হয়ে চলছে—শুধুই এসব “বাঙালীর জন্যে”। কেন? একি কেবল বাঙালীদের ভয় পাচ্ছেন বলে, না সহ্য করতে পারছেন না বলে? শুধুই কি ভাবছেন রাতের আঁধারেই চুপিসারে কাজ সেরে ফেলবেন?

৫) বর্তমানে ‘ত্রিপুরা’—নামাংকিত ভূ-ভাগ তার পূর্বতন ‘সমতল ত্রিপুরা’ পরবর্তী সময়ে মোগল-আমলে ‘চাকলা রোশনাবাদ’ ও এরও পরবর্তী ব্রিটিশ-আমলে ‘ত্রিপুরা ডিস্ট্রিক্ট’ নামে পরিচিত ভূমি সহ মেঘনা-নদীর পূর্বতীর থেকে কুমিল্লা, ময়নামতী, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, ফেণী, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, ভুলুয়া, শ্রীহট্ট বা সিলেট, কাছাড় বর্তমান মেঘলায়ের সমতল অংশ, অসম (পূর্ব নাম কামরূপ ও প্রাগ জ্যোতিষপুর, মিজোরাম, ন্যাগাল্যাণ্ড হয়ে ভার্মা-সীমান্ত পর্যন্তই বিস্তৃতছিল। এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলই ছিল ‘বঙ্গ উবাক’ বা ‘উপবঙ্গ’-এর অন্তর্ভূক্ত যা পরবর্তীকালে ‘শ্রীভূম’-নামে পরিচিত ছিল। আবার, উক্ত ‘শ্রীভূম’-ও ছিল বঙ্গদেশেরই অচেছদ্য অঙ্গমাত্র, যা প্রাচীন সমতট ও হরিকেল রাজ্য নামে পরিচিত ছিল। ঐতিহাসিকদের মতে, বিগত ৪ র্থ শতাব্দী (কারোর মতে ২ য় শতাব্দী) থেকে সমতট রাজ্যেরও ৭ম /৮ম শতাব্দী থেকে প্রায় এয়োদশ শতাব্দীর শেষার্ধ বা চতুদর্শ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্য্যন্ত অন্তর্ভূক্ত ছিল। খ্রিষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর পূর্বে এই মাটিতে বহিরাগত কোন উপজাতি বা ট্রাইব্যাল গোষ্ঠীরই আগমন ঘটে নি। সত্যিটা হল, প্রাইগৈতিহাসিক কাল থেকেই এতদঞ্চলে বাঙালীদেরই স্থায়ী বসবাস ছিল। সমুদ্র গুপ্তের এলাহাবাদ প্রশান্তি, বৈন্যগুপ্তের গুনাইঘর তাম্রলিপি, ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানে থেকে প্রায় দেড় শতাধিক প্রাচীন আমলের হিন্দু ও বৌদ্ধযুগের মুদ্রা ইত্যাদির আর চীনা পরিব্রাজক হিউ-য়েন-সাঙের ভ্রমণ বিবরণী এই সত্যতার যথেষ্ট প্রমাণ-সমস্যা বহন করছে। কিন্তু, ইদানীংকালে কতিপয় পলিটিক্যাল ব্যবসায়ী ও ভ্রষ্টাচারীরা ইতিহাস বিকৃত করার অন্যায় ধান্দায় মেতেই ত্রিপুরা কিন্তু, নেহাৎই আনাড়িপনার জন্যে ওরা ভুলে তাকতে চেয়েছেন মহাভারতের কৌরব, রামায়নের রাবণ, হিটলার ও মুসোলিনী, এযুগেরও বুটো-ইয়াহিয়া খান প্রমুখদের করুণ পরিণতির কথা। তাতেও কি সম্প্রতিকালের দানব পিশাচরা নিস্কৃত পেয়ে যাবেন বলে ভাবছেন?

৬) বারতীয় সংবিধানের সংশোধনীর মাধ্যমে যারা ট্রাইব্যাল স্বার্থ রক্ষায় “ এডিসি” নামক বিভেদ ও বিবাদের সাক্ষী খাড়া করেছেন ত্রিপুরায়, তারা অবশ্যই জবাবদিহি করতে বাধ্য হবেন—উপজাতি মিজোরা যদি উপজাতি রিয়াংদের সহ্য করতে না পেরেছেন, তাহলে তিপ্রারাও তদূর ভবিষ্যতে এ রাজ্যে রিয়াং, চাকমা, মগ, লুসাই, কুকী, ডার্লং, রাংখলদের সঙ্গেই যে শান্তিপূর্ণ সহাবাস্থান মেনে নেবেন সে গ্যারান্টিটা কি, বর্তমান ত্রিপুরা, মিজোরাম, মেঘালয়, অসম কিংবা তাদের থিঙ্ক-ট্যাঙ্ক দিল্লির বাদশারা দিতে পারবেন? তখন কী হবে?

৭) উক্তসব করিতকর্মাদের ভোটবাজি ও ভোট শিকারের স্বার্থে গোষ্ঠীভাগ, জাতভাগ, সম্প্রদায়-বিভাজন, কোথাও বর্ণ-বিদ্বেষ বা ধর্মমত(রেলিজিয়ন বা মজহব) -কে ভিত্তি করেই মানুষ প্রজাতির প্রকৃতধর্ম---মানবধর্ম বা ভাগবতধর্ম (হিউম্যানিটি বা হিউম্যানিজম)-কে অস্বীকার করে গোটা মানবজাতিটার তো অবশ্যই, বর্তমান ভারত যুক্তরাষ্ট্রেরও সর্বনাশের চেয়ে বেশি পরিমাণে ক্ষতি সাধন করে চলেছেন। দৃষ্টান্তরূপ বলছি - নেহেরু কর্তৃক ভাষাবিত্তিক রাজ্য -পুর্ন ঘটন মিজোরাম, মেঘলায়, নাগাল্যান্ড পর্যন্ত। তৃতীয়ঃ ব্রিটিশদের চক্রান্ত আর দেশীয় পুঁজিপতিদের বিশ্বাস ঘাতকতা পূর্ণ মদতে ভারত-বিভাজনের ফলে, বর্তমান খণ্ডিত ভারত ও তিনখণ্ডে বিভক্ত যথা ঃ- (ক) অভিজাত ও বিত্তবানদের জনে ইন্ডিয়া (খ) চাষ-ভূষা, গরিব-দুঃস্থ, অসহায় শ্রমজীবী, নিরক্ষরদের জন্যে ভারত (গ) কতিপয় স্বার্থান্বেষীদের জন্যে হতে চলেছে হিন্দুস্তা। চতুর্থত ঃ একদিকে হিন্দুত্ববাদের বাড়াবাড়ি আবার অপরদিকে মুসলীম তোষণ (কোথাও কোথাও) উঃ পূঃ ভারতে খ্রীষ্টমত প্রসারে মদত দান (উদাহরণ মিজোরাম) ইত্যাদি। অথচ, সেক্যুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতার বড়াইও করে চলেছে লজ্জাকে ও হার মানিয়ে। সম্ভবত খ্রীষ্টানদের তোষণ করতে গিয়ে মিজোরামের রিযাংদের নিয়ে দিল্লির নতজানু হয়ে যাওয়া।

৮) অতীতে গুজরাটে সাম্প্রদায়িকতার সুড়সুড়ি জাগোবার আগে বা পরে রাম মন্দির ও বাবরি মসজিদ ইস্যু, রামদেব---আন্না হাজারেদের, দুর্নীতি দমনে লাফালাফি, ১৯৪৭ সালের পর থেকেই ভারত জুড়ে অর্থনৈতিক অনাচার ইত্যাদির পর্বত প্রমাণ সুযোগ নিয়ে দিল্লিতে মোদি-সাহীর আবির্ভাব। কালোটাকা উদ্ধারের নামে নোট বন্দী আর ব্যাংক থেকে লাখ লাখ কোটি টাকা ঋণ নিয়ে ভারতীয় পুঁজিপতিদের গা ঢাকা দেওয়া, দেশে কর্পোরেট-ব্যাবসার রমরমা, প্রাইবেটাজাইশনের প্রবণতা, জিএসটি, জিডিপি ইত্যাদির খেসারত যোগাতে গিয়ে বর্তমানে অর্থনীতিতে মহামন্দার সূত্রপাত ইত্যাদি চাপা দিতে গিয়ে (ক) ডিজিটাল ও ক্যাশলেস ইন্ডিয়ার প্রচারনা ও অপরদিকে মানুষে মানুষে বৈরীভাবজীইয়ে রাখা নেহাৎই পলিটিক্যাল চালবাজি মনে হয় নাকি?

করোনা অতিমারি কি প্রকৃতির প্রতিশোধ ?

অনুভব বেরা

করোনাতে ক্ষতিবিক্ষত বিশ্ব। ব্যবসা বাণিজ্য, অর্থনীতি, কর্মসংস্থান, শিক্ষাক্ষেত্র ছাড়াও পর্যটন খেলাধুলা, বিনোদন, উন্নয়ন সব ক্ষেত্রেই এ যে মারাত্মক ক্ষত সৃষ্টি করে চলেছে তার জেরে কেবলমাত্র বর্তমান নয় আগামী বছরগুলোতেও আমাদের ভুগতে হবে। তুষের আগুনের মতো ধিকিধিকি করে জ্বলতে থাকা কোভিড-১৯ কবে পুরোপুরি বিদায় নেবে তা বলা মুশকিল। তবে এই অতিমারি মানবসভ্যতাকে অনেক শিক্ষা দিয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। করোনা শিখিয়েছে মানুষ তার লোভ যদি সম্ভরণ করতে না পারে, প্রকৃতিকে অগ্রাহ্য করে তাহলে ভবিষ্যতে এমন বিপর্যয় অনিবার্য অনিবাযত ভাবে বার বার নেমে আসবে। তখন এই গ্রহে থাকবে না মানুষ। বেশ কিছুদিন আগে রবার্ট ম্যালথাস বলেছিলেন, যখন জনসংখ্যা খুব বেড়ে যায় তখন প্রকৃতি নিজে যথেষ্ট ব্যবস্থা নেয়, যাতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে আসে। করোনা ভাইরাস কী প্রকৃতির সাম্প্রতিক সেই নিজস্ব সেফটি ভালভ? যা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে বিশ্ব জুড়ে জনসংখ্যার ভারসাম্য বজায় রাখছে। উত্তর আছে ভবিষ্যতের গর্ভে।

অতীতে অনেক অতিমারির ঘটনা ঘটেছে। সে সব অতিমারি সে সময়ে জনজীবনের ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল। বিজ্ঞানীদের দাবি তখনও প্রকৃতিগত কারণে বিভিন্ন সংক্রামক রোগে যার ফলে অতিমারি দেখা দিত। অতিমারি দেখা গেছে যিশু খ্রিস্টের জন্মের ৪৫০ বছর আগে এথেন্সে। তাতে ৫ কোটি মানুষের মৃত্যু হয় বলে ধারণা। সংক্রমণ রোগের ইতিহাস ও পুরোনা। পাঁচ হাজার বছর আগে প্রস্তর যুগে কিংস্বা আরও আগে অতিমারির শিকার হতো মানুষ। বর্তমান হেপাটাইটিস বি ভাইরাসের কথা আমরা জানি এই ভাইরাস ৭০০০ বছর আগেও মানুষের মধ্যে হতো। আমেরিকায় এখন প্রতি বছর অনেকে সালমোনেলা ব্যাকটেরিয়ায় আক্রান্ত হচ্ছেন। ৬৫০০ বছর আগেও এই ব্যাকটেরিয়ার প্রকোপে অসুস্থ হতেন মানুষ। প্রাচীন মানুষের দাঁত থেকে পাওয়া ডিএনএ’র নমুনা সংগ্রহ করে জানা গেছে এই তথ্য। শর্টগান সিকোয়েন্সিং পদ্ধতিতে প্রাচীন মানুষের কঙ্কাল, দাঁত থেকে ডিএন এ বের করে জিনগত তথ্য বিশ্লেষণ করে জানা যাচ্ছে প্যাথোজেন বা জীবাণুর ইতিহাস। এভাবেই সমৃদ্ধ হচ্ছে রোগের তথ্য ভাণ্ডার। ইতিমধ্যে তথ্যভাণ্ডারে জমা পড়েছে জীবাণু সম্পর্কে নানা তথ্য। তাতে জানা যায় প্রস্তর যুগে যে ধরনের জীবাণু ছড়িয়েছিল তার থেকে পরবর্তীকালে জীবাণুর জেনেটিক পার্থক্য রয়েছে। এরই সাথে গবেষণা চালানো হচ্ছে সেই সমস্ত জীবাণু সম্পর্কে কি ভাবে ভয়ানক সাধাণরভাবে অনুমান করা হচ্ছে জল, বায়ু, পশুপাখির মাধ্যমে বিভিন্ন রোগের জীবাণু ছড়াত।

অনেক দিন আগে থেকেই মানুষের বিভিন্ন রোগের বাহক হিসাবে পশুদের ভাবা হয়েছে। বর্তমানে রোগ বিশেষজ্ঞরা মনে করেন প্রায় ৬০ শতাংশ সাধারণ রোগের ও ৭০ শতাংশ সংক্রমণ রোগের উৎস প্রাণীজগৎ। প্রাণীবাহিত রোগকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় জুনেটিক রোগ বলা হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় স্প্যানিশ ফ্লু, বার্ড ফ্লু (উৎস বাদুড় ও বানার) নিপা বাইরাস (শূকর), এইচআইভি (উৎস বানার শিম্পাঞ্জি), মার্স (উৎস উট), সারস (উৎস বাদুড়), জিকা (বানর), ওয়েসট নাইল (বন্যপাখী) ইত্যাদি, ইত্যাদি। বিগত ৭০ বছরে তিনশোর বেশি এমন প্রাণী জগৎ উদ্ভুত রোগ চিহ্নিত করা হয়েছে। সে, চার দশক পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে যে প্রতি তিনি বছরের বৃত্তায়নে গৃহপালিত পশু ও বন্যপ্রাণী থেকে মানুষের শরীরে রোগের বাহক (জীবাণু) স্থানান্তর দুই থেকে তিন গুণ বেড়েছে। এই সব রোগের জীবাণু ভাইরাস নিশ্চিতভাবে ছিল বন্য পশুপাখির শরীরে। এগুলোই ছিল তাদের স্বাভাবিক হ্যাবিট্যাট বা বসতি। বিভিন্ন কারণে তাদের পূর্বের বসতি ত্যাগ করে এলো মানুষের শরীরে। নতুন বসতি স্থাপন করতে এলো বিপত্তি। কয়েক রকম জীবাণু নিজের নতুন বসতিতে বেঁচেবর্তে থাকার জন্য তাদের প্রাণভোমরা অর্থাৎ জিনোমিক বস্তু (বংশগতিয় বস্তু) পরিবর্তন ঘটালো। এই পরিবর্তনকে মিউটেশন বলে। বেশ কিছু ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন প্রাণঘাতী হয়ে উঠল মানুষের জন্য।

বন্যপ্রাণী থেকে মানুষের শরীরে জীবাণুর প্রবেশের একটি ইতিহাস আছে। একটু বলি। আফ্রিকার জঙ্গলের শিম্পাঞ্জি শিকার হয়ে চালান হথো চিড়িয়াখানায়। অসাধু ব্যবসায়ীরা অর্থের লোভ দেখিয়ে, অনেক সময় বন্দুক দেখিয়ে জঙ্গলের সহজ সরল অধিবাসীদের শিম্পজি শিকার করতে বাধ্য করাতো। এই শিকারকে কেন্দ্র করে মানুষে ও শিম্পাঞ্জির যুদ্ধ চললে শিম্পাঞ্জির আঁচড়ে দিয়েছে শিকারিকে। এই ভাবে আঁচড়ে শিম্পাঞ্জির শরীরে থাকা নিষ্ক্রিয় এইচ আইভি ভাইরাসের সংক্রমণ ঘটল, এলো মানুষের শরীরে। একটা সময়ে এই অধিবাসীদের অনেকেই শ্রমিক হিসেবে কিম্বা কৃতদাস হিসেবে চালান করা হলো তথাকথিত সভ্যদেশে জার্মানি, বেলজিয়াম, ইল্যান্ড, ফ্রান্সে। ১৯১০-১৯২০ সালের মধ্যে মারণ এইচ আইভি ছড়িয়ে পড়ল আফ্রিকার আদিম জঙ্গলের ঘুম ভাঙ্গানো অভিশাপ আজ হানা দিয়েছে সভ্য মানুষের ঘরে ঘরে। নিপা ভাইরাসের নাম আমরা শুনেছি। মালয়েশিয়ার সুঙ্গাই নিপাহ গ্রামে প্রথম এই ভাইরাস ধরা পড়ে। এই রোগের জ্বরের সঙ্গে শ্বাসকষ্ট, মাথাব্যথা, বমি ঝুমনি ধরা দেখা যায়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানায় বাদুড় এই রোগের বাহক। বাদুড়ের আধখাওয়া ফল শুকর মানুষ বাহাক হয়ে নিপা ভাইরাস এখন মানুষের শরীরে মিউটেশন ঘটিয়ে মানুষ থেকে মানুষের সংক্রমণ বিপদ ডেকে এনেছে।

বাদুড়ের মাংস খাওয়ার লোভে লাইলনের ফাঁস জালের ফাঁদে তাদের বন্দি করে লোভী মানুষ বাদুড়কে খাদ্য তালিকায় এনেছে। বনাঞ্চল ধ্বংস করে বাদুড়কে বাধ্য করেছে লোকালয়ে আসতে। ফলসরূপ ইবোলা ভাইরাসের আফিরকা মহাদেশে হানা। একশো বছর আগে ১৯১৮ সালে ইউরোপ থেকে এইচওয়ানএনওয়ান ভাইরাস ঘটিত স্প্যানিশ ফ্লু সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯১৮-২১ এই তিন বছরে মধ্যে গোটা বিশ্বে পাঁচ কোটির ও বেশি মানুষ মারা যায় এই রোগে। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর মধ্যে আমাদের ভারত ও ছিল। ঘন বসতি ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সেনাবাহিনীর অতিমাত্রায় চলাচলে এই অতিমারি ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়েছিল। উল্লেখ্য সেই সময় আজকের মতো রোগ সংক্রমণ প্রতিরোধে সচেতনতা মূলক কর্মসূচি ছিল না বললে চলে। ১০ বছর আগে বাডত ফ্লু রুখতে হাজার হাজার হাঁস মুরগি প্রশাসন মেরে ফেলেছিল যাতে এই রোগের ভাইরাস জনমানসে ছড়িয়ে না পড়ে। সফল ও হয়েছিল প্রসাশন। তবে এই রোগের সংক্রমণের ভয় পুরোপুরি কাটেনি। যে কোনো সময়ে ফিরতে পাদ্দের বার্ড ফ্লু।

এবোলো, এইচ আই ভি সারস, মার্স বারড ফ্লু এইসব রোগগুলো সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সম্ভাব্য মহামারী সম্পর্কে বিপদ সংকেত দিয়েছিল, অতিমারি করোনা সেই সংকেতকে সত্য বলে প্রমাণিত করেছে। চীনে হুবাই প্রদেশের উহান শহরে করোনার আবির্ভাব। উহানে রয়েছে বন্যপ্রজাতির আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কেন্দ্র। ওখানে গৃহপালিত প্রাণীর সঙ্গে বিক্রি হয় নেকড়ের বাচ্চা ইঁদুর বাদুড় শেয়াল ইত্যাদি। সংবাদ মাধ্যমে খবর এখানকার বন্যপ্রাণীর মাংসের বাজারে বাদুড় ও পেঙ্গোলিনের মাংস থেকে একদল খদ্দেরের কাছ থেকেই করোনা ভাইরাস সংক্রমিত হয়। শনাক্ত করা হয়েছিল ২০১৯-এর ডিসেম্বর মাসে।

(সৌজন্যে-দৈ স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বৃহস্পতিবার শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ স্কুল ছাত্রীদের মধ্যে বাই সাইকেল বিতরণ করেন। ছবি- নিজস্ব।

১ জুন থেকে মাধ্যমিক, ১৫ জুন থেকে শুরু হতে পারে আগামী বছরের উচ্চ মাধ্যমিক

কলকাতা, ২৪ ডিসেম্বর (হি স): করোনা আতঙ্কে এখনও বন্ধ রাজ্যের স্কুল কলেজ। কবে খুলবে স্কুল কলেজ এখনও তা জানা নেই। তবে, বর্তমানের পরিস্থিতির কথা চিন্তা করে কিছুদিন আগে শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় ঘোষণা করেছিলেন আগামী বছরের মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক পিছিয়ে যাচ্ছে। ২০২১ সালের ১ জুন থেকে শুরু হবে মাধ্যমিক ১৫ জুন থেকে হবে উচ্চমাধ্যমিক বৃহস্পতিবার এমনটাই খবর সূত্রের।

বর্তমানে স্কুল বন্ধ থাকায় ক্লাস হচ্ছে অনলাইনে। করোনা আবহে প্রায় ৬ মাস বন্ধ। রাজ্যে কবে ফের স্কুল খুলবে তা কোনও নিশ্চয়তা নেই। যারা ২১ সালে মাধ্যমিক দেবে তাঁদের কয়েকমাস ক্লাস হলে একুশের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের কোনও ক্লাস হয়নি। সাধারণত ফেব্রুয়ারী মাসে মাধ্যমিক হলেও মার্চেই উচ্চ মাধ্যমিক হয় প্রতিবছরই। কিন্তু ফেব্রুয়ারি পরতে আর মাত্র বাকি একটা মাস। এত অল্প সময় কিভাবে সম্ভব সিলেবাস শেষ করে সেই নিয়ে চিন্তায় পড়ে ছিল সকলেই। সেই কথা ভেবে বুধবারই পিছিয়ে যাচ্ছে আগামী বছরের মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা জানান শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। এরই মাঝে বৃহস্পতিবার সূত্র মারফত খবর, ২০২১ সালের মাধ্যমিক শুরু হবে ১ জুন থেকে। অন্যদিকে ১৫ জুন থেকে শুরু হবে উচ্চ মাধ্যমিক চলবে ৩০ জুন পর্যন্ত। ১০মার্চ থেকে উচ্চ মাধ্যমিকের প্র্যাকটিকাল শুরু হবে। পাশাপাশি ১৫ জুন থেকে হবে একাদশের বার্ষিক পরীক্ষা। দু-একদিনের মধ্যেই প্রকাশিত হবে সূচি।

অসমবাসীকে খ্রিসমাসের আন্তরিক শুভেচ্ছা রাজ্যপাল অধ্যাপক মুখির

গুয়াহাটি, ২৪ ডিসেম্বর (হি.স.) : খ্রিসমাস উপলক্ষ্যে রাজ্যের সর্বস্তরের জনসাধারণকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখি। এক শুভেচ্ছা বার্তায় রাজ্যপাল বলেছেন 'ক্রিসমাস উপলক্ষ্যে আমি বিশেষ করে খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বী এবং অন্যান্য সর্বসাধারণ জনতাকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।' বার্তায় তিনি আরও বলেছেন, 'এদিন আমরা প্রভু জিশু খ্রিষ্টের জন্মদিবস হিসেবে উদযাপন করি। প্রভু জিশু আমাদের শান্তি, ত্যাগ, ভালোবাসা এবং মমত্ববোধের বার্তা দিয়েছেন। সুতরাং, ক্রিসমাস উপলক্ষ্যে আসুন আমরা সকলে সর্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতি বজায় রাখতে প্রভু জিশুর শিক্ষা ও বার্তা অনুসরণ করে সেই শিক্ষায় নিজেদের নতুনভাবে গড়ে তুলি।'

শুভেচ্ছা বার্তায় রাজ্যপাল সবাইকে কোভিড-১৯ সংক্রমণের ব্যাপারেও স্মরণ করিয়েছেন। নিজের নিজের এলাকা, রাজ্য তথা দেশ ও দশের সুস্থ কামনা করে সকলকে কোভিড প্রটোকল মেনে খ্রিসমাস উৎসব উদযাপন করার আহ্বান জানিয়েছেন রাজ্যপাল। এছাড়া কোনও সমাবেশ না করে রাজ্যবাসীর মঙ্গলার্থে প্রভু জিশুর কাছে প্রার্থনা করতে তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

সিঙ্গুরেও কৃষকদের টুপি পরিয়েছিলেন, আজও তাই করছেন, মুখ্যমন্ত্রীকে এক হাত লকেটের

কলকাতা, ২৪ ডিসেম্বর (হি স): বর্তমানে পাখির চোখ একুশের নির্বাচনে। এরই মাঝে রাজনৈতিক দলগুলি অন্দরে শুরু হয়ে গিয়েছে নির্বাচনের জোর প্রস্তুতি। অন্যদিকে রাজ্য সরকার বনাম বিজেপি তরজা তুঙ্গে। এরই মাঝে বৃহস্পতিবার "সিঙ্গুরেও কৃষকদের টুপি পরিয়েছিলেন, আজও তাই করছেন " মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে একহাত বিজেপি সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়ের।

এই প্রসঙ্গে লকেট চট্টোপাধ্যায় আরও বলেন, "কীভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সিঙ্গুরের মানুষকে ঠকিয়েছিল, সিঙ্গুরের কৃষকদের ঠকিয়েছিল। সে সময় টাটাদের ৯৫ শতাংশ কাজ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেই টাটাকে, টাটা বাই-বাই করে দিয়েছিল। তারপর বলেছিলেন আমরা কৃষি চাই, শিল্প চাই না। সে নিয়ে বিরাট আন্দোলন করেছিল। তারপর সেই জমিতে কৃষি হয়নি, শিল্পও হয়নি। আজকে হঠাৎ করে ভোটের একদম দোরগোড়ায়, দুয়ারে সরকার যেতে যেতে এখন বলতে শুরু করেছে সিঙ্গুরে শিল্প নিয়ে এসেছি, সব মিথ্যা, সব ভাওতাবাজি কথা। কৃষককে সে সময় টুপি পরিয়েছিল, আজও টুপি পরাচ্ছেন"।

বিজেপি দুশোর বেশি আসন নিয়ে এই রাজ্যে ক্ষমতায় আসছে লিখে নিন : মুকুল রায়

সাতগাছিয়া, ২৪ ডিসেম্বর (হি. স.) : "তৃণমূলের আসন সংখ্যা দুই অঙ্ক পেরবে না। বিজেপি দুশোর বেশি আসন নিয়ে এই রাজ্যে ক্ষমতায় আসছে লিখে নিন"। পূর্ব বর্ধমানের সাতগাছিয়ায় বৃহস্পতিবার এই মন্তব্য করলেন দলের সর্বভারতীয় সহ সভাপতি মুকুল রায়।

সাতগাছিয়ায় বিজেপির যোগদান মেলায় হাজির ছিলেন বিজেপি নেতা মুকুল রায়। হাজির ছিলেন তৃণমূল থেকে সদ্য বিজেপিতে আসা কালনার বিধায়ক বিশ্বজিৎ কুন্ডু। বিজেপির কাটোয়া সাংগঠনিক জেলার মন্তেশ্বর বিধানসভার সাতগাছিয়া ফুটবল মাঠে এদিনের বিজেপির সভায় ছিলেন বিজেপির জেলা সভাপতি কৃষ্ণ ঘোষ সহ অন্যান্য নেতা কর্মীরা।

এদিনের সভায় তৃণমূলের।পঞ্চায়েতের বহু সদস্য বিজেপিতে আনুষ্ঠানিক ভাবে যোগদান করেন। বিশ্বভারতীতে মমতার আমন্ত্রণ না পাওয়া নিয়ে মুকুলবাবু বলেন, মমতা মিথ্যে কথা বলছেন। বিজেপি রাজ্যে ক্ষমতায় এলে সিঙ্গুর নিয়ে চিন্তা ভাবনা করবেন বলে জানান তিনি।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

বড়দিনের শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালের

গুয়াহাটি, ২৪ ডিসেম্বর (হি.স.) : বড়দিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল। এক শুভেচ্ছা বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী অসমের খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বীদের পাশাপাশি সর্বস্তরের জনসাধারণকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বড়দিনে যাবতীয় স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। শুভেচ্ছা বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, পবিত্র বড়দিন উদযাপনের মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ এবং সৌভ্রাতৃত্ববোধের বাঁধন আরও সুদৃঢ় হয়। এছাড়া এর মাধ্যমে এক শক্তিশালী আধ্যাত্মিক পরিবেশ তৈরি হয়ে সমাজে শান্তি, সম্প্রীতি ও প্রগতি বহন করে। তিনি বলেন, পবিত্র বড়দিন উদযাপনের মাধ্যমে জিশু খ্রিষ্ট যে মানবতার বাণী ছড়িয়ে গেছেন, তাতে সমাজে শান্তিতে সহাবস্থান করার প্রেরণা লাভ করি। মূল্যবোধ এবং আধ্যাত্মিক জীবনবোধে শক্তিশালী সমাজ নির্মাণে গুরুত্ব আরোপ করে মুখ্যমন্ত্রী বড়দিন উদযাপন করলে মানবজীবনে বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধ এবং বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ আরও মজবুত হবে বলে আশা ব্যক্ত করেছেন।

চাকরি দেওয়ার নাম করে টাকা নেওয়া তৃণমূল নেতাদের প্যান্ট খুলে নিন : দিলিপ ঘোষ

সাগর, ২৪ ডিসেম্বর (হি. স.) : রাজ্যে চাকরি দেওয়ার নাম করে বেকার যুবকদের কাছ থেকে যেসব তৃণমূল নেতারা তাঁদের রাস্তায় ধরে প্যান্ট খুলে নেওয়ার নিদান দিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলিপ ঘোষ। বৃহস্পতিবার দক্ষিন ২৪ পরগনার সাগর বিধানসভার অন্তর্গত রুদ্রনগর স্কুল মাঠে একটি জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে একথা বলেন তিনি। এছাড়াও বিগত দশ বছরে তৃণমূল সরকার কিভাবে দুর্নীতি করেছে তা মানুষের সামনে তুলে ধরেন দিলিপ ঘোষ।

গত দশ বছরে সাগর বিধানসভাতে ও দুর্নীতি হয়েছে। সমুদ্রের বাঁধ সারানোর টাকা থেকে আমফানে ক্ষতিগ্রস্থদের টাকা সবই এখানকার বিধায়ক ও তাঁর জামাই মিলে আত্মসাৎ করেছেন বলে অভিযোগ করেন তিনি। রাজ্যে সিপিএম দুর্নীতি করেছিল, তাই সিপিএমকে মানুষ ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল। এখন রাস্তায় নেমে মিছিল করছেন সিপিএম নেতারা। বিমান বসুর মতো সিপিএম নেতা হাঁটতে পারেন না, তাও তাঁকে হাঁটতে হচ্ছে। ফলে মানুষের সাথে যারা বিশ্বাস ঘতকতা করেছে তাদেরকে ছুড়ে ফেলে দিতে হবে বলে সাগরের মানুষকে কড়া বার্তা দেন দিলিপ ঘোষ। এদিন সাগর বিধানসভায় দুটি সভা করেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি। দ্বিতীয় সভা করেন নামখানায়। সেখানেও একইভাবে রাজ্য সরকার ও তৃণমূল কংগ্রেসকে কটাক্ষ করেন এই বিজেপি নেতা। দিলিপ ঘোষ ছাড়াও রাজ্য বিজেপি ও জেলা বিজেপির একাধিক নেতৃত্ব এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। এদিনের দুটি সভাতেই অন্যান্য রাজনৈতিক দক থেকে বেশ কিছু কর্মী বিজেপিতে যোগ দেন। তাঁদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি। মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে দিলিপ ঘোষ বলেন, "এই রাজ্যের বেকার ছেলেদের চাকরি দেওয়ার নাম করে লাখ লাখ টাকা খেয়েছে তৃণমূলের নেতারা। আর টাকা দিয়ে চাকরি পাচ্ছে না যুবকরা। তাই যারা চাকরি দেওয়ার নাম করে লাখ লাখ টাকা খেয়েছে তাদের চৌরাস্তার মোড়ে ধরে প্যান্ট ও জামা খুলে নিন।" তিনি আরও বলেন, যে সমস্ত দিদির ভাইয়েরা খেয়েছেন তারা লালুপ্রসাদের মতন জেলে থাকতে হবে। হিন্দুস্থান সমাচার / পারসতি

বিজেপির উপর একতরফা হামলা চালানো হচ্ছে, খরদহ কাণ্ডে তোপ শমীক ভট্টাচার্যর

কলকাতা, ২৪ ডিসেম্বর (হি স):বুধবার খড়দহে বিজেপি কর্মীদের ওপর লাঠিচার্জ কেন্দ্র করে উত্তপ্ত রাজ্য রাজনীতি। আর এরপরেই বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলন করে খরদহ ঘটনার প্রসঙ্গ তুলে "বিজেপির উপর একতরফা হামলা চালানো হচ্ছে " তোপ দাগলেন বিজেপি নেতা শমীক ভট্টাচার্য। খরদহ ঘটনার প্রসঙ্গ তুলে শমীক ভট্টাচার্য বলেন, "তৃণমূল সামগ্রিকভাবে পায়ের তলার মাটি হারিয়ে ফেলেছে। যেখানেই বিজেপির মিটিং-মিছিল হচ্ছে, কোথাও পুলিশের সাহায্যে, কোথাও পুলিশকে নিষ্ক্রিয় রেখে হামলা চালানো হচ্ছে। তৃণমূল তাদের আভ্যন্তরীণ গোষ্ঠকোন্দল মেটাতে পারছে না। দলকে সঙ্ঘবদ্ধ রাখতে পারছে না। নেতা-কর্মীদের দলত্যাগ আটকাতে পারছে না। ---- **এরপর ছয়ের পাতায়**

২৯ ডিসেম্বর থেকে পাথারকান্দিতে শ্রীশ্রী রাধারমণ গোস্বামীর ১০৬ তম আবির্ভাব তিথি উৎসব

পাথারকান্দি (অসম), ২৪ ডিসেম্বর (হি.স.) : শ্রীশ্রী রাধারমণ গোস্বামী জিউর ১০৬ তম পুণ্য৪ আবির্ভাব তিথি পালন উপলক্ষ্যে পাথারকান্দি রাধারমণ সেবাসমিতি ব্যাপক প্রস্তুতি হাতে নিয়েছে। এ নিয়ে গত কয়েকদিন ধরে আশ্রমকে সাজিয়ে তুলেছেন আয়োজকরা।

প্রভুপাদের আবির্ভাব তিথি উপলক্ষ্যে গৃহীত কার্যসূচি অনুযায়ী আগামী ২৯ ডিসেম্বর মঙ্গলবার শুভ অধিবাসের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানেব সূচনা হবে। এদিন সন্ধ্যায় পবিত্র জল আনয়নের পর প্রভুপাদের স্নান সমাপন শেষে রাত আটটা থেকে শুরু হবে সমবেত উপাসনা। ভোর সাড়ে তিনটা পর্যন্ত চলবে শ্রীশ্রী রাধারমণের মঙ্গলারতি। পরের দিন ৩০ ডিসেম্বর বুধবার আবির্ভাব মহামহোৎসব পালিত হবে। এদিন সকাল সাতটায় পুণ্যস্নান সমাপনের মাধ্যমে শুরু হবে দিনব্যাপী পূজার্চনা। এতে গীতা পাঠ ও শ্রীনাম কীর্তন, ভোগ-আরতি সহ বেলা দুটা থেকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হবে। সন্ধ্যা সাতটা থেকে রয়েছে সমবেত উপাসনা ও অঞ্জলি প্রদান পর্বের অনুষ্ঠান।

৩১ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার নন্দোৎসবের মাধ্যমে এই মহতি আবির্ভাব উৎসবের শুভ সমাপন হবে। মহোৎসবে ভক্তপ্রাণ জনগণের উপস্থিতি এবং সক্রিয় সহযোগিতা কামনা করেছেন আয়োজক কমিটির কর্মকর্তারা।

অসমকে মিঞা আগ্রাসন থেকে রক্ষা করার ডাক দিলেন নেডা-র আহ্বায়ক মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব

করিমগঞ্জ (অসম), ২৪ ডিসেম্বর : অসমকে মিঞা আগ্রাসন থেকে রক্ষা করতে হবে। ঔরঙ্গজেবের বংশধর আজমল বাহিনীকে বিধানসভার ২০০ কিলোমিটারের ভিতরে ঢুকতে না দেওয়ার হুঙ্কার দিয়েছেন রাজ্যের বহু দফতরের মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। মাত্র ৩৫ শতাংশ নিয়ে অসমে মিঞা রাজত্ব কায়েম করার দুঃস্বপ্ন যাঁরা দেখছেন, তাঁদের প্রতি সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন নর্থ-ইস্ট ডেমোক্র্যাটিক অ্যালায়েন্স (নেডা)-এর আহ্বায়ক তথা অসম সরকারের সেকেন্ড-ইন কমান্ড বলে পরিচিত ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা। বলেন, লাচিত বরফুকন যেভাবে ঔরঙ্গজেবকে তাড়িয়েছিলেন, একইভাবে বদরউদ্দিন আজমলকেও রাজনৈতিকভাবে এ রাজ্য থেকে বিতাড়িত করব।

করিমগঞ্জে অনুষ্ঠিত অসম প্রদেশ বিজেপির দ্বিদিবসীয় কার্যনির্বাহী সম্মেলনের অন্তিমদিন বৃহস্পতিবার এক রকম রণংদেহী রূপ ধারণ করে এভাবেই এআইইউডিএফ-প্রধান বদরউদ্দিন আজমলকে আক্রমণ করেন সমারোপ অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রঞ্জিতকুমার দাসের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত সভায় মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব আরও বলেন, বিদেশের ইসলামিক জঙ্গি ও আতঙ্কবাদী বিভিন্ন সংগঠনের কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা সংগ্রহ করে মিঞা সভ্যতা স্থাপনের বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে তথাকথিত বিভিন্ন সংগঠন এ দেশে কাজ করে চলছে। ড় শর্মা বলেন, নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (কা)-এর বিরুদ্ধে সংগঠিত আন্দোলনের আড়ালে শংকরদেব কলাক্ষেত্রে হামলা চালানো হয়েছিল, এ-থেকেই প্রমাণ হয়, এই আন্দোলনের আড়ালে মিঞা সভ্যতার গভীর ষড়যন্ত্র কাজ করছিল। সেদিনের 'কা' আন্দোলনের আড়ালে বিশেষ একটি সম্প্রদায়ের উগ্র মানসিকতাসম্পন্ন লোক অসমের জনগণের আবেগ নিয়ে ছেলেখেলা করেছিল।

অসমের বেটি, মাটি ও ভিটের দিকে যারা চোখ তুলে তাকাবে তাঁদের চরম হুঁশিয়ারি দিয়ে হিমন্তবিশ্ব বলেন, অনেক হয়েছে, আর নয়। যারা আমাদের মা, বোনদের ইজ্জত নিয়ে খেলার চেষ্টা করবে তাদের প্রকাশ্যে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে। কংগ্রেস ছেড়ে তাঁর (বক্তা ড় শর্মা) বিজেপিতে যোগ দেওয়ার মুখ্য উদ্দেশ্যই ছিল মিঞা কালচার থেকে অসমের সংস্কৃতি করা। জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত অসমের জাতিসত্তাকে রক্ষা করার জন্য প্রাণের বিনিময়েও লড়াই চালিয়ে যাওয়ার পণ নিয়েছেন মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

বক্তা আরও বলেন, বড়োল্যান্ড এবং তিওয়া স্বশাসিত পরিষদে বিজেপির জয় খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই জয় ২১-এর নির্বাচনে বিজেপির জয় একপ্রকার নিশ্চিত করে দিয়েছে। বাকি কাজটুকু দলীয় মন্ত্রী, বিধায়ক, সাংসদ ও সকল স্তরের কার্যকর্তাদের করতে হবে। বড়োল্যান্ডি এবং তিওয়ায় দলের কৃতিত্বের জন্যশ তিনি প্রদেশ সভাপতি রঞ্জিতকুমার দাস ও সেই সব অঞ্চলের দলীয় কার্যকর্তা ও সমর্থকদের দরাজ কণ্ঠে প্রশংশা করেন। তিনি বলেন, বিজেপির সীমাবদ্ধতা একটি দলের মধ্যেই নয়। নির্বাচনে জয়ী হয়ে সরকার গঠনও মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। আসল উদ্দেশ্য হলো সভ্যতা, জাতি, রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করা। বিজেপিতে কেউ পাওয়ার জন্যি আসে না। জন্মভূমির সভ্যতা, সংস্কৃতি রক্ষা সহ রাষ্ট্র সেবার মানসিকতা নিয়ে আসে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর স্বপ্ন বাস্তবায়ন হচ্ছে জানিয়ে মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা বলেন, অযোধ্যায় বহু প্রতীক্ষিত রামমন্দির নির্মাণের কাজ চলছে। দেশের জনগণের পাঁচশো বছরের অপেক্ষার অবসান হয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বের বলে। বাস্তবায়িত হয়েছে ড় শ্যা মাপ্রসাদ মুখার্জির স্বপ্নও। কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা বিলোপ হয়েছে।

এনআরসি প্রসঙ্গে হিমন্তবিশ্ব বলেন, একমাত্র প্রতীক হাজেলার কারণে রাজ্যে শুদ্ধ এনআরসি হয়নি। বিভিন্ন দেশ থেকে প্রতারণার শিকার হয়ে এ-দেশে আগত হিন্দুদের নাগরিকত্ব প্রদান করতে বিজেপি সংকল্পবদ্ধ। পুনরায় এনআরসির মাধ্যমে বিজেপি তার সংকল্প রক্ষা করবে বলে সদর্পে ঘোষণা করেন ড় শর্মা।

নেডা-র আহ্বায়ক বলেন, ২০১৬ সালের পর থেকেই রাষ্ট্রবাদী নেতৃত্বের দরুন বিশ্বের দরবারে ভারত উচ্চ শিখরে পৌঁছতে শুরু করেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন দখলের দিকে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলছে। চিনের মতো শক্তিশালী দেশ ভারতকে এখন সমীহ করতে বাধ্য হচ্ছে। কংগ্রেস আমলে পাক সন্ত্রাসীদের বাড়বাড়ন্ত সরকারের আমলে ধীরে ধীরে নিঃশ্বেষের পথে। পাক সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ব্যরবস্থা নিতে সে-দেশে গিয়ে বোমা বিস্ফোরণ করা হচ্ছে। দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে কেন্দ্রীয় সরকার কঠোর থেকে কঠোরতর সিদ্ধান্ত নিতেও পিছপা হচ্ছে না। একুশের নির্বাচন ব্যা লটের নয়। সভ্যতা ও সংস্কৃতি বাঁচানোর লড়াই। তাই প্রত্যেক কার্যকর্তা ও কর্মীকে বিশেষ প্রস্তুতি সহকারে একুশের লড়াইয়ের জন্য। প্রস্তুত হতে হবে।

তিনি বলেন, অমিত শাহ সর্বভারতীয় সভাপতির দায়িত্ব নিয়ে উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাটের বাইরে দক্ষিণ ভারত, পূর্বোত্তর ভারতে দলের বিস্তৃতির জন্য পদক্ষেপ নেন। আর এখন ওই সব জায়গায় বিজেপি শক্তিশালী অবস্থান নিয়েছে। অসম সহ সমগ্র পূর্বোত্তরে বিজেপির সরকার রয়েছে। আর আগামীতে মমতা সরকারকে হটিয়ে পশ্চিমবঙ্গেও বিজেপি সরকার হবে বলে সভায় দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব।

বিগত সরকারের আমলে নাগাড়ে অসমে গণ্ডার হত্যার প্রসঙ্গ টেনে মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা বলেন, বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর গণ্ডার হত্যা বন্ধ হয়ে গেছে। চোরাশিকারিরা এখন নাপাত্তা। মহিলাদের উপর অত্যা চারও কমেছে। আর ধর্ষণকারীদের সাজা এখন মৃত্যুদণ্ড। এই সরকারের আমলে মানুষের আত্মবিশ্বাস বেড়েছে। সুশাসন ও উন্নয়নে নতুন রেকর্ড গড়েছে বিজেপি সরকার। বলেন, কাজিরঙায় এখন আর জবরদখলদারি নেই। সত্র বেদখলকারীদেরও উচ্ছেদ করা হয়েছে।

সরকার বিকাশের ক্ষেত্রে নতুন দৃষ্টান্ত গড়েছে দাবি করে তিনি বলেন, কংগ্রেস সরকারের কাছ থেকে যখন পাঁচ বছর আগে বিজেপি সরকার দায়িত্ব নেয়, তখন রাজকোষ প্রায় শূন্য ছিল। ১৬ হাজার কোটি টাকার বোঝা মাথায় নিয়ে দায়িত্ব গ্রহণের পর এখন অনেক শক্ত অবস্থানে রয়েছে। কোভিড-এর ভয়াবহতা সুন্দর ভাবে সামাল দেওয়ায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রশংসা করেন তিনি। ওই সময় বিভিন্ন রাজ্যর সরকার কর্মচারীদের বেতন কর্তন করলেও অসম সরকার সেই পথে হাঁটেনি। বরং প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে বেতন হয়েছে বলে জানান তিনি।

মন্ত্রী ড় শর্মা তাঁর ভাষণে বলেন, অরুণোদয় প্রকল্পে ২২ লক্ষ পরিবারের ব্যা ঙ্ক অ্যাণকাউন্টে ৮৩০ টাকা করে দেওয়া হয়েছে। যা পরিবারগুলো প্রতি মাসে পাবে। বছরে বিনামূল্যে ভরতির সুযোগ পাচ্ছে সাড়ে চার লক্ষ ছাত্রছাত্রী। ১২ লক্ষ বৃদ্ধ পেনশন ও চার লক্ষ বিধবাকে পেনশন দেওয়া হচ্ছে। দীনদয়াল দিব্যাঙ্গ প্রকল্পের মাধ্যমে আড়াই লক্ষ দিব্যাঙ্গকে পেনশন প্রদান করা হচ্ছে। বিনামূল্যে পাঠ্যববই পাচ্ছে ৬২ লক্ষ ছাত্রছাত্রী। সাত লক্ষ চা শ্রমিকের অ্যা কাউন্টে দু-তিন হাজার করে দেওয়া হচ্ছে। বলেন, ২৪ লক্ষ মানুষ বিনা খরচে স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ পেয়েছেন। রাজ্যা সরকার এবং প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড় ক যোজনার মাধ্যমে প্রতিবছর আট থেকে দশ হাজার কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণের কথা জানান তিনি। এক লক্ষ ৭২ হাজার মহিলা এসএইচজি কনকলতা মহিলা প্রকল্পের অধীনে সুবিধা পাওয়ার কথাও জানান অর্থমন্ত্রী। জানান, সরকার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী চল্লিশ হাজার ছাত্রীর হাতে স্কুটির চাবি তুলে দিয়েছে।

অর্থ-স্বাস্থ্য-শিক্ষা ও পূর্তমন্ত্রী ড় শর্মা আরও বলেন, বিশ্বকে নেতৃত্ব দেওয়ার পথে অগ্রসর হচ্ছে মোদী নেতৃত্বাধীন ভারত। প্রসঙ্গক্রমে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রদত্ত পুরস্কারের কথাও টেনে এনেছেন তিনি। বলেন, চাকরির ক্ষেত্রে সব ধরনের দুর্নীতি বন্ধ হয়ে গেছে। আগের কোনও কালচার বিজেপি সরকারের আমলে নেই। সম্পূর্ণ মেধার ভিত্তিতে চাকরি হচ্ছে। খুব শীঘ্রই আরও বিশ হাজার শিক্ষকের নিযুক্তি দেওয়া হবে। এছাড়া প্রাদেশিকীকরণ করা হবে বহু স্কুল। ফলে ওই সব স্কুলে চাকরিরতদের দীর্ঘ দাবি পূরণ হবে। মন্ত্রী বলেন, শিক্ষা খাতে সরকারের গুরুত্ব অপরিসীম। মেডিক্যাল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রভৃতির সংখ্যা অনেক বেড়েছে। প্রতিটি জেলায় বিকাশ হয়েছে। যদিও সুচতুরভাবে করিমগঞ্জে মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের বিষয়টি এড়িয়ে যান স্বাস্থ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, চা বাগান এলাকার শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে প্রায় ১৫০টি হাইস্কুল গড়ে উঠছে।

দু-দিবসীয় কার্যনির্বাহী সম্মেলনের সমারোপ অনুষ্ঠানে মঞ্চে ছিলেন, অসমের সহ-প্রভারি পবন শর্মা, প্রদেশ সাংগঠনিক সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ শর্মা, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাংগঠনিক সম্পাদক অজয় জামোয়াল, সর্বভারতীয় অন্যতম সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ দিলীপ শইকিয়া, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামেশ্বর তেলি। আজকের সমারোপ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন শিলচরের সাংসদ ডা. রাজদীপ রায়।

ভিত্তিহীন অভিযোগ করে চলেছেন রাহুল গান্ধী : সুধাংশু ত্রিবেদী

নয়াদিল্লি, ২৪ ডিসেম্বর (হি. স.): কৃষকদের পাশে দাঁড়ানোর কথা বলে নির্লজ্জভাবে মিথ্যা কথা বলে চলেছেন রাহুল গান্ধী। বৃহস্পতিবার এই কথা জানিয়েছেন বিজেপি মুখপাত্র সুধাংশু ত্রিবেদী। রাহুল গান্ধীকে তীব্র ভাষায় কটাক্ষ করে সুধাংশু ত্রিবেদী জানিয়েছেন, আজ ভারতীয় রাজনীতির চিরযুবা, চিরব্যাকুল, চির ব্যাথিত রাহুল গান্ধী নিজের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে ভিত্তিহীন অভিযোগ এনেছেন। নির্লজ্জের মত তিনি মিথ্যা কথা বলে গিয়েছেন। রাহুল গান্ধীর নিজে ওয়ানাডের সাংসদ। তিনি নিজে কি জানেন কেরলে আদৌ এ পি এম সি আইন লাগু রয়েছে কিনা? যদি না থেকে থাকে তবে তিনি কেন কেরলের কৃষকদের পাশে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে না।

রাহুল গান্ধীর দাবি করেছেন সরকার উদ্যোগপতিদের পাশে রয়েছে। এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে সুধাংশু ত্রিবেদী জানিয়েছেন, কংগ্রেস শাসিত পঞ্জাবে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের সবথেকে বড় ব্র্যান্ড তথা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি নেসলে দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করে গিয়েছে। দ্বিতীয় বৃহত্তম কোম্পানি হচ্ছে পেপসিকো। ১৯৮৮ সাল থেকে কাজ করে চলেছে। এই দুটি কোম্পানি থেকে পঞ্জাব লাভবান হচ্ছে না লোকসানে চলছে এর উত্তর রাহুল গান্ধীকে দিতে হবে। বুধবার চৌধুরী চরণ সিং এর জন্মদিন ছিল আর শুক্রবার অটল বিহারী বাজপেয়ীর জন্মদিন। এই দুই নেতার বিরুদ্ধে তৎকালীন কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন কংগ্রেস সরকার দেশদ্রোহিতার মামলা এনেছিল। দুইজনকে জেলে বন্দী করা হয়েছিল। সেই সময় চৌধুরী চরণ সিং সরকারকে বরখাস্ত যারা করেছিল, যারা তাকে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, যারা তারা নামে অপশব্দ ব্যবহার করেছিল তারা যদি এখন বলে যে কৃষকদের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কৃষক ভাইদের কাছে অনুরোধ এদের মানসিকতা নিয়ে সচেতন হন। হিন্দুস্থান সমাচার /

চিত্র সাংবাদিক নিগৃহের প্রতিবাদে প্রেস ক্লাবের সামনে মৌন বিক্ষোভ। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

থাইরয়েড সুস্থ রাখার খাবার

থাইরয়েড নামক এই গলগ্রন্থি সুস্থ রাখতে চাই পুষ্টিকর খাবার।থাইরডের সমস্যা দেখা দেওয়ার অন্যতম কারণ খাদ্যাভ্যাসে অসচেতনতা। গলায় অবস্থিত থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে তৈরি হরমোন শারীরিক বৃদ্ধি ও কর্মতৎপরতাকে প্রভাবিত করে। আর এই গলগ্রন্থি সুস্থ রাখতে চাই প্রয়োজনীয় পুষ্টি।স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে থাইয়েড প্রতিরোধক কয়েকটি খাবার সম্পর্কে জানানো হল। সামুদ্রিকশৈবাল ও সামুদ্রিক খাবার: থাইরয়েডের সমস্যা হওয়ার অন্যতম কারণ হল আয়োডিনের অভাব। থাইরয়েডের কার্যকারিতা বাড়াতে আয়োডিনের প্রয়োজন। আয়োডিনের চাহিদা পূরণ করতে সামুদ্রিক খাবার, সামুদ্রিক সবজি ইত্যাদি খাওয়া উপকারী। তবে অতিরিক্ত আয়োডিন খাওয়া ক্ষতির কারণ হতে পারে। তাই আয়োডিন পরিমিত গ্রহণ করতে হবে। গ্লুটেইন মুক্ত শস্য: গ্লুটেইন হল এক ধরনের প্রোটিন যা খাদ্যশস্যে থাকে। আটা বা ময়দা পানিতে গোলানোর পর যে আঠালো ভাব হয় তার প্রধান কারণ গ্লুটেইন।ওটস ও ভাত ইত্যাদি গম বা গ্লুটেইন ধর্মী

খাবারের চেয়ে থাইরয়েডের ক্ষেত্রে বেশি কার্যকর।মাশরুম: প্রাকৃতিকভাবে ভিটামিন ডি'য়ের সবচেয়ে ভালো উৎস হল সূর্যালোক। আর খাবারের দিক থেকে সবচেয়ে বেশি ভিটামিন ডি রয়েছে মাশরুমে। এটা ভিটামিনের সবচেয়ে ভালো ভেষজ উৎস যা থাইরয়েডের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে সবচেয়ে ভালো ভেষজ উৎস যা থাইরয়েডের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে সহায়তা করে। এছাড়া ডিমের কুসুম সামুদ্রিক খাবার যেমন- টুনা ও স্যামন মাছ এবং দুগ্ধ-জাতীয় খাবারও এই ভিটামিনের ভালো উৎস। **যেসব খাবার এড়ানো উচিত** কিছু খাবার থাইরয়েড গ্রন্থির কার্যকারিতা নষ্ট করে। থাইরয়েডের সমস্যায় ভুগছেন এমন রোগীদের সয়া-জাতীয় খাবার যেমন- টফু, ব্রকলি, ফুলকপি, আঁশালো সবজি ইত্যাদি না খাওয়াই ভালো। তবে এইজাতীয় খাবার রান্না করে খেলে যৌগের প্রভাব খানিকটা কমে আসে। কিন্তু অতিরিক্ত পরিমাণে খাওয়া থাইরয়েডের কার্যকারিতায় প্রভাব রাখে। এছাড়াও, প্রক্রিয়াজাত খাবার, অ্যাল্কোহল ও অতিরিক্ত ক্যাফেইন-জাতীয় পানীয় গুরুতর ক্ষতি করতে পারে।

করোনাভাইরাস এবং ডায়াবেটিস রোগীর সতর্কতা

ডায়াবেটিসে আক্রান্তদের বেশি সতর্ক থাকতে হবে।বিষয়টা এমন নয় যে ডায়াবেটিসে আক্রান্তদের ভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকি বেশি। বরং অসুস্থ হয়ে পড়লে এসব রোগীদের খারাপ জটিলতা দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। বিশেষ করে যদি ডায়াবেটিস সু-নিয়ন্ত্রিত না হয়। এজন্য নিচের বিধিগুলো মেনে চলা উচিত

সামাজিক দূরুত্ব বজায় রাখা।

স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলা।

রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখা।

চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা।

ডায়াবেটিস এবং করোনভাইরাস

রক্তে উচ্চশর্করার হার রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা দূর্বল করে এবং সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষমতা নষ্ট করে ফেলে।যাদের ডায়াবেটিসের সঙ্গে অন্যান্য রোগ যেমন হার্ট বা ফুসফুসজনিত বা কিডনিজনিত জটিলতা আছে তাদের জন্য করোনভাইরাস প্রাণঘাতী হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

সংক্রমণ এড়াতে যা করবেন

সর্বোত্তম উপায় হল যতটা পারেন বাড়িতে থাকুন।যদি বাইরে যেতেই হয় তবে অন্যান্য ব্যক্তিদের থেকে নিজেকে কমপক্ষে ৬ ফুট দূরে রাখুন এবং একটি কাপড়ের মাস্ক পরুন। বাইরে বেরোনোর সময় এবং বাড়ি ফিরে অবশ্যই হাত ধোবেন বা হ্যান্ডস্যানিটাইজার ব্যবহার করুন।ইন্সুলিন ইঞ্জেকশন নেওয়ার আগেও হাত ধুয়ে নিন এবং যে জায়গায় ইঞ্জেকশন দেবেন সে জায়গা পরিষ্কার করে নিন।বাড়ির প্রত্যেকেরই নিজের হাত প্রায়শই ধোয়া উচিত। বিশেষত পরিবারের জন্য রান্না করার আগে। কোনো বাসন বা অন্যান্য ব্যক্তিগত জিনিস ভাগ করা যাবে না। আর যদি বাড়ির কেউ অসুস্থ থাকে তবে তার কাছ থেকে যতদূর সম্ভব নিজের ঘরে থাকতে হবে।একান্তই একই ঘরে থাকতে হলে একটি কাপড়ের মাস্ক পরতে হবে।করোনাভাইরাসের সময়ে ডায়াবেটিস রোগীর পরিকল্পনা

ইন্সুলিন বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় ওষুধ পর্যাপ্ত পরিমাণ বাসায় রাখা যাতে বার বার বাইরে যেতে না হয়।

রক্তে শর্করার পরিমাণ কমে গেলে হাতের কাছে মধু, চিনি-মিষ্টি বা ফলের রসের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করতে হবে।

অনেক সময় ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলার দরকার হতে পারে। তাই তার ফোন নম্বর জোগাড় করে রাখতে হবে।

যখন ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলবেন, জিজ্ঞাসা করুন

কতবার রক্তের শর্করার পরীক্ষা করতে হবে।

অসুস্থ হলে আপনার ডায়াবেটিসের ওষুধ কীভাবে সমন্বয় করবেন।

ঠাণ্ডা বা ফ্লু'র কোন ওষুধগুলো আপনার পক্ষে নিরাপদ।

অসুস্থ হলে কী করবেন

যদি অসুস্থ বোধ করা শুরু করেন তবে বাড়িতে থাকুন। মানসিকভাবে শক্ত থাকুন।আপনার রক্তের শর্করা স্বাভাবিকভাবে যতবার পরীক্ষা করতেন তার চেয়ে বেশিবার পরীক্ষা করুন।কোভিড-১৯ ক্ষুধা হ্রাস করতে পারে এবং কম খাওয়ার কারণে শরীর দুর্বল করে ফেলতে পারে। অসুস্থ থাকাকালীন স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি তরল প্রয়োজন। পানি কাছাকাছি রাখুন এবং পান করুন।জ্বর বা কাশিজাতীয় ভাইরাসের লক্ষণগুলো থেকে মুক্তিদেয় এমন কিছু ওষুধ রক্তে শর্করার মাত্রাকে প্রভাবিত করতে পারে। উচ্চমাত্রায় অ্যাসপিরিন বা আইবুপ্রোফেন রক্তে শর্করার মাত্রা কমিয়ে দিতে পারে। অ্যাসিটামিনোফেনের কারণে শর্করার মান মনিটরে ভুল দেখাতে পারে।কাশি এবং সর্দির ওষুধগুলোতে চিনির পরিমাণ বেশি। যা রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়িয়ে তুলতে পারে। এগুলো নেওয়ার আগে ডাক্তার বা ডায়াবেটিস বিশেষজ্ঞের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।যদি করোনাভাইরাসের লক্ষণগুলি যেমন- শুকনো কাশি, জ্বর, বা শ্বাসকষ্ট প্রকাশ পায় তবে ডাক্তারকে ফোন করুন। আপনার রক্তে সবর্শেষ শর্করার মান অন্যান্য রোগের কথা ডাক্তারকে খুলে বলুন।নিচের লক্ষণগুলো দেখা মাত্র রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে

ক্লান্তি, দুর্বলতা, শরীরে প্রচণ্ড ব্যথা

বমি বমিভাব বা বমি হওয়া

পেটের তীব্র ব্যথা

তীব্র শ্বাসকষ্ট

হাসপাতালে যাওয়ার সময় অবশ্যই রোগীর ডায়াবেটিস-সহ অন্যান্য রোগের কাগজপত্র মনে করে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে।

করোনা: ব্যক্তির আচরণে পরিবর্তন আনতেই হবে

নতুন করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখার নীতি মেনে চলা ছাড়া এই মুহূর্তে মানুষের হাতে অন্য কোনো বিকল্প নেই। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ইংরেজি ভাষ্য 'সোশ্যাল ডিস্ট্যান্সিং'-এর বাংলা হিসেবে 'সামাজিক দূরত্ব' কথাটি ব্যবহার করা হচ্ছে হরদম। এই ভাষান্তর সাদাচোখে ঠিক থাকলেও তার যে প্রভাব পড়েছে, তা কিন্তু ভয়াবহ। অনেকে একে সত্যি সত্যি সামাজিক দূরত্ব বলে ভেবে নিয়েছে। কিন্তু সত্য হচ্ছে, এই সময়েই বৃহত্তর সমাজের একজন হিসেবে ভূমিকা নেওয়াটা সবচেয়ে জরুরি। কারণ, এই দুর্যোগে সামষ্টিক আচরণই নির্ধারণ করে দেবে মানুষের ভবিষ্যৎ।

করোনাভাইরাসের কারণে মানুষ ঘরবন্দী থাকতে বাধ্য হচ্ছে। রাষ্ট্রও অর্থনৈতিক ধসের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে লকডাউনের মতো পদক্ষেপ নিয়েছে জনস্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করে। এতে প্রতিটি দেশের এক বিরাট অংশের মানুষ ভয়াবহ অর্থনৈতিক সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের মতো করে লকডাউন তুলে দেওয়ার আন্দোলন এখন অনেক দেশেই হচ্ছে বা হব হব করছে। বহু দেশেই এমন ধারার আন্দোলন বা জনরোষ সৃষ্টির আগেই প্রশাসন সবকিছু খুলে দিচ্ছে।

মানুষ কেন এত বড় ঝুঁকি মাথায় নিয়ে সবকিছু স্বাভাবিক দশায় ফিরে পেতে চাইছে? তারা কি অবুঝ? না, তারা অবুঝ নয়। তারা অর্থনৈতিকভাবে দুর্দশাগ্রস্ত। দীর্ঘদিন ঘরে বসে থাকার মানসিক ধকলটির কথাই উচ্চ ও উচ্চ-মধ্যবিত্তের মনে উঁকি দেয় আগে। আর মধ্য, নিম্ন-মধ্য বা নিম্নবিত্ত মানুষের মাথায় আগে আসে অর্থনৈতিক সংকটের বিষয়টি। এ কারণে দীর্ঘদিন লকডাউনে বসে থাকাটা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। সে উদগ্রীব হয়ে কাজে যাওয়ার সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। আবার রাষ্ট্র ও ব্যবসায়ী শ্রেণিও দ্রুততম সময়ে সব স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে নিতে চায়। কারণ, সে খুব ভালো করেই জানে, যে সংকট নিম্নবিত্তকে আক্রান্ত করার মধ্য দিয়ে তার বিস্তার ঘটাচ্ছে, তা তাকেও অনায়াসে গিলে ফেলার ক্ষমতা রাখে। শুধু সময়ের অপেক্ষা।

মোদ্দা কথা, সব স্থবির হয়ে থাক, এটা এক কথায় কেউই চায় না। সবাই চায় স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সঙ্গে সবগুলো ক্ষেত্র আগের মতো স্বাভাবিক হয়ে উঠুক। কারণ, এর সঙ্গে জড়িত অর্থনীতি। সব চালু না হলে না খেয়ে মরতে হতে পারে। কিন্তু সব চালু করলে যদি ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মরতে হয়? এ তো মহা ঝামেলা। এ তো সেই শাঁখের করাত, যার আছে দুদিকে ধার। এই ধার দুপাশকেই কাটতে থাকে। এমনকি সিদ্ধান্তহীনতায় বসে থাকলেও এ কাটতে থাকে। তাই তৃতীয় বিকল্পের দিকে তাকাতে হবে।

করোনাভাইরাসের কারণে সৃষ্ট পরিস্থিতি এই উপদেশ দিচ্ছে যে অর্থনীতি স্বাভাবিক দশায় ফেরাতে সব চালু করতে হবে। তবে কোনোভাবেই আগের উপায়ে নয়। অর্থাৎ, করোনাভাইরাস মানুষের আচরণ ও অভ্যাসে এক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের দাবি নিয়ে হাজির হয়েছে। প্রতিটি সংকটই মানুষকে কিছু না কিছু শেখায়। আর মহামারির মতো এত বড় সংকট সাধারণত এক ধরনের অভ্যাসগত পরিবর্তনের দাবি নিয়ে হাজির হয়। আজকের মানুষের পরিচ্ছন্নতার যে স্বাভাবিক ধারণা, তা কিন্তু গড়ে উঠেছিল এমন সংকট মোকাবিলার মধ্য দিয়েই। এই বঙ্গে যেমন ডায়রিয়ার প্রকোপ ঠেকানোর কৌশল হিসেবেই যেখানে-সেখানে মলমূত্র ত্যাগের অভ্যাস পরিবর্তন কিংবা নিরাপদ পানি পানের অভ্যাস গড়ার বিষয়টি সামনে আসে। একই সঙ্গে খাবার গ্রহণের আগে হাত ধোয়ার যে অভ্যাস, তারও শুরু জীবাণু দ্বারা সৃষ্ট রোগের প্রকোপ ঠেকানোর কৌশল হিসেবেই।

বলার অপেক্ষা রাখে না, আজকের এই করোনাভাইরাসের প্রকোপ এমনই অভ্যাস বদলের ডাক নিয়ে হাজির হয়েছে। আর এই বদলটি ব্যক্তি পর্যায়ে হলে হবে না। কারণ, এ ভাইরাসের বিস্তার একটি বৈশ্বিক মহামারির সৃষ্টি করেছে। তাই এ অভ্যাস বদল হতে হবে সামষ্টিকভাবে। এ ক্ষেত্রে জনপরিসরে একজন মানুষের আচরণ কেমন হবে, অন্যের সঙ্গে ভাববিনিময়ের ক্ষেত্রে নতুন কৌশল কী হবে, বাস ও রেলস্টেশনের মতো জনসমাগমের স্থলে মানুষের মান-ব্যবহারটি কী হবে, জনসমাগমের এসব স্থলের নকশা কেমন হওয়া চাইএ সবকিছুই নির্ধারণ করে দেবে ভাইরাসটির সঙ্গে মানুষ কত দ্রুত সহাবস্থান করতে শিখছে তা। যেহেতু খুব দ্রুত এর সুনির্দিষ্ট চিকিৎসাপদ্ধতি আসছে না বা একটি ভ্যাকসিন পেতে এবং তা সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে নিয়ে যেতে এখনো অনেক সময় লাগবে, তাই যে দেশের মানুষ যত দ্রুত এই কৌশলগুলো নিজেদের মতো করে আবিষ্কার করবে, তত দ্রুতই সব স্বাভাবিক হয়ে উঠবে।

মার্কিন রোগতত্ত্ববিদেরা এরই মধ্যে বলেছেন, কোনো কার্যকর ভ্যাকসিন ও নির্দিষ্ট চিকিৎসাপদ্ধতি হাতে আসার আগেই সবকিছু চালু করতে হলে মানুষকে নিজেদের মধ্যকার সরাসরি যোগাযোগের হার কমিয়ে আনতে হবে। জর্জিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটির রোগতত্ত্ববিদ ড় জেরাডো চাওয়েলের নেতৃত্বে পরিচালিত এ-সম্পর্কিত এক গবেষণায় পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, মানুষকে নিজেদের মধ্যকার সরাসরি যোগাযোগের পরিমাণ আগের চেয়ে ৬৫ শতাংশ কমিয়ে সব কাজ সমাধা করার কৌশল শিখতে হবে। তবেই রোগের বিস্তার নিয়ন্ত্রণে রেখে সব স্বাভাবিক করা যাবে।

বলার অপেক্ষা রাখে না, সরাসরি পারস্পরিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে এমন পরিবর্তন এক বিরাট আচরিক পরিবর্তনের দাবি জানায়। দাবিটি শুধু ব্যক্তি মানুষের আচরণগত পরিবর্তনের কথাই বলে না। এটি একই সঙ্গে যাবতীয় সামাজিক চুক্তির নবায়নের কথাও বলে। এটি ব্যক্তিকে সমষ্টির কথা আরও বেশি করে মনে করিয়ে দিচ্ছে। কারণ, শুধু নিজে সাবধান থাকার মধ্য দিয়ে এই সংকট থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব নয়। পরিবার, বন্ধু, প্রতিবেশী থেকে শুরু করে দিনে একবার মাত্র যার সঙ্গে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তার সুস্থ ও সতর্ক থাকার ওপরও নিজের স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়টি নির্ভর করছে। এ কারণে ব্যক্তিক আচরণ নয়, সামষ্টিক আচরণই নির্ধারণ করবে সবকিছু কবে স্বাভাবিক হবে।

কোনো সরকারি ঘোষণার মাধ্যমে এই পরিস্থিতি থেকে নিস্তার মিলবে না। অর্থনীতি বাঁচাতে লকডাউন শিথিলের মতো সিদ্ধান্ত মড়কের দ্বিতীয় ঢেউয়ের কারণ হবে কি না, তা আদতেই নির্ধারণ করবে সমষ্টি। এ ক্ষেত্রে সত্যিকার অর্থে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীই চালকের ভূমিকায়। তাদের আমলে না নিয়ে, তাদের সুরক্ষার কথা বিবেচনা না করে কোনো সিদ্ধান্তের আরোপণ ভয়াবহ হতে পারে। অর্থনীতি ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার মতো দুধারি তলোয়ারের হাত থেকে বাঁচতে হলে একটি অঞ্চলের জনসমষ্টি ও ওই অঞ্চলের প্রশাসন উভয়কেই দায়িত্ব নিতে হবে। প্রশাসনিক অঙ্গের মধ্য থেকে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বা জনস্বাস্থ্যসংশ্লিষ্ট সংস্থাকে দায়িত্ব নিয়ে জনসমষ্টিকে পরিবর্তিত পরিস্থিতির বাস্তবতা সম্পর্কে সচেতন করতে হবে (এই অঞ্চলে স্যানিটারি ল্যাট্রিনের ব্যবহার ও নিরাপদ পানি পানের বিষয়ে পরিচালিত সচেতনতার মতো করে)। ঠিক একইভাবে সমষ্টিকেও বুঝতে হবে, ব্যক্তি নয়, সামষ্টিক চিন্তা ও দায়িত্ববোধই একমাত্র সবাইকে রক্ষা করতে পারে। উভয় পক্ষে এ বোধ যত দ্রুত আসবে, ততই দ্রুত সব স্বাভাবিক হবে।

হার্ট অ্যাটাকের পর জীবনে যে পরিবর্তন জরুরি

হার্ট অ্যাটাকের শিকার হওয়া মানেই দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় বেশ কিছু পরিবর্তন আবশ্যক।তা করতে না পারার কারণে অনেকেই দ্বিতীয়বার এই গুরুতর শারীরিক সমস্যার শিকার হন।জীবনযাত্রায় প্রয়োজনীয় সেই পরিবর্তনগুলো আনতে পারলে দ্বিতীয়বার এমনটা হওয়া থেকে রক্ষা পাওয়া অসম্ভব নয়। আর আগেই থেকেই স্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রা বজায় রাখলে হয়ত কখনই হার্ট অ্যাটাক হত না।হার্ট অ্যাটাক পরবর্তী স্বাস্থ্যকর জীবন গড়তে করণীয় বিষয়গুলো জানানো হলো স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদনের আলোকে।তবে মনে রাখতে হবে শুরু করতে হবে ধীরে এবং বাড়াতে হবে ক্রমানুসারে।

যত্নশীল খাদ্যাভ্যাস: দ্বিতীয়বার হার্ট অ্যাটাক হওয়া থেকে বাঁচতে হলে স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস গড়ে তোলার কোনো বিকল্প নেই। প্রথমেই আপনাকে জানতে হবে দিনে কতটুকু ক্যালরি গ্রহণ করছেন। এরপর জানতে হবে সুস্থ থাকতে হলে কতটুকু ক্যালরির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। প্রযুক্তির এই যুগে অসংখ্য উপায় আছে ক্যালরি গ্রহণের মাত্রা প্রতিনিয়ত সামলে রাখার। যেসব খাবারে ক্যালরি বেশি কিন্তু পুষ্টি উপাদান তুলনামূলক কম সেগুলো বাদ দিতে হবে। সেই সঙ্গে বিদায় জানাতে হবে 'স্যাচুরেইটেড ফ্যাট', 'ট্রান্স ফ্যাট, সোডিয়াম বা লবণ, লাল মাংস এবং চিনিকে। প্রক্রিয়াজাত খাবার বাদ দিতে পারলে খুবই ভালো, কারণ এগুলোতে প্রচুর সোডিয়াম ও চিনি থাকে।কর্মচঞ্চল থাকা: হৃদরোগের আক্রান্তদের শারীরিক পরিশ্রমের মধ্যে থাকা সুস্থ মানুষের থেকেও জরুরি। এতে ওই রোগীর হৃদযন্ত্র শক্তিশালী হবে, কমবে রক্তচাপ ও কোলেস্টেরলের মাত্রা। সপ্তাহে কমপক্ষে ১৫০ মিনিট শরীরচর্চা নিশ্চিত করতে হবে, যা মধ্যে ৭৫ মিনিট হতে হবে সহনীয় মাত্রার ভারি ব্যায়াম। অবশ্যই সকল শরীরচর্চা চিকিৎসকের পরামর্শ মাফিক হতে হবে। হাঁটা, দৌড়ানো, ঘরের কাজ, মৃদু 'স্ট্রেচিং' সবই হতে পারে শরীরচর্চা।

শরীর ও মনের সম্পর্ক: সুস্বাস্থ্য পাওয়ার পূর্বশর্ত হল মানসিকভাবে তার জন্য ইতিবাচক মনভাব থাকা। মন থেকে চাইতে হবে ভালো থাকতে। হার্ট অ্যাটাকের কথা ভেবেই যদি ভেঙে পড়েন, ভেবে নেন আপনাকে দিয়ে সম্ভব নয় তবে কখনই সম্ভব হবে না। জীবনযাত্রায় আসা পরিবর্তনগুলোকে ইতিবাচকভাবে দেখতে পারলেই তা ধরে রাখতে পারবেন। চিকিৎসকের সঙ্গে শুধু শারীরিক অবস্থা নয়, নিজের মানসিক অবস্থা নিয়েও আলোচনা করতে হবে।ধূমপান একেবারে বন্ধ: ধূমপান হৃদযন্ত্রের জন্য কতটা ক্ষতিকর তা সবারই জানা। হৃদযন্ত্র ও তাতে থাকা রক্তনালীর ক্ষতি করে, অক্সিজেনসমৃদ্ধ রক্ত শরীরের অন্যান্য অঙ্গে পৌঁছাতে বাধা দেয় ইত্যাদি অনেককিছু। তাই ধূমপান সবসময়ই বর্জনীয়, হার্ট অ্যাটাকের পর তো প্রশ্নই আসে না। ধূমপান আপনাকে ছাড়তেই হবে। এমনকি পরোক্ষ ধূমপান থেকেও দূরে থাকতে হবে।

ওজন নিয়ন্ত্রণ: শরীরের ওজন যত বেশি হবে, হৃদযন্ত্রের কাজ ততই কঠিন হবে। এতে হৃদরোগের সম্ভাবনাও বাড়ে। সঙ্গে যদি উচ্চ রক্তচাপ ও উচ্চমাত্রায় কোলেস্টেরল থাকে তবে ঝুঁকি আরও বাড়ে। তাই নিয়মিত শরীরচর্চা করতে হবে যাতে স্বাস্থ্যকর ওজন বজায় রাখা যায়। পাশাপাশি দরকার খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন।কোলেস্টেরল ও রক্তচাপের দিকে নজর রাখা: উচ্চ রক্তচাপ থাকলে তা রক্তনালীর ওপর অনেক চাপ ফেলে, সঙ্গে হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকিও বাড়ে উল্লেখযোগ্য হারে। রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে হলে খাদ্যাভ্যাসে লবণের মাত্রা কমাতে হবে এবং স্বাস্থ্যকর ওজন বজায় রাখতে হবে।সাহায্য নিতে লজ্জা নয়: হার্ট অ্যাটাকের পর সুস্থ জীবনে ফিরে আসা সহজ কথা নয়, আর তা একা করাও সম্ভব নয়। তাই পরিবার ও বন্ধুদের কাছ থেকে সাহায্য নিতে বা চাইতে কুণ্ঠাবোধ করা উচিত নয়। এছাড়াও হার্ট অ্যাটাকের পর বেঁচে যাওয়া অন্যান্যদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে কীভাবে তারা সুস্থ জীবনযাপন করছেন সে বিষয়ে জানা ও আলোচনাও করাও মানসিকভাবে ভালো থাকতে সাহায্য করবে।

নতুন পৃথিবী

পোর্শিয়া নভোযান থেকে নামার পর অবাক হয়ে চাঁদের চারপাশটা দেখতে লাগল। দেখতে দেখতে খিদেও পেল বেশ। ওর আবার অপরিচিত জায়গায় গেলেই বেশি বেশি খিদে পায়। তাই একটা গাড়ি ভাড়া করে এগোতে লাগল রেস্তোরাঁর খোঁজে। চাঁদনী রেস্তোরাঁয় ঢুকতেই এক এলিয়েন বলল, 'চাঁদনিঁ রেঁস্তোঁরাঁয় স্বাঁগঁতঁ। আঁসুঁন, বঁসুঁন।'

পোর্শিয়া ভেতরে ঢুকে বসে মেনু দেখল। মেনুতে লেখা:

১. চাঁদের টুকরার স্যুপ

২. তারার কেক

৩. মঙ্গলের পোলাও

৪. চাঁদনী মসলার চাট

আরও অনেক আজব খাবারও ছিল সেখানে। পোর্শিয়া চাঁদের টুকরার স্যুপ খেল। স্বাদটা ভীষণ অদ্ভুত। খাওয়া হলে পোর্শিয়া একটা নদীর তীরে গেল। নদীটির নাম মুনাই। নদীর তীর ধরে হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত পোর্শিয়া গিয়ে দাঁড়াল চাঁদমনি দিঘির ঘাটে। সেখানে পা রাখতেই হঠাৎ পিছলে পড়ে গেল। এমন সময় কেউ তাকে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলল, 'কী রে, ওঠ, স্কুলে যাবি না?'

পোর্শিয়া দেখল, মহাকাশে ওদের ভাসমান কৃত্রিম গ্রহ থেকে দূরের ঘোলাটে পৃথিবীটা দেখা যাচ্ছে। ওর মনটা আবার খারাপ হয়ে গেল। আহা, কী সুন্দর ছিল পৃথিবীটা! আর ওই যে মায়াবী চাঁদটাও...!

বড়দিনের উৎসব পালন করতে প্রস্তুতি চূড়ান্ত পাথারকান্দির খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বীদের

পাথারকান্দি (অসম), ২৪ ডিসেম্বর (হি.স.) : আগামীকাল প্রভু জিশু খ্রিষ্টের জন্মদিন। এই দিনটিকে খ্রিষ্ট ধর্মালম্বীরা বড়দিন উপলক্ষ্যে উৎসব পালন করেন। ফলে গত কয়দিন ধরে করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত পাথারকান্দি বিধানসভা এলাকার প্রতিটি ছোট বড় গির্জাঘরকে নতুন করে রাঙিয়ে সাজিয়ে তোলা হয়েছে।
রকমারি আলোর রোশনাই দিয়ে দৃষ্টি নন্দন করে তোলা হয়েছে পাথারকান্দির সবকয়টি উপাসনা কেন্দ্রকে। এখানকার প্রায় কুড়িটি সাজানো গির্জা দাঁড়িয়ে আছে আগামীকাল ২৫ ডিসেম্বরের মহান বড়দিন উৎসবের জন্য। ক্রিসমাস উপলক্ষ্যে একদিকে যেমন গির্জাঘর সেজে উঠেছে, অন্যদিকে খ্রিষ্ট ধর্মালম্বীদের বাড়িতে বাড়িতে চলছে পিঠেপুলি সহ রকমারি খাবার তৈরির ব্যস্ততা। সব মিলিয়ে এক সাজ সাজ রব বিরাজ করছে পাথারকান্দির প্রতিটি খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বী অধ্যুষিত এলাকায়। খ্রিষ্ট ধর্মালম্বীদের মধ্যে রোমান ক্যাথলিক ব্যাপিস্ট প্রেসব্রেটেরিয়ান প্রটেস্টান ইত্যা্দি শ্রেণি বিন্যা থাকলেও এদিন সবাই মিলে একাকার হয়ে উৎসবটি পালন করেন।
খুশির এই উৎসবকে কেন্দ্র করে গত পক্ষকাল আগে থেকে বৃহত্তর পাথারকান্দির মানিকবন্দ, মাকুন্দা, বাদশাটিলা, ছবড়ি, ছাগলমোয়া, দশডেওয়া, ছয়ডেওয়া, কড়িখাই, মাগুরা, পিপলাপুঞ্জি, বালিপিপলা, মাগুরছড়া, পাতিয়ালা, বালিয়াটাঙ্গিয়া, খুলিছড়া, মেদলি, যোগিছড়া ও গির্জাঘর এলাকার প্রতিটি গির্জাকে যথাসাধ্যি সাজিয়ে তুলেছেন সংশ্লিষ্টরা। বৃহস্পতিবার রাতে বাড়ি বাড়ি পিঠেপুলি সহ নবান্নেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। শুক্রবার সকাল নয়টায় প্রতিটি গির্জায় ফাদারের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হবে সমবেত প্রার্থনা, বাইবেল পাঠ। পরে চলবে দিনব্যাপী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এদিন অনেকে সান্তাক্লজ সেজে শিশুদের মধ্যে ফল ও চকলেট বিতরণ করবেন বলেও জানা গেছে।
এদিকে, বড়দিন উপলক্ষ্যে নিজের নির্বাচনী এলাকার প্রত্যেক খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বীদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন পাথারকান্দির বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল। এক বার্তায় তিনি ইংরেজি নতুন বছরের প্রাক্কালে বিশেষ এই দিনটিতে ভগবান জিশুর বাণীকে অনুসরণ করে সকলকে ভ্রাতৃত্ববোধের মাধ্যমে সমাজ গঠনে সহযোগিতা করার আহ্বান জানিয়েছেন।

বাম-কংগ্রেস জোটকে সীলমোহর কংগ্রেস হাইকমান্ডের, সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানালেন সুজন চক্রবর্তী

কলকাতা, ২৪ ডিসেম্বর (হি. স.)।। বিধানসভা নির্বাচনে জোট করতে চলেছে বাম-কংগ্রেস, দীর্ঘদিন থেকে এমনই ইঙ্গিত দিচ্ছিল দুই দলের শীর্ষ নেতৃত্ব। এবার এই জোটের পক্ষে সম্মতি দিল কংগ্রেস হাইকমান্ডও। সূত্রের খবর, আসন সমঝোতা নিয়ে বামেদের সঙ্গে বৈঠকে বসতে পারে কংগ্রেস নেতৃত্ব। এই সিদ্ধান্তকে সাদরে আহবান জানিয়েছেন বাম পরিষদীয় দল নেতা সুজন চক্রবর্তী।
এদিন তিনি কংগ্রেস হাইকমান্ডের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, 'স্বৈরাচারী সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ লড়াই এর কোন বিকল্প নেই। আমরা বহুদিন আগেই আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে কংগ্রেস এবং কেন্দ্র কমিটির সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। সিদ্ধান্তকে যদি এআইসিসি সীলমোহর দিয়ে থাকে তবে তা আগামী দিনে এগোতে সাহায্য করবে।'
এরপরে রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দেগে তিনি জানান, 'যেভাবে পশ্চিমবাংলায় তৃণমূল গণতন্ত্রকে ধ্বংস করেছে এবং তার সুযোগ নিয়ে বিজেপি যেভাবে পশ্চিমবাংলায় ধ্বংস করার ব্যবস্থা করছে এই দুটোই বাংলার জন্য সর্বনাশা। আগামীদিনের তৃণমূল এবং বিজেপির বিরুদ্ধে সমগ্র শক্তিকে জোট বাঁধা মূল কাজ। সে কাজের দিকেই আমরা আগামী দিনে এগোবো।'
প্রসঙ্গত, ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বামেদের সঙ্গে জোট বেঁধেছিল কংগ্রেস। কিন্তু সেইবার জোট হলেও মতাদর্শগত দিক থেকে দুই দলের মধ্যে যে দূরত্ব ছিল তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। সিঙ্গুরে সভা চলাকালীন অধীর চৌধুরীর বক্তব্য রাখার সময় অদূরে চায়ের দোকানে অপেক্ষা করছিলেন সীতারাম ইয়াচুরি। অধীরবাবুর বক্তব্য শেষ করার পরে তিনি মঞ্চে ওঠেন। পরে অবশ্য রাহুল গান্ধী এবং বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য পার্ক সার্কাস ময়দান যৌথভাবে সভা করেছিলেন। কিন্তু শেষমেশ ভরাডুবি হয়েছিল এই জোটের। এমনকি মাত্র ৩৭ শতাংশ ভোট পেয়েছিল বাম- কংগ্রেসের জোট। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের মতে, যদি আগে থেকেই আরও জোরালোভাবে প্রচার চালাতে জোট তাহলে ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ফলাফল অনেকটাই অন্যরকম হতে পারত। কিন্তু পুরানো ভুল আর পুনরাবৃত্তি করতে নারাজ

ওএনজিসি ও বায়ো টেনোলজির কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠক করেন উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা। ছবি- নিজস্ব।

শুক্রবার সংসদে অটল বিহারী বাজপেয়ীর উপর বই উন্মোচন করবেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৪ ডিসেম্বর (হি. স.): প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর ৯৬ তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে ২৫ ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার রাজধানী দিল্লি সংসদ ভবনে তাঁর মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে বিনম্রতা শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই উপলক্ষে ' সংসদে অটলবিহারী বাজপেয়ী : এক স্মৃতি খন্ড ' নামে একটি পুস্তকের আনুষ্ঠানিক উন্মোচন করবেন প্রধানমন্ত্রী।
লোকসভার সচিবালয় দ্বারা প্রকাশিত এই বইতে অটলবিহারী বাজপেয়ীর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা এবং সংসদে তার দেওয়া ভাষণের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। বইটির মধ্যে প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর জীবনের কয়েকটি দুর্লভ ছবিও রয়েছে।
উল্লেখ করা যেতে পারে, ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা এবং দেশের প্রধানমন্ত্রীর পরিচয়ের পাশাপাশি অটলবিহারী বাজপেয়ীর একটি অন্য পরিচয় রয়েছে। আর সেটা হল তিনি উৎকৃষ্টমানের সাংসদ ছিলেন। তার বাগ্মিতা আজও প্রতিধ্বনিত হয় সংসদের দেওয়ালে। সংসদের নিম্নকক্ষ লোকসভায় দশবার এবং উচ্চকক্ষ রাজ্যসভায় দুবার সাংসদ অটল বিহারী বাজপেয়ী স্বাধীন ভারতের রাজনীতিতে এক উজ্জ্বলতম নক্ষত্র ছিলেন। দলমত নির্বিশেষে তার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল সকল রাজনৈতিক দলের নেতাদের। আর সেই কারণেই তিনি নেশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স বা এনডিএ জোট গড়ে তুলতে পেরেছিলেন। তিনি ভারতের প্রথম অকংগ্রেসি প্রধানমন্ত্রী যিনি পাঁচ বছর প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ পূরণ করতে পেরেছিলেন। হিন্দুস্থান সমাচার / শুভঙ্কর / কাকলি

সিঙ্গুরে হবে এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, ঘোষনা মুখ্যমন্ত্রীর

সিঙ্গুর, ২৪ ডিসেম্বর (হি. স.) : বিধানসভা ভোটের আগে হুগলি জেলার সিঙ্গুর নিয়ে মাস্টারস্ট্রোক দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সিঙ্গুরে এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক তৈরির ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী।
বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সিঙ্গুরে একটা এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক তৈরি করছি। যেহেতু সিঙ্গুরের ফসল খুব সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা, যাতে সেখানে উৎপাদন বাড়ে, নানারকম বীজ তৈরি করতে পারে, নানারকম খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ করতে পারে, তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সিঙ্গুর নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন সিঙ্গুর রেল স্টেশন ও ট্রমা সেন্টারের কাছে ১১ একর জমিতে এটা গড়ে তুলবে শিল্প উন্নয়ন বোর্ড। বাউন্ডারি ওয়াল দেওয়া শুরু হয়েছে। ইচ্ছুক শিল্পপতিদের কাছে জমির জন্য আবেদন চাওয়া হচ্ছে। ১০ কাঠা থেকে ৩০ কাঠা পর্যন্ত নানা সাইজের প্লট দেওয়া হবে।শিল্পপতিদের ইচ্ছা অনুযায়ী ডেভলপ করে জমি দিতে পারি বা যে অবস্থায় জমি আছে সেই অবস্থায় দেওয়া হতে পারে।।
এদিন মুখ্যমন্ত্রী সিঙ্গুর নিয়ে এই বড় ঘোষণার পরে খুশির হওয়া সিঙ্গুরের চাষীদের মনে। সিঙ্গুরের চাষীরা এদিন জানান তারা জমি বিক্রি করতে চেয়েও এতদিন করতে পারছিলেন না ,কিন্তু এখন তা করতে পারবে। দরকারে যদি জমি বিক্রি না করতে পারে তাহলে সেই সম্পত্তির আর কি দাম রইলো। এই পরিস্থিতিতে কিছুটা স্বস্তি ফিরলো সিঙ্গুরের চাষীদের মনে। যেখানে এখন বাংলার প্রধান বিরোধী দল বিজেপি বার বার সিঙ্গুর নিয়ে রাজ্যের তৃণমূল সরকারকে আক্রমণ শানাচ্ছিল সেই সময় দাঁড়িয়ে সিঙ্গুর নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর এদিনের ঘোষণা খুব তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।হিন্দুস্থান সমাচার/ শমিত

অটল বিহারী বাজপেয়ীর স্মারক স্মৃতি বক্তৃতার আয়োজন করবে কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ২৪ ডিসেম্বর (হি. স.): প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর ৯৬ তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে ২৫ ডিসেম্বর, শুক্রবার স্মারক বক্তৃতার আয়োজন করবে কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রক। বৃহস্পতিবার এ কথা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। এবছর অটল বিহারী বাজপেয়ী স্মারক বক্তৃতা বিষয় হচ্ছে বিদেশনীতি। বক্তব্য রাখবেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র- ভারত বাণিজ্য পরিষদের সভানেত্রী নিশা দেশাই বিসওয়াল। সকাল দশটার সময় বক্তব্য রাখবেন তিনি।
উল্লেখ করা যেতে পারে, ১৯৯৮ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন অটল বিহারী বাজপেয়ী। রাজনীতিবিদ ছাড়াও তিনি একজন অসামান্য কবি ছিলেন। সাংসদ হিসেবেও যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন। ২০১৫ সালে ভারত সরকারের তরফ থেকে সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান ভারতরত্নে ভূষিত করা হয়।

প্রদেশ সভাপতির চারবছর পূর্ণ, মৃদঙ্গ ও গামোছা দিয়ে সংবর্ধনা রঞ্জিত দাসকে

করিমগঞ্জ (অসম), ২৪ ডিসেম্বর (হি.স.) : চার বছর আগে আজকের দিনেই প্রদেশ সভাপতি হিসেবে রঞ্জিতকুমার দাসকে দল দায়িত্ব অর্পণ করেছিল। আর এই বিশাল গুরুদায়িত্বকে এক চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন তিনি। বৃহস্পতিবার চার বছর কার্যকাল পূর্ণ করেছেন রঞ্জিত দাস। এ উপলক্ষ্যে প্রদেশ কার্যনির্বাহী সম্মেলনের মঞ্চে তাঁকে একটি মৃদঙ্গ ও গামোছা দিয়ে সংবর্ধনা জানান বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল সহ অন্যযরা। সভাপতি দাস মৃদঙ্গে তাল ঠুকে সবাইকে বিনোদনও দিয়েছেন। তাঁর এই গৌরবময় চার বছর কার্যকালে বিজেপি রাজ্যে। অনেক শক্তিশালী হয়েছে। মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা সহ দলের বিভিন্ন স্তরের নেতা কার্যকর্তা তাঁকে আজ অভিনন্দন জানান। বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু ও জেলা সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য বলেন, রঞ্জিত দাস দলের প্রদেশ সভাপতি হওয়ার পর থেকে বিভিন্ন নির্বাচনে বিজয়ধারা অব্যাহত। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল পাচ্ছে দল। প্রদেশ সভাপতিকে সংবর্ধনা প্রদানকালে উপস্থিত ছিলেন বিধানসভার উপাধ্যক্ষ আমিনুল হক লস্কর, মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজেন গোহাঁই, বিধায়ক বিজয় মালাকার, কৃষ্ণ দাস সহ অনেকে। যুব মোর্চার তরফে শুভ্রপ্রকাশ দেব সহ অন্যনরা মালা পরিয়ে অভিনন্দন জানান তাঁকে। এছাড়া প্রদেশ সভাপতিকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বিশ্বরূপ ভট্টাচার্য, মিশন রঞ্জন দাস, ডা. মানস দাস, মুন স্বর্ণকার, শিপ্রা গুন, সঞ্জীব বণিক, নির্মল বণিক, নিশিকান্ত ভট্টাচার্য, অমিত পাল প্রমুখ বহুজন।

উত্তরপ্রদেশের বাগপথের কৃষকরা নতুন কৃষি আইনকে সমর্থন জানিয়েছে

নয়াদিল্লি, ২৪ ডিসেম্বর (হি. স.): তীব্র শীতের মধ্যেও রাজধানী দিল্লির সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে অবস্থান-বিক্ষোভ করে চলেছে কৃষকরা। বিক্ষোভরত কৃষকদের দাবি অবিলম্বে তিনটি নতুন কৃষি আইন বাতিল করতে হবে।
অন্যদিকে, সরকারের তরফে আইন সংশোধনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তেমনটা মানতে নারাজ কৃষকরা। এমন পরিস্থিতির মধ্যে বৃহস্পতিবার উত্তরপ্রদেশের বাগপথের কিষান মজদুর সংঘ নামে একটি কৃষক সংগঠনের প্রতিনিধি দল কেন্দ্রীয় কৃষি এবং কৃষি কল্যাণ মন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমরের সঙ্গে বৈঠক করে নতুন কৃষি আইনের প্রতি নিজেদের সমর্থন জানান। ৬০ সদস্যের প্রতিনিধি দল এসে কৃষি মন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেন। সমর্থনে তারা একটি স্মারকলিপিও কৃষি মন্ত্রীর হাতে তুলে দেন।
পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নরেন্দ্র সিং তোমর জানিয়েছেন, এই সংগঠনের কৃষকরা কৃষি আইন এর সমর্থন জানিয়ে গিয়েছে। এমনকি তাদের সমর্থন পত্র সরকারের হাতে তুলে দিয়েছে। এই সকল কৃষকদের তরফের দাবি করা হয়েছে আইন সংশোধনের কোন প্রয়োজন নেই।
হিন্দুস্থান সমাচার / শুভঙ্কর / কাকলি

কৃষক আন্দোলনের সমর্থনে সভা জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ-এর

কলকাতা, ২৪ ডিসেম্বর (হি স)। দিল্লির কৃষক আন্দোলনের সমর্থনে বৃহস্পতিবার একটি সভা করে
জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ।
তাতে প্রস্তাবে বলা হয়, আমরা আজকের এই প্রতিবাদ সম্মেলন থেকে কৃষি আইন সম্পূর্ণরূপে বাতিল করার দাবি জানাচ্ছি এবং দিল্লীসহ সর্বত্র কৃষক আন্দোলনের সমর্থন জানাচ্ছি।
জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের তরফে জানানো হয়, দলের সর্বভারতীয় মহাসচিব জনাব মাওলানা মাহমুদ মাদানীর নির্দেশে দিল্লিতে আন্দোলনরত কৃষকদের সমর্থনে ফলমূল, চা, খাদ্যদ্রব্য, ঔষধসামগ্রী নিয়ে মাওলানা হাকিমুদ্দীনের নেতৃত্বে জমিয়তের ৬ জনের একটি টিম সদা নিয়োজিত রয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়, "আমাদের দেশের ৬৫-৬৭ শতাংশ মানুষ কৃষিনির্ভর। এমতাবস্থায় নতুন কৃষি আইনে কালোবাজারি, মজুতদারিকেআইনি বৈধতা দিয়ে দেশে কর্পোরেটরাজের ভিত্তি আরও দৃঢ় করা হচ্ছে। দেশের কৃষিক্ষেত্রকে সংস্কারের নাম দিয়ে কর্পোরেট হাতে তুলে দেওয়ার জন্যই যে কৃষি আইনের অবতারণা। এই আইনের অব্যবহিত ফলে মূল্যবৃদ্ধি লাগামহীন হবে, কৃষিমান্ডিগুলি অচিরেই লকডাউন হতে বাধ্য হবে, কৃষকরা তাদের ফসলের নাধ্যমূল্য থেকে বঞ্চিত হবে সর্বোপরি ভারতবর্ষের কৃষকরা কর্পোরেটশক্তির দাসত্বের শিকার হবে।" হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

ওয়ান পার্টি ওয়ান নেশন মন্ত্রের প্রবর্তক রাজ্যপাল: চন্দ্রিমা

বোলপুর, ২৪ ডিসেম্বর(হি.স.) : 'ওয়ান পার্টি ওয়ান নেশন মন্ত্রের প্রবর্তক রাজ্যপাল'। -- বোলপুরে দলীয় কার্যালয়ে এসে এই মন্তব্য করেন তৃণমূল নেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য।
বিশ্বভারতীতে একটি বিশেষ দলের উপস্থিতি নিয়ে সোচ্চার বিভিন্ন মহল। সেক্ষেত্রে রাজ্যপালকে ' প্রবর্তক' বলে সেই বিতর্ককে উস্কে দিলেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, বলে ধারণা বিভিন্ন মহলের।
এদিন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, রাজ্যপাল একদিকে বলছেন, বিশ্ব ভারতী দেশকে পথ দেখাবে। আবার অন্যদিকে 'ওয়ান পার্টি ওয়ান নেশন' যেটা ওদের মূল মন্ত্র, তার প্রবর্তক রাজ্যপাল নিজে। বিশ্বভারতীতে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ কোন দিন বাঞ্ছনীয় নয়। আমরা তো দেখলাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে আসনে বসতেন, সেই আসনে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ বসেছেন। এটা কলঙ্কিত করা ছাড়া কি?
এদিন বোলপুর মহিলা সংগঠনের সভায় উপস্থিত ছিলেন সভানেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী চান, সবক্ষেত্রে মহিলাদের এগিয়ে নিয়ে গিয়ে সম্মানিত করতে। এদিন তৃণমূলের ৯ জন দলত্যাগীদের নিয়ে খুব একটা গুরুত্ব দিতে চান নি। তিনি বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্যারিশমায় দল জেতে। বীরভূমের অনুব্রত মণ্ডলের প্রসংশা করে তিনি বলেন, এক্ষেত্রে অনুব্রত মণ্ডল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্যারিশমা জেলার সকলের কাছে তুলে ধরতে সফল।-হিন্দুস্থান সমাচার/ হেমাভ/ কাকলি

রাম মন্দির নির্মাণের লক্ষ্যে ১৫ জানুয়ারি থেকে চলবে নিধি সমর্পণ অভিযান

হায়দারাবাদ, ২৪ ডিসেম্বর (হি. স.): শ্রীরাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্টের তত্ত্বাবধানে অযোধ্যায় সুবিশাল শ্রীরাম মন্দির নির্মাণের লক্ষ্যে রাম ভক্তদের থেকে অর্থ একত্রিত করার উদ্দেশ্যে নিধি সমর্পণ অভিযান গোটা দেশে ১৫ জানুয়ারি থেকে ২৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে।
বিশ্ব হিন্দু পরিষদের রাষ্ট্রীয় কার্যকারী অধ্যক্ষ অলক কুমার হিন্দুস্থান সমাচারকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, নিধির সমর্পণ অভিযান অনুযায়ী গোটা দেশজুড়ে প্রায় চার লক্ষ বেশি গ্রামে ১১ কোটি বেশি পরিবারে যাওয়া হবে। তাদের কাছ থেকে অর্থ একত্রিত করা হবে। শুধুমাত্র তেলেঙ্গানা রাজ্যে ৯ হাজারের বেশি গ্রামে তিন কোটিরও বেশি পরিবারের কাছে গিয়ে অর্থ একত্রিত করা হবে। ১০ টাকা, ১০০ টাকা, ১০০০ টাকার কুপন এর মাধ্যমে এই অর্থ সংগ্রহ করা হবে। ২০০০ টাকার বেশি দেওয়া অনুদানকারীকে রশিদ দেওয়া হবে। অত্যন্ত দক্ষতার সাথে গোটা কাজ সম্পন্ন করা হবে। মন্দির নির্মাণের জন্য সরকারের কাছ থেকে কোন প্রকারের অর্থ নেওয়া হবে না। দেশের জনগণের সম্মিলিত অর্থের মাধ্যমে মন্দির গড়ে তোলা হবে। হিন্দুস্থান সমাচার / শুভঙ্কর / কাকলি

২১-এ ১০০ প্লাস নিশ্চিত, অসমে ফের বিজেপি সরকার, তবে জনসংযোগ কর্মসূচি জোরদার করতে হবে : প্রভারি বৈজয়ন

করিমগঞ্জ (অসম), ২৪ ডিসেম্বর (হি.স.) : অসমে মজবুত অবস্থানে রয়েছে বিজেপি। ২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে ১০০ প্লাস আসন নিয়ে পুনরায় সরকার গঠন করবে বিজেপি। তবে এই আত্মতুষ্টিতে থাকলে চলবে না। জনসংযোগ কর্মসূচি দ্বিগুণ জোরদার করতে হবে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক কাজকর্মগুলো জনগণের কাছে তুলে ধরতে হবে। যেতে হবে বাড়ি বাড়ি। দু-দিবসীয় প্রদেশ কার্যনির্বাহী সম্মেলনের অন্তিম দিন সমারোপ অনুষ্ঠানে উপস্থিত দলীয় মন্ত্রী, বিধায়ক, সাংসদ ও বিভিন্ন পদমর্যাদার কার্যকর্তাদের এই পাঠ দিয়েছেন দলের অসম প্রভারি বৈজয়ন জয় পাণ্ডা।
প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রঞ্জিতকুমার দাসের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত সমারোপ সভায়, 'মেরি বুথ সব-সে মজবুত', স্লোগানের উপর গুরুত্ব আরোপ করার পাশাপাশি সংগঠন পরিচালনার জন্য সঠিক কৌশল মেনে চলার উপরও বৈজয়ন জয় পাণ্ডা বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন আজ। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় এক রাজনৈতিক দলের সামান্য সদস্য হওয়ার সুযোগ পাওয়ায় নিজেকে সৌভাগ্যবান বলেও মন্তব্য করেন তিনি। জনসংঘের আমল থেকে ভারতরত্ন প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর সুযোগ্য নেতৃত্বের হাত ধরে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর রাষ্ট্রবাদী বলিষ্ঠ নেতৃত্বের ফলে বিজেপি আজ দেশ সহ সমগ্র বিশ্বে এক মহীরুহ আকার ধারণ করেছে। আর এর জন্য দলীয় প্রতিটি স্তরের সাংগঠনিক কার্যকর্তা ও সমর্থকদের নিঃস্বার্থ যোগদানই মূখ্য ভূমিকা পালন করেছে।
বিজেপি কোনও ব্যক্তি-বিশেষকে গুরুত্ব দেয় না। এই দলে উপর থেকে নিচুতলা পর্যন্ত প্রত্যেক সদস্যকে সমমর্যাদা দিয়ে থাকে। যা দলে একে অপরের প্রতি সম্পর্ক অটুট রাখতে সাহায্য করে। অসমের প্রভারি বৈজয়ন জয় পাণ্ডা আরও বলেন, ২০১৬ সালে বিজেপি দেশবাসীর সামনে যে সংকল্প নিয়ে এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে কেন্দ্রে সরকার প্রতিষ্ঠিত করেছিল, গত ছয় বছরের শাসনামলে বিজেপি সরকার তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে সমর্থ হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে দেশের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করতে কঠিন থেকে কঠিনতম সিদ্ধান্ত নিতেও বিজেপি সরকার দুবার ভাবেনি। রাষ্ট্রবাদী এই সরকার অত্যন্ত সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে ৩৭০, বিমুদ্রাকরণ, সিএএ, এনআরসি সহ বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিতে পিছপা হয়নি। কিন্তু পূর্বতন সরকার এ সকল সিদ্ধান্ত নেওয়ার সাহস পর্যন্ত যোগাতে পারেনি।
অসমের প্রভারি তথা বিজেপির বর্ষীয়ান নেতা আরও বলেন, স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে প্রতিবেশী রাষ্ট্র প্রক্সি ওয়ারের মাধ্যমে আমাদের দেশে প্রতিদিন হামলা চালিয়ে গেলেও, পূর্বতন সরকার পাল্টা জবাব দেওয়ার সাহস দেখাতে পারেনি। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের নেতৃত্বে প্রথমে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক, পরে এয়ার স্ট্রাইক করে সমগ্র বিশ্বের কাছে এই সংবাদ পৌঁছে দিতে সমর্থ হয়ছে যে, ২০১৬-এর ভারত আর আগের ভারতের মধ্যে অনেক তফাৎ। কাশ্মীরে আতঙ্কবাদী কার্যকলাপ ও অনুপ্রবেশ সমস্যার স্থায়ী সমাধানে ভারতীয় সেনার 'অল আউট মিশন' এক নজির সৃষ্টি করেছে। সম্প্রতি দেশে করোনা অতিমারি রুখতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার যে ভূমিকা পালন করেছে এরও ভূয়সী প্রশংসা করেন বৈজয়ন জয় পাণ্ডা।
পাণ্ডা বলেন, ভারতের মতো বিশাল জনসংখ্যাবহুল দেশে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে করোনা অতিমারি প্রতিরোধে যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল, সমগ্র বিশ্বে তা প্রশংসা কুড়িয়েছে। জনসংখ্যার হিসাবে করোনায় মৃত্যুর হার ভারতবর্ষে খুবই নগণ্য। মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার নেতৃত্বে এই রাজ্যেও করোনা মোকাবিলায় যে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তা-ও সমগ্র দেশে এক নজির সৃষ্টি করেছে। সাড়ে চার বছরে রাজ্যের বিকাশ প্রসঙ্গে বৈজয়ন পাণ্ডা বলেন, বিজেপি আমলে অসমে যে উন্নয়ন হয়েছে, সেই তুলনায় গত ১৫ বছরে তেমন কোনও উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন হয়নি।
তথ্য তুলে ধরে তিনি বলেন, সাড়ে চার বছরের স্বল্প সময়ের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার মাধ্যমে প্রায় ২ লক্ষ ৭০ হাজার গৃহহীনকে ছাদের তলায় নিয়ে আসা হয়েছে। ভূমিহীন ১ লক্ষ পরিবারকে পাট্টা প্রদান করে স্থায়ী ভাবে জমি সমস্যার সমাধান করা হয়েছে। ৬ লক্ষ কৃষককে এককালীন ৫ হাজার টাকা করে সহায়তা রাশি প্রদান করা হয়েছে। জনধন যোজনার মাধ্যমে ১ কোটি ৩৫ লক্ষ সুবিধাভোগী ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খোলার সুযোগ পেয়েছেন। আর এই জনধন অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে পরবর্তীতে খাতা ধারকগণ সরকারি বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন। এছাড়া ৭ লক্ষ চা বাগান শ্রমিককে এককালীন ৫ হাজার টাকার সহায়তা রাশি দেওয়া হয়েছে। উজ্জ্বলা যোজনার মাধ্যমে বিনামূল্যে গ্যাস কানেকশন দেওয়া হয়েছে। যা এর আগে কোনও রাজ্য সরকার কল্পনাও করতে পারেনি, বলেন পাণ্ডা।
তিনি বলেন, রাজ্য সরকারের এ সকল উন্নয়নমূলক কাজকর্ম জনগণের কাছে তুলে ধরার দায়িত্ব হল দলীয় মন্ত্রী, বিধায়ক, সাংসদ ও কার্যকর্তাদের। প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রঞ্জিতকুমার দাস এবং মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালকেও সরকারের জনকল্যাণমূলক কাজকর্ম জনগণের দুয়ারে দুয়ারে পৌঁছনোর দায়িত্ব নেওয়ার কথা বলেন বৈজয়ন জয় পাণ্ডা। সেই সঙ্গে অসমে বিজেপির এই উত্থানে প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রঞ্জিতকুমার দাস, মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল, স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা সহ দলীয় সকল স্তরের কার্যকর্তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন অসমের প্রভারি বৈজয়ন পাণ্ডা।

বিশ্বভারতীতে অমর্ত্য সেনের জমি প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর দাবিতে ভিন্নমত নেটিজেনরা

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ২৪ ডিসেম্বর (হি. স.) : "বিজেপি বিরোধী বলেই অমর্ত্য সেনের বিরুদ্ধে কুৎসা" জমি বিতর্কে বিশ্বভারতীকে বৃহস্পতিবার এ রকম জবাব দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সংবাদপত্রের এই রিপোর্ট ফেসবুকে আসার পর ভিন্নমত পোষণ করলেন নেটিজেনরা।
এধা বাইন লিখেছেন, "এলিট সেন ভারতের জন্য কি করেছেন? আর রবীন্দ্রনাথ ভারতের জন্য কি করেছে দেখুন...শুধু নোবেল পেলেই মাথায় নিয়ে বাঁদর নাচ নাচতে হবে তার কোন মানে নেই...। " সুব্রত দত্ত লিখেছেন, "বিদায়কালে আর কত রঙ্গ দেখাবে মা।।" প্রশান্ত রায় লিখেছেন, "বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ নিশ্চয় ঝাণ্ডা নিয়ে জমি দখল করতে যাবে না। যা করার সেটা আদালতের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হবে।আইনি পদ্ধতিতে যাওয়ার মতো আর্থিক সঙ্গতি নিশ্চয় সেন বাবুর আছে।"
এস দাস লিখেছেন, "উনি বাংলার গর্ব হতে পারতেন তা না হয়ে বাংলার কলঙ্ক হয়ে রইলেন ! নোবেল ধুয়ে জল খাওয়া ছাড়া বাংলার মানুষের জন্য যে কিছুই করে নাই !" তনু তনয় লিখেছেন, "চোরকে চোর সাপোর্ট করে।" পায়েল দাস লিখেছেন, "ভোট সামনে, তাই যা সামনে পান তা নিয়ে গর্জে উঠুন। শুভেন্দু মন্ডল লিখেছেন, "পিসি অমর্ত্য সেন বহিরাগত না ঘরের সেটা যে বুঝতে পারছি না।" অলোক ব্যানার্জী লিখেছেন, "সত্যি একটু তিতো হবেই। বিশ্বভারতী কি ভুল কিছু বলেছে।"
সর্বানী মিত্র লিখেছেন, "আহারে দরদ উথলে উঠেছে। " প্রবীর মিত্র লিখেছেন, "বিশ্বভারতীর জমির যে নিজের নামে রেজিস্ট্রি করে নেয় তাকে দেয় আবার নোবেল? এখন থেকে ওর নাম অমর্ত্য সেন বাদ দিয়ে ভূমি মাফিয়া সেন হওয়া উচিত।" সর্বানী মিত্র লিখেছেন, "পিসিমনি তুমি তো সবাইকে অপমান করো।" পিন্টু রঞ্জন দেবনাথ লিখেছেন, "অমর্ত্য সেনের মত ফালতু লোক না থাকাই ভালো।" ঋজু বিশ্বাস লিখেছেন, "চোরের দালাল কই কি।"
তন্ময় সাহু লিখেছেন, "চোর অমর্ত্য চোর চোর চোর।" সৈকত গুছাইত লিখেছেন, "শিক্ষা ব্যবস্থাপনার মোটামুটি সম্পূর্ণ ধ্বংস করে ফেলেছেন অতএব মানুষকে আপনি যা বলবেন মানুষ তাই বুঝতেও পারে।" শুভম দাস লিখেছেন, "চোরের মায়ের বড়ো গলা!" অভিজিৎ ঘোষ লিখেছেন, "বাংলাদেশের হিন্দু নির্যাতনের বিরুদ্ধে তো কোনোদিন অমর্ত্য বাবুকে সোচ্চার হতে দেখিনি।"হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

নিউটাউনের হোটেলে তরুণী খুনে নয়া তথ্য

কলকাতা, ২৪ ডিসেম্বর(হি. স.): নিউটাউনের হোটেলে তরুনীর নগ্ন দেহ উদ্ধার ঘিরে নয়া তথ্য সামনে আনল তদন্তকারী দল। পুলিশ জানিয়েছে মৃতার পাশ থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি নোট। যেখানে অভিযুক্ত লিখে রেখে গেছেন, 'তোকে মারতে চাই নি, কিন্তু বাধ্য হয়ে মারতে হল'।

প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার দুপুরে অমিত ঘোষ নামে এক যুবক চুমকি ঘোষ নামে বছর ২৪ এর এক মহিলাকে নিয়ে ডিডি ব্লকের ওই হোটেলটিতে আসেন। নিজেদের স্বামী, স্ত্রী বলে পরিচয় দিয়ে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দেন দু''জনই। বলেন, বাড়ি মেদিনীপুরে। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় তাঁদের হোটেলের ঘর ছেড়ে দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সে সময় পার করে গেলেও কেউ দরজা খোলেননি।

বুধবার সকালে অমিতকে ফোন করা হয় হোটেলের রিসেপশন থেকে। বারবার রিং হয়ে গেলেও তা ধরেননি। এরপরই হোটেল কর্মীরা বাড়তি চাবি দিয়ে ঘরের দরজা খুলতেই চোখ কপালে ওঠে। খাটের উপর শোওয়ানো সাদা ধবধবে চাদরে মোড়ানো মৃতদেহ। সঙ্গে সঙ্গে টেকনো সিটি থানার পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান ফূর্তির ফোয়ারাতেই ঘটেছে খুনের ঘটনা।

পরে তদন্তে নেমে পুলিশ জানিয়েছেন, মৃতদেহের পাশ থেকে একটি নোট উদ্ধার হয়েছে। সেখানে লেখা ছিল, ' তোকে মারতে চাই নি, কিন্তু বাধ্য হয়ে মারতে হল'। এরপরে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান হয়তো প্রতিহিংসার কারণে খুন হয়েছে। কারণ যেভাবে খুন করা হয়েছে তা রীতিমতো পরিকল্পনা অনুযায়ী বলেই মনে করছে তদন্তকারী দল।

কিসের অনুমান প্রথমে চার্জার এর তার জাতীয় কিছু দিয়ে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয় মৃতা কে। মৃত্যু নিশ্চিত করতে সারা শরীরে এলোপাথারি কোপ মারা হয়। তদন্তে নেমে পুলিশ মৃতার পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে, সেখানে পুলিশ জানতে পেরেছে পশ্চিম মেদিনীপুরের মিরপুরের বাসিন্দা চুমকি বিবাহিত। তার স্বামী চন্দন ঘোষ পেশায় গাড়ির চালক। তার পরিবার অভিযোগ করে জানিয়েছে, অভিযুক্ত অমিত ঘোষ ওই জেলার বাসিন্দা। চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে চুমকিকে কলকাতায় নিয়ে এসে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে অমিত। পুরো ঘটনাটাটি কী ঘটেছিল তা জানতে বিযুক্ত অমিত ঘোষ এর খোঁজ চালাচ্ছে তদন্তকারী দল।

অবন্তীপোরায় ধৃত ৪ জন আল-বদর জঙ্গি, উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র-গোলাবারুদ

শ্রীনগর, ২৪ ডিসেম্বর (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলার অবন্তীপোরায় আল-বদর জঙ্গি সংগঠনের সদস্য ৪ জন সন্ত্রাসীকে গ্রেফতার করল সুরক্ষা বাহিনী। ধৃত জঙ্গিদের কাছ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ এবং বেআইনি সামগ্রী। জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ জানিয়েছে, বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পাওয়া যায় অবন্তীপোরা এলাকার দাদসারা এবং লারমোহ গ্রামে আল-বদর জঙ্গি সংগঠনের গতিবিধি বেড়েছে। বিশ্বস্ত সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে ২৩-২৪ ডিসেম্বর মধ্যরাতে ওই দু''টি গ্রামে অভিযান চালায় পুলিশ, সেনাবাহিনী (৪২ রাষ্ট্রীয় রাইফেলস) এবং সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স (১৩০ ব্যাটেলিয়ন)-এর যৌথ বাহিনী। অভিযান চলাকালীন সন্দেহজনক ৪ জনকে পাকড়াও করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদের সময় তারা স্বীকার করে, প্রত্যেকে আল-বদর জঙ্গি সংগঠনের সদস্য। ধৃত জঙ্গিদের নাম-ইয়াওয়ার আজিজ দার, সাজাদ আহমেদ পাররে, আবিদ আহমেদ শেখ এবং শওকত আহমেদ দার। ঘাসের নীচে আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ লুকিয়ে রেখেছিল জঙ্গিরা। উদ্ধার করা হয়েছে একটি একে-৫৬ রাইফেল, একটি একে-৫৬ ম্যাগাজিন, ২৮ রাউন্ড গুলি এবং একটি হ্যান্ড গ্রেনেড। ধৃত জঙ্গিদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ

জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

মহারাণী তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের বাইসাইকেল বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ ডিসেম্বর।। মহিলাদের স্বশক্তিকরণের উদ্দেশ্যে নতুন সরকার কার্যকালের প্রথম থেকেই নবম শ্রেণীর সকল ছাত্রীদের মধ্যে বাইসাইকেল বিতরণ করার উদ্যোগ নিয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরের প্রাপ্ত অর্থে এবছর সারা রাজ্যের ২৬ হাজার ৫৩০ জন ছাত্রীকে এই বাইসাইকেল দেওয়া হচ্ছে। এর জন্য ব্যয় হবে ৭ কোটি ৯৫ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা। আজ মহারাণী তুলসীবতী উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর (বর্তমানে দশম শ্রেণীতে পাঠরত) ছাত্রীদের মধ্যে বাইসাইকেল বিতরণী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে একথা বলেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। এদিনের অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের ২৩০ জন ছাত্রীকে বাইসাইকেল দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শিক্ষামন্ত্রী শ্রীনাথ আরও বলেন, মহাত্মা গান্ধী, স্বামী বিবেকানন্দ কিংবা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত মনীষীদের মতে সমস্ত সমস্যা সমাধাণের একমাত্র পন্থা হল শিক্ষা। তাই রাজ্য সরকার শিক্ষাকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিচ্ছে। এরই অঙ্গ হিসাবে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে নেওয়া হয়েছে ৩৪টি নতুন নতুন সিদ্ধান্ত। পরবর্তীতে আরও যুগোপযোগী পদক্ষেপ নেওয়া হবে। তিনি আরও বলেন, রাজ্যের শিক্ষার মানোন্নয়নে এন সি আর টি সিলেবাস চালু, সারা ভারতবর্ষের সঙ্গে সাম'স্য রেখে শিক্ষাবর্ষ এপ্রিল থেকে মার্চ, কেন্দ্রীয় ও ডাবল সেট প্রশপত্র, বছর বাঁচাও কর্মসূচি, অনেক বিদ্যালয়ে বৃত্তিমূলক পাঠ্যক্রম চালু করা হয়েছে। এছাড়াও বাংলা মাধ্যম বিদ্যালয়কে ইংরেজী মাধ্যমে উন্নীত করা, বিভিন্ন বিদ্যালয়কে সি বি এস ই বোর্ডের আওতায় আনা, সুপার-৩০ কর্মসূচি, ৩০ হাজার শিক্ষককে এন সি আর টি-এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী আরও বলেন, রাজ্য সরকার ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে স্বপ দেখছে। সকল ছাত্রছাত্রীর মধ্যেই মেধা রয়েছে। সেই মেধাকে বিকশিত করতে হবে। আর এই দায়িত্ব শিক্ষক সমাজের।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির চেয়ারপার্সন রীতা সাহা, পশ্চিম জেলা শিক্ষা আধিকারিক রূপন রায় প্রমুখ। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ রাখেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নন্দন সরকার।শেষে অতিথিগণ আনুষ্ঠানিকভাবে কয়েকজন ছাত্রীর হাতে বাইসাইকেল তুলে দেন।মহারাণী তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের বাইসাইকেল বিতরণ

মহিলাদের স্বশক্তিকরণের উদ্দেশ্যে নতুন সরকার কার্যকালের প্রথম থেকেই নবম শ্রেণীর সকল ছাত্রীদের মধ্যে বাইসাইকেল বিতরণ করার উদ্যোগ নিয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরের প্রাপ্ত অর্থে এবছর সারা রাজ্যের ২৬ হাজার ৫৩০ জন ছাত্রীকে এই বাইসাইকেল দেওয়া হচ্ছে। এর জন্য ব্যয় হবে ৭ কোটি ৯৫ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা। আজ মহারাণী তুলসীবতী উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর (বর্তমানে দশম শ্রেণীতে পাঠরত) ছাত্রীদের মধ্যে বাইসাইকেল বিতরণী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে একথা বলেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। এদিনের অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের ২৩০ জন ছাত্রীকে বাইসাইকেল দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শিক্ষামন্ত্রী শ্রীনাথ আরও বলেন, মহাত্মা গান্ধী, স্বামী বিবেকানন্দ কিংবা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত মনীষীদের মতে সমস্ত সমস্যা সমাধাণের একমাত্র পন্থা হল শিক্ষা। তাই রাজ্য সরকার শিক্ষাকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিচ্ছে। এরই অঙ্গ হিসাবে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে নেওয়া হয়েছে ৩৪টি নতুন নতুন সিদ্ধান্ত। পরবর্তীতে আরও যুগোপযোগী পদক্ষেপ নেওয়া হবে। তিনি আরও বলেন, রাজ্যের শিক্ষার মানোন্নয়নে এন সি আর টি সিলেবাস চালু, সারা ভারতবর্ষের সঙ্গে সাম'স্য রেখে শিক্ষাবর্ষ এপ্রিল থেকে মার্চ, কেন্দ্রীয় ও ডাবল সেট প্রশপত্র, বছর বাঁচাও কর্মসূচি, অনেক বিদ্যালয়ে বৃত্তিমূলক পাঠ্যক্রম চালু করা হয়েছে। এছাড়াও বাংলা মাধ্যম বিদ্যালয়কে ইংরেজী মাধ্যমে উন্নীত করা, বিভিন্ন বিদ্যালয়কে সি বি এস ই বোর্ডের আওতায় আনা, সুপার-৩০ কর্মসূচি, ৩০ হাজার শিক্ষককে এন সি আর টি-এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী আরও বলেন, রাজ্য সরকার ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে স্বপ দেখছে। সকল ছাত্রছাত্রীর মধ্যেই মেধা রয়েছে। সেই মেধাকে বিকশিত করতে হবে। আর এই দায়িত্ব শিক্ষক সমাজের।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির চেয়ারপার্সন রীতা সাহা, পশ্চিম জেলা শিক্ষা আধিকারিক রূপন রায় প্রমুখ। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ রাখেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নন্দন সরকার।শেষে অতিথিগণ আনুষ্ঠানিকভাবে কয়েকজন ছাত্রীর হাতে বাইসাইকেল তুলে দেন।

গুজরাট হতে দেব না বলে মমতার হুঙ্কারে কড়া প্রতিক্রিয়া তথাগত রায়ের

কলকাতা, ২৪ ডিসেম্বর (হি. স.) : সঙ্গীত মেলার মঞ্চে সম্প্রীতি নিয়ে কথা বলার সময় বুধবার বিজেপি—র বিরুদ্ধে তোপ দাগতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, 'বাংলাকে গুজরাট হতে দেব না।' বৃহস্পতিবার তার কড়া প্রতিবাদ জানালেন মেঘালয় ও ত্রিপুরার প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়। টুইটে তিনি লেখেন, "আবার প্রচন্ড হ্রেষারব, "বাংলাকে গুজরাট হতে দেব না"। আঙ্গুর ফলকে টক বলে কি হবে দিদি, সে ক্ষমতা আপনার নেই। আপনি পশ্চিমবঙ্গ থেকে গাড়ির কারখানা তাড়ান, গুজরাট তাকে সানন্দে জায়গা দেয়। বাংলার বেকার ছেলেরা গুজরাটে কাজ করতে যায়,কোনো গুজরাটি স্বপ্নেও এখানে চাকরি করতে আসার কথা ভাববে না। হিটলারের চ্যালা গোয়েবেলস মমতাকে শিখিয়ে গেছেন ক্রমাগত "গুজরাট-দাঙ্গা গুজরাট-দাঙ্গা" বললেই পশ্চিমবঙ্গের মানুষ তা বিশ্বাস করে বসবে। সে গুড়ে বালি !

সক্রিয় রোগী ৬,৮১৫ জন, তেলেঙ্গানায় করোনায় মৃত্যু বেড়ে ১,৫২৪

হায়দরাবাদ, ২৪ ডিসেম্বর (হি.স.): তেলেঙ্গানায় ফের বাড়ল দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় (মঙ্গলবার) তেলেঙ্গানায় নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ৫৭৪ জন, এই সময়ে তেলেঙ্গানায় করোনা-আক্রান্ত ২ জনের মৃত্যু হয়েছে। ফলে তেলেঙ্গানায় কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ২,৮৩,৫৫৬ এবং এযাবৎ মৃত্যু হয়েছে ১,৫২৪ জনের। তেলেঙ্গানায় দ্রুত বাড়ছে সুস্থতার সংখ্যা, তেলেঙ্গানায় এই মুহূর্তে সুস্থতা হয়েছেন ২ লক্ষ ৭৫ হাজার ২১৭ জন।

বৃহস্পতিবার সকালে তেলেঙ্গানা সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে বুলেটিনে জানানো হয়েছে, তেলেঙ্গানায় নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ৫৭৪ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ২ জনের। বিগত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন ৩৮৪ জন। রাজ্যজুড়ে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ২,৭৫,২১৭ জন করোনা-রোগী। বুধবার রাত আটটা পর্যন্ত সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৬ হাজার ৮১৫ জন।

রাজ্যের

● প্রথম পাতার পর

ছিলেন সিদ্ধার্থশংকর দে।

আইনমন্ত্রী জানিয়েছেন, নবনিযুক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল আগরতলায় থাকবেন। ত্রিপুরা সরকার সিদ্ধার্থশংকর দে-কে রাজ্যের বরিষ্ঠ আইনি আধিকারিক হিসেবে উপযুক্ত মনে করেছে।

বেড়েছে

● প্রথম পাতার পর

এই দিন পরস্পরের মধ্যে শান্তি, সম্প্রীতি, আনন্দ ও সৌভ্রাত'ত্বের বার্তা বয়ে আনে। এই পবিত্র দিন আমরা সকলে মিলে মিশে শান্তিতে কাটাবো এই আশা রাখি'।

সিদ্ধান্ত

● প্রথম পাতার পর

হবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য।

তাঁর বক্তব্য, এই সম্পর্কিত আবেদনপত্র প্রতিটি মহকুমাশাসকের কার্যালয় থেকে সংগ্রহ করা যাবে। ২০১৮ সালের ৯ মার্চ পর্যন্ত রাজ্যে যে কোনও সময়েই রাজনৈতিক সংঘর্ষে নিহতদের পরিবারের পক্ষ থেকে আবেদন করা যাবে। আবেদন করার পর নির্দিষ্ট গাইডলাইন অনুযায়ী কর্তৃপক্ষ উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। আবেদনকারীকে আবেদনের সাথে জন্মের তারিখের প্রমাণপত্র, শিক্ষা যোগ্যতার প্রমাণপত্র, পিআরটিসি, এসসি অথবা এসটি সার্টিফিকেট (প্রযোজ্য হলে) নিহতের মৃত্যুর প্রমাণপত্র, নিহতের ওয়ারিশদারদের পক্ষ থেকে আবেদনকারীর প্রতি নোঅবজেকশন সার্টিফিকেট জমা দিতে হবে।

লাঠিচার্জ

● প্রথম পাতার পর

থানার ওসির নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ ও টিএসআর বাহিনী সজ্জিত ছিল। পাশাপাশি এই অনভিপ্রেত ঘটনা নিয়ে প্রাক্তন অর্থ ও স্বাস্থ্য দপ্তরের মন্ত্রী তথা বিরোধী দলের উপদলীয় নেতা বাদল চৌধুরী সহ বিধায়ক সুধন দাসের কথা পর্যন্ত শুনতে চাননি দক্ষিণ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার।

অবশেষে সিপিআইএম নেতৃত্বরা মাঠে নেমে পরিস্থিতি সামাল দেয়। রাস্তা অবরোধ স্থলেই প্রাক্তন অর্থ ও স্বাস্থ্য দপ্তরের মন্ত্রী তথা বিরোধী দলের উপদলীয় নেতা বাদল চৌধুরী সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বলেন পুলিশের অনুমতি নিয়েই শোভাযাত্রার মিছিল বের হয়। অনুমতি থাকা সত্ত্বেও কেন পুলিশের বাধা এবং লাঠিচার্জ তা প্রশ্ন তুলেন।

এধরনের ঘটনা উস্কানিমূলক বলে অভিযোগ করে বলেন এব্যাপারে দক্ষিণ জেলা পুলিশ সুপার এর নিকট সরাসরি জানানো হবে। এইদিনের শোভাযাত্রা মিছিলেপ্রাক্তন অর্থ ও স্বাস্থ্য দপ্তরের মন্ত্রী তথা বিরোধী দলের উপদলীয় নেতা বাদল চৌধুরী ছাড়া ছিলেন বিধায়ক সুধন দাস, প্রাক্তন মুখ্য সচেতক বাসুদেব মজুমদার , প্রাক্তন ছাত্র নেতা তাপস দত্ত , সহ বর্তমান ছাত্র নেতা সুকান্ত মজুমদার সহ অন্যান্য নেতৃত্বর

আত্মসমর্পণ

● প্রথম পাতার পর

চিফ অফ আর্মি স্টাফ কুকিলা ত্রিপুরা ওরফে ইয়ারুঙ আজ আত্মসমর্পন করেছে। তারা একে-৫৬ রাইফেলস দুটি, একে বায়নেট একটি, একে ম্যাগাজিন চারটি, একে গোলাবারুদ ১১৯ রাউন্ড, ওয়্যারলেস হ্যান্ডসেট একটি এবং ১.৫ লক্ষ মিয়ানমার মুদ্রা (কিয়াত) জমা দিয়েছে।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশ জাতে পেরেছে, নভেম্বর ২০১৮ থেকে জানুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত এনএলএফটি (বিএম) গোষ্ঠীর ওই আত্মসমর্পণকারী সহ মোট ১৭ জন নেতা / ক্যাডার মায়ানমারের টেগায় অবস্থিত কেওয়াইকেএল (কঙ্গেলি ইওল কান্না লুপ) ক্যাম্পে বিশেষ প্রশিক্ষণ নিয়েছিল। উত্তরপূর্বের অন্যান্য উগ্রবাদী তাদের সাথে ছিল।

ডিজিপি বলেন, উগ্রপন্থী নেতারা এখন বুঝতে পেরেছেন ত্রিপুরার স্বাধীনতার জন্য তাদের তথাকথিত লড়াই পুরোপুরি ভিত্তিহীন এবং রাজ্যের আদিবাসীদের সামগ্রিক উন্নয়নের প্রশ্নে ভবিষ্যতে সফলতা অর্জনে কোনও সম্ভাবনা নেই। অন্যদিকে, বর্তমানে এনএলএফটি (বিএম) গোষ্ঠী গুরুতর আর্থিক এবং সাংগঠনিক সংকটের মুখোমুখি হয়েছে। এনএলএফটি-র বর্তমান পরিস্থিতি এবং ত্রিপুরা পুলিশের ক্রমাগত চাপ ও অনুপ্রেরণায় তাদের সমাজের মূলস্রোতে যোগ দিতে আকৃষ্ট করেছে। এই আত্মসমর্পণগুলি যথাযথ প্রশাসনিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করে যোজনার অধীনে পুনর্বাসন দেওয়া হবে।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

পরিকাঠামো উন্নয়নে স্থানীয় ঠিকাদারদের কাজের সুযোগ করে দিতে সরকার সচেষ্ট। পাশাপাশি বহিঃরাজ্যের ঠিকাদাররাও যখন রাজ্যের পরিকাঠামো নির্মাণের কাজে যুক্ত হবেন, তখন রাজ্যে একটি প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টি হবে। যা রাজ্যের ঠিকাদারদের কাজে আরও পারদর্শিতা আনতে সহায়ক হবে। এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগরতলা - সাব্রুম সড়ক নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ উন্নত পদ্ধতিতে করা হয়েছে। নির্মাণকারী সংস্থা এন এইচ আই ডি সি এল এ ডেপুটেশনরত রাজ্যের পূর্ত দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ারগণ এক্ষেত্রে সহযোগিতা করেছেন। পাশাপাশি এই উন্নত পদ্ধতির প্রয়োগ সম্পর্কেও তারা অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগামী ৫ বছরে ত্রিপুরায় রেল ও ন্যাশনাল হাইওয়েতে প্রায় ৩০ হাজার কোটি টাকার কাজ হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের পরিকাঠামো নির্মাণে স্থানীয় ঠিকাদাররা যেন বেশি করে কাজ পায় সেই দিকে লক্ষ্য রেখে সরকার প্রতিটি ক্ষেত্র সরলীকরণের পদ্ধতি অবলম্বন করেছে। ঠিকাদারদের ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে রাজ্যের পরিকাঠামো উন্নয়নে এগিয়ে আসতে হবে। রাজ্যে যে সব কাজ চালু রয়েছে সেই কাজগুলি যাতে কোন ভাবে না আটকায় তার প্রতি সচেষ্ট থাকতে হবে। কাজে সমস্যা আসলে দ্রত সমাধানের সূত্র বের করে কাজকে সম্পন্ন করার দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। কাজগুলি যাতে সঠিক ভাবে হয় সেই দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। পাশাপাশি তিনি কোনও কাজের যাতে পুনরায় টেণ্ডার না করতে হয় সেই দিকে দৃষ্টি রেখে কাজ করার উপরও গুরুত্ব আরোপ করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, টেণ্ডার প্রক্রিয়ার পূর্বেই যাতে সয়েল টেস্ট, সাইট ক্লিয়ারেন্স, আর্থিক বিষয়গুলির যাবতীয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয় সেদিকে নজর দিতে হবে। টেণ্ডার হয়ে যাওয়ার পর নির্মাণকারী সংস্থা দ্রততার সাথে কাজ শুরু করতে পারে সেই বিষয়ে তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত ঠিকাদারদের সাথে মতবিনিময় করে তাদের কাজের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যাগুলির সমাধানে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মুখ্য বাস্তুকারদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন। পাশাপাশি তিনি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মুখ্য বাস্তুকারদের ১৫ দিনের নিয়মিত ব্যবধানে পর্যালোচনা সভায় বসার জন্য পরামর্শ দেন যাতে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে কাজ সম্পন্ন করা যায়। শিক্ষক, শ্রমিক, ঠিকাদার, ইঞ্জিনিয়ার, চিকিৎসক সবাই মিলে সম্মিলিত ভাবে একই মানসিকতায় রাজ্যের উন্নয়নে যখন কাজ করবেন তখন রাজ্য উন্নতির শিখরে পৌঁছানো সম্ভব বলেও তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে পূর্ত দপ্তরের (সড়ক ও সেতু) মুখ্য বাস্তুকার দীপক দাস বলেন, ত্রিপুরায় পরিকাঠামোগত উন্নয়নে পূর্ত দপ্তর সচেষ্ট। পূর্ত দপ্তরের নির্মাণ কাজে কোন প্রকার সমস্যা এলে তা আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা হয়। তিনি বলেন, পূর্ত দপ্তরের নির্মাণ কাজকে আরও ত্বরান্বিত করতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরলীকরণ করে সংস্কার আনা হয়েছে। পূর্ত দপ্তরের অধীনে সম্প্রতি এনলিস্টমেন্ট অব কন্ট্রাক্টরস রুলস সংশোধন করা হয়েছে। এই ক্ষেত্রে ঠিকাদারদের যেখানে সমস্যা হচ্ছে সেই জায়গায় আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা হবে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, পূর্বে ম্যানুয়ালী টেণ্ডার গ্রহণ করা হতো। বর্তমানে তা পরিবর্তন করে অনলাইনে করা হয়েছে। প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতে স্থানীয় ঠিকাদারি এজেন্সী বাড়ানোর উপরও তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। পাশাপাশি ঠিকাদারদের বকেয়া বিল মিটিয়ে দেবার জন্য দপ্তর কর্ত'ক প্রয়োজনীয় উদ্যোগের কথাও তিনি তার বক্তব্যে তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান সচিব জে কে সিনহা। তাছাড়া অল ত্রিপুরা কনট্রাক্টরস এসোসিয়েশন এডহক কমিটির সদস্য দীপক চন্দ্র কর ঠিকারদারদের বিভিন্ন সমস্যা ও দাবী দাওয়া সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী দ'ষ্টি আকর্ষণ করেন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন অল ত্রিপুরা কনট্রাক্টরস এসোসিয়েশনের এডহক কমিটির চেয়ারম্যান সুভাষ চন্দ্র দত্ত।

মোর্চার রক্তদান শিবির

আটের পাতার পর

অনুষ্ঠানসূচী সম্পর্কে সংবাদমাধ্যমের সামনে জানান ওবিসি মোর্চার রাজ্য সভাপতি ও ৩৬ শান্তির বাজার বিজেপির মন্ডল সভাপতি। আজকের এই রক্তদান শিবিরে ৫০ জন রক্তদান করবে বলে জানাযায়।

সফল

● প্রথম পাতার পর

ছিলেন। প্রায় সাড়ে দশ কেজির টিউমারটি অস্ত্রোপচার করে বের করা হয়। তার পর দীর্ঘসময় তার চিকিৎসা চলতে থাকে। জিবিপি হাসপাতালে সাম্প্রতিককালে একাধিক জটিল অস্ত্রোপচারে সাফল্য এসেছে। এই অপারেশনটিও জটিল এক অপারেশন ছিল। কারণ, প্রতি এক লক্ষে ২.৬ জনের ঋতুস্রাব শুরুর পূর্বে এ ধরনের টিউমার হয়ে থাকে। দশ বছরের এই মেয়েটিকে সুস্থ করে রাজ্যবাসীকে আবারও গর্বিত করলেন রাজ্যের চিকিৎসকগণ। অস্বচ্ছল এই পরিবারটি চিকিৎসকদের উপর যে ভরসা রেখেছিলেন তা বাস্তবায়িত করলেন রাজ্যের চিকিৎসকগণ।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

মুক্তিপণ দেওয়া হয়েছে এমন কোনও খবর মিলেনি।

প্রসঙ্গত, ১৬ দিন পর গতকাল উগ্রপন্থীদের কবল থেকে ফিরে এসেছেন তিন নির্মাণ শ্রমিক। বন্দুকের নলের মুখে গত ৭ ডিসেম্বর তাদের অপহরণ করা হয়েছিল। তারা ফিরে আসায় স্বাভাবিকভাবে সকলেই স্বস্তি পেয়েছেন।

প্রতিবাদে মৌন বিক্ষোভ

আটের পাতার পর

দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছে ।সাংবাদিকদের ওপর এ ধরনের আক্রমণের ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানিয়েছেন তিনি ।কোন ধরনের রাজনৈতিক রঙ বিচার না করে অভিযুক্তদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে তিনি দাবি জানিয়েছেন ।সাংবাদিকদের ওপর যারা আক্রমণ সমৃদ্ধ করে চলেছে তাদের উদ্দেশ্যে আগরতলা প্রেসক্লাবের সম্পাদক বলেন কারও কাজকর্ম নিয়ে কোনো ধরনের অভিযোগ থাকলে এ ধরনের আক্রমণ না করে বিভিন্ন ফোরাম এবং সাংবাদিকদের সংগঠন এর শরণাপন্ন হতে পারেন তারা ।এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ না করে সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না বলে তিনি স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেন ।ভবিষ্যতে যাতে রাজ্যের কোথাও সাংবাদিকদের ওপর কোনো ধরনের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ সংগঠিত না হয় তা নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছেন আগরতলা প্রেসক্লাবের সম্পাদক প্রণব সরকার।

দিয়েছে ঃ উপমুখ্যমন্ত্রী

আটের পাতার পর

ণবায়োভিলেজ প্রকল্প এবং চড়িলামের বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন তহবিলের সহায়তায় আরও দুটি বায়োভিলেজ প্রকল্পের কাজ চলছে এবং এই প্রকল্পগুলির সুফল ক'ষকরা পেতে শুরু করেছেন। মাশরুমের চাষ থেকে আয়, জৈবসার ব্যবহার করে ফসল উৎপাদন, বায়োগ্যাস স্থাপন করে দৈনন্দিন রান্নার কাজ সম্পাদন, উন্নত প্রজাতির ছাগল ও মোরগ পালনের মাধ্যমে অতিরিক্ত অর্থ উপার্জন, মৎস্য চাষের মাধ্যমে স্বনির্ভর হচ্ছেন। অনুষ্ঠানে বর্করবাড়ি গ্রামে বায়োভিলেজ প্রকল্পের রূপরেখা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন বায়োটেকনোলজি দপ্তরের সিনিয়ার সায়েন্টিফিক অফিসার। এই প্রকল্পে ৮০টি সুবিধাভোগী পরিবার উপক'ত হবেন।

স্বনির্ভর করে তোলা ঃ মুখ্যমন্ত্রী

আটের পাতার পর

করে উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যেতে চান। তিনি বলেন, আমাদের সকলের কর্তব্য ও দায়িত্ব হলো প্রধানমন্ত্রীর সমস্ত উন্নয়ন পরিকল্পনার বাস্তবে রূপদান করে দেশের উন্নয়ন যে' সামিল হওয়া। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রীর লক্ষ্য হলো ভারতকে স্বচ্ছ ভারতে পরিণত করা। সেই লক্ষ্যে সারা দেশে প্রধানমন্ত্রী স্বচ্ছ পাকা শৌচালয় নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মহিলা স্বশক্তিকরণের উদ্দেশ্যে দেশে মহিলা স্বনির্ভর দল গঠনের উপর প্রধানমন্ত্রী গুরুত্বারোপ করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী সবাইকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজির পথ অনুসরণ করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, কোনও কাজই ছোট নয়। সবকাজই নিষ্ঠা ও আত্মবিশ্বাসের সাথে করতে পারলে জীবনে সাফল্যের শিখরে পৌঁছানো যায়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজির মতো রাষ্ট্রপ্রধান তার উজ্জল দৃষ্টান্ত। তিনি বলেন, শুধু উচ্চশিক্ষা নেওয়াই শিক্ষার লক্ষ্য নয়। শিক্ষা হবে জীবন গঠনের। গ্রামীণ মানুষের উন্নয়নে যে শিক্ষা মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে পারবে সেই শিক্ষাই হবে প্রক'ত শিক্ষা। তিনি এন আই টি আগরতলার আরও অগ্রগতি কামনা করে বলেন, এন আই টি আগরতলা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে স্বনির্ভরতার সঠিক দিশা দেখানোর এক প্রতিষ্ঠান।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক বলেন, এই শপিং কমপ্লেক্সের উদ্বোধনের ফলে এই এলাকার ৭৩টি পরিবার আত্মনির্ভর হওয়ার রাস্তা খুঁজে পেয়েছে। এই আত্মনির্ভর দিশা দেখিয়েছে এন আই টি আগরতলা। এজন্য তিনিও এন আই টি আগরতলা কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানিয়ে সকলকে এই কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে রাজ্যের উন্নয়নে সামিল হওয়ার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন এন আই টি আগরতলার অধিকর্তা এইচ কে শর্মা। অনুষ্ঠানে ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন এন আই টি-র ডিন অজয় চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানের শুরুতে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব ও সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক অ্যামেনিটি সেন্টারটি পরিদর্শন করেন এবং সেখানকার ব্যবসায়ীদের সাথে কথা বলে তাদের বিভিন্ন সুবিধা অসুবিধার খোঁজখবর নেন।

আসে গন্ডাছড়ার পুলিশ

আটের পাতার পর

বাহিনী। যখন জঙ্গি গোষ্ঠীরা সুবল দেবনাথদের ছেড়ে দিয়ে যায় তখন তারা মহা বিপদে পড়ে যান। কারণ অজানা রাস্তা, কোথায় যাবে কি করে যাবে সুবলের মাথায় এই প্রশ্ন ঘুরপাক খেতে থাকে এবং দুই কিলোমিটার সামনেই নাকি বাংলাদেশের বি ডি আর ক্যাম্প। বাংলাদেশের বিডিআর ক্যাম্প এ গিয়ে উঠলে তারা আটকে ফেলবে। তাই তারা ভয়ে নদীতে নদীতে হাঁটতে থাকেন। নদী পথে হাটতে হাটতে গিয়ে গভীর জঙ্গলের মধ্যে বাংলাদেশের দুজন চাকমা নাগরিকের দেখা পান। তখন অপহৃত ৩ জন তাদের সমস্যার কথা খুলে বলেন এবং তাদেরকে বিএসএফ ক্যাম্পে পর্যন্ত নিয়ে যাবার জন্য সাহায্য প্রার্থনা করেন বিনিময়ে যত টাকা লাগবে তারা দেবেন। সুবল দেবনাথদের কথা শুনে মন গলে যায় দুই চাকমা নাগরিকের। তারা নদীপথে অপহৃত তিন জনকে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বুধবার সন্ধ্যা বেলা ভারত সীমান্তের কাছাকাছি গন্ডাছড়া দলপতি বিএসএফ ক্যাম্পে পৌঁছে দেন। গন্ডাছড়া বিএসএফ ক্যাম্পে অপহৃত তিন জনকে যত্ন সহকারে তাদের খাবার দাবারের ব্যাবস্থা করেন। এরপর অপহৃত ৩ জনকে গন্ডাছড়া পুলিশ স্টেশনে দিয়ে দেন বিএসএফ আধিকারিকরা।এরপর বুধবার রাত্রি ২ ঘটিকায় গন্ডাছড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক এর নেতৃত্বে অপহৃত সুবল দেবনাথ দক্ষিণ চড়িলাম নিজ বাড়িতে নিয়ে আসেন। এবং সুবল দেবনাথ ১৭ দিনের জঙ্গি ডেরার সমস্ত ঘটনাগুলো পরিস্কার ভাবে তুলে ধরেন।কিন্তু সুবল দেবনাথ এর কোম্পানির মালিক এবং উগ্রপন্থীদের সঙ্গে টাকা লেনদেন হয়েছে কিনা সেই বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে সুবল দেবনাথ বলেন আমরা সে বিষয়ে জানি না। আমাদেরকে মুক্তি দিয়েছে আমরা পরিবারের কাছে ফিরে আসতে পেরেছি এতেই আমরা খুশি। তবে সুবল দেবনাথ জানিয়েছেন আর গন্ডাছড়ায় কাজ করতে যাবেন না। ১৭দিন ধরে সুবল এর জন্য পথ চেয়ে বসে ছিল দুই অবুঝ শিশু সান্তনু এবং স্মিতা। বাবা ঘরে ফিরে আসায় দুই অবুঝ শিশুর চোখেমুখে হাসির ফোয়ারা। দুই অবুঝ শিশুর কান্না মোমের মতো গলে দিল এনএলএফটি জঙ্গিদের হৃদয়। সুবল দেবনাথ বাড়িতে ফিরে আসায় গ্রামের মানুষ আনন্দে আত্মহারা। নতুন জীবন ফিরে পেয়েছে সুবল দেবনাথ। তাই সকালে সুবলের স্ত্রী শীব মন্দিরে গিয়ে ১০৮ টি মোমবাতি জ্বালিয়ে পুজো দিয়ে আসে। এককথায় সুবল ঘরে ফিরে আসায় সুবলের পরিবারে প্রাণের স্পন্দন ফিরে এসেছে। কথাবার্তা খাওয়া-ঘুম বন্ধ হয়ে গিয়েছিল পরিবারের সদস্যদের। রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়েছে সুবল দেবনাথ এবং তার পরিবার।

াঙ্গন

মোহামেডানকে উড়িয়ে শুরু আবাহনীর

প্রথমার্ধের শেষ দিকে চার মিনিটের মধ্যে দুবার জালে বল পাঠিয়ে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিল আবাহনী। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের বিপক্ষে দ্বিতীয়ার্ধেও আধিপত্য ধরে রেখে ফেডারেশন কাপের শুরুটা রাঙাল মারিও লেমোসের দল।বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে বৃহস্পতিবার ‘ডি’ গ্রুপের ম্যাচে ৩-০ ব্যবধানে জিতেছে প্রতিযোগিতাটির রেকর্ড ১১ বারের চ্যাম্পিয়নরা। মাসিহ সাইঘানির গোলে দলটি এগিয়ে যাওয়ার পর জোড়া গোল করেন জুয়েল রানা।মোহামেডানের বিপক্ষে এ নিয়ে টানা দ্বিতীয় জয় পেল লেমোসের দল। বাতিল হয়ে যাওয়া গত লিগে একই ব্যবধানে জিতেছিল আবাহনী। আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণে জমে ওঠা ম্যাচের শুরুর দিকে গোলরক্ষককে পরীক্ষা নিতে পারছিল না কেউই। ২৬তম মিনিটে আবাহনীর রায়হান হাসানের ‘ট্রেডমার্ক’ লম্বা থ্রোয়ে হাইতির ফরোয়ার্ড কেরভেন্স ফিলস বেলফোর্টের হেড ক্রসবারের ওপর দিয়ে যায় বাইরে।২৯তম মিনিটে সুলেমান দিয়াবাতের পাসে শাহেদ মিয়া শট নিতে ব্যর্থ হলে সুযোগ নষ্ট হয় মোহামেডানের। দুই মিনিট পর জুয়েলের নিচু ক্রসে বেলফোর্টের শট জমে যায় গোলরক্ষক সুজন হোসেনের গ্লাভসে।প্রথমার্ধের শেষ দিকের দুই গোলে মোহামেডানকে কোণঠাসা করে ফেলে আবাহনী। ৪১তম মিনিটে রায়হানের থ্রোয়ে আফগানিস্তানের ডিফেন্ডার সাইঘানির হেড জালে জড়ায়। চার মিনিট পর নাবীব নেওয়াজ জীবনের চিপে সাইঘানি বাইসাইকেল কিক নেওয়ার পর হেডে জাল খুঁজে নেন জুয়েল।৫৩তম মিনিটের গোলে মোহামেডানের ঘুরে দাঁড়ানোর পথটা কঠিন হয়ে যায় আরও। বাঁ দিক থেকে রায়হানের থ্রোয়ে বেলফোর্ট মাথা ছোঁয়ানোর পর দূরের পোস্টে থাকা জুয়েল নিখুঁত টোকায় লক্ষ্যভেদ করেন।সময় গড়ানোর সঙ্গে বাড়তে থাকে মোহামেডান সমর্থকদের হতাশা। ৬২তম মিনিটে সোহানুর রহমানের শট পোস্টের বাইরে যায়। বাকিটা সময়ে মোহামেডান পারেনি ঘুরে দাঁড়াতে; বড় হার দিয়ে গ্রুপ পর্ব শুরু করল প্রতিযোগিতার ১০বারের চ্যাম্পিয়নরা।দিনের অন্য ম্যাচে ‘এ’ গ্রুপে পুলিশ এফসির বিপক্ষে ১-০ গোলে জিতে শুভসূচনা করেছে প্রতিযোগিতার ২০১২ সালের চ্যাম্পিয়ন শেখ রাসেল ক্রীড়া চক্র।ঘরোয়া ফুটবলের দুই পরাশক্তির ম্যাচ উপলক্ষে গ্যালারিতে কিছু দর্শক এসেছিল। করোনাভাইরাসের সংক্রমণ এড়াতে নিরাপদ দূরত্বে বসার নিয়ম তেমন একটা মানতে দেখা যায়নি তাদের মধ্যে।

ফিরে দেখা ২০২০ : ক্রীড়া ক্ষেত্রের সেরা টুর্নামেন্ট

নয়াদিল্লি, ২৪ ডিসেম্বর (হি. স.):করোনা আবহে এবার দীর্ঘদিন ছিল বন্ধ খেলাধুলা। অবশ্য কয়েক মাস পর খেলাধুলা শুরু হলেও দর্শকের প্রবেশ নিষিদ্ধ রাখা হয়। ভারত—অস্ট্রেলিয়া সিরিজে আবার দর্শকের প্রবেশাধিকার সীমিত রাখা হয়েছে। চলুন দেখে নেওয়া যাক করোনা আবহে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য খেলার ঘটনা ঘটল।

অস্ট্রেলিয়ান ওপেন : চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন অনুষ্ঠিত হয়। অষ্টমবার অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জয় করেন সার্বিয়ার টেনিস তারকা নোভাক জোকোভিচ। এবছর ফাইনালে তিনি টেনিস তারকা ডোমিনিক থিয়েমকে পরাস্ত করেন। টেনিস ইতিহাসে জোকোভিচই প্রথম খেলোয়াড় যিনি আটবার অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জয় করেন। এই নিয়ে পরপর তৃতীয়বার গ্র্যান্ড স্লাম থেকে ছিটকে গেলেন থিয়েম। অন্যদিকে জোকোভিচের দখলে ইতিমধ্যেই ১৬টি গ্র্যান্ড স্লাম খেতাব রয়েছে।

ব্রিটেন প্রিমিয়ার লিগ : ”প্রথম” বার ব্রিটেন প্রিমিয়ার লিগ জয় করল লিভারপুল। ঝুলিতে বহু ট্রফি থাকা লিভারপুল বিগত ৩০ বছরে এই প্রথমবার তারা প্রিমিয়ার লিগ মরশুম জয় করল। আর সেই জয়ের সাক্ষী থাকল সাল ২০২০। চেলসির কাছে হেরে যায় ম্যানচেস্টার সিটি। অন্যদিকে ক্রিস্টাল প্যালেসের বিরুদ্ধে ৪-০ গোলে সহজ জয় পায় লিভারপুল। আর তারপরেই খেতাব জয়ের পথে আর কোনও বাধা থাকে না।

বুন্দেশলিগা : করোনা ভাইরাসের কারণে যখন বেশিরভাগ ফুটবল লিগই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, ঠিক সেইসময় বুন্দেশলিগা যথেষ্ট জনপ্রিয়ভাবেই এগিয়ে যাচ্ছিল। জার্মানির এই ফুটবল লিগ খেলা চালিয়ে যাওয়ার কারণে গোটা বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এই লিগের শুরুটা একেবারেই ভালো করেনি বেয়ার্ন মিউনিখ। কিন্তু, লিগ যত সামনের দিকে এগিয়েছে, ততই বেয়ার্নের খেলা আরও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। এরপর শেষের দিকে টানা ৯টি ম্যাচে জয়লাভ করে এই লিগ নিজেদের পকেটে পুরে নেয় বেয়ার্ন।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগ: করোনা আবহে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফের শুরু হলেও আর হোম অ্যান্ড ভিত্তিতে নয়। নক আউটে একটি করে ম্যাচই হয়েছে। কোয়ার্টার ফাইনালে বেয়ার্ন মিউনিখ ৮—২ ব্যবধানে হারায় বার্সিলোনাকে। যা বার্সার ইতিহাসে অন্যতম বড় লজ্জা। মেসি পুরো ব্যর্থ হন। এই ম্যাচ হারের পরেই মেসির সঙ্গে ক্লাব কর্তাদের বিরোধ তুঙ্গে ওঠে। যদিও আপাতত সমস্যা মিটলেও তা পুরো কাটেনি। আগামী মরশুমে দল ছাড়তে পারেন মেসি। এছাড়া বিদেশের বিভিন্ন লিগের খেলাও কোনওমতে শেষ করা হয়।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে ধোনির অবসর : এবছরই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর গ্রহণ করেন ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনি। ১৫ অগাস্ট সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা নাগাদ তিনি নিজের এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন। মাহির নেতৃত্বেই ভারত দু”বার ক্রিকেট বিশ্বকাপ জয় করেছে। ২০০১ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় আয়োজিত টি-২০ বিশ্বকাপ এবং ২০১১ সালে আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ। তবে ২০১৯ ক্রিকেট বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে ভারত পরাস্ত হওয়ার পর তাঁকে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে আর সেভাবে দেখতে পাওয়া যায়নি। এবছর আইপিএল টুর্নামেন্টে ধোনিকে খেলতে দেখা গেলেও তাঁর দল পয়েন্ট টেবিলে সবার নিচে থাকে। সেইসঙ্গে টুর্নামেন্ট থেকেও সবার আগে বিদায় নেয়।

আইএসএল চ্যাম্পিয়ন এটিকে: ১৪ মার্চ, ২০২০। গোয়ার ফতোদরা স্টেডিয়ামে এটিকে ৩—১ ব্যবধানে হারায় চেন্নাইয়িন এফসিকে। শুরু থেকেই আধিপত্য ছিল এটিকে---র। একপেশে হয় ফাইনাল। দেশে তখন করোনার প্রকোপ শুরু হয়ে গেছে। তাই দর্শক শূন্য ছিল স্টেডিয়াম।

আইপিএল চ্যাম্পিয়ন মুম্বই ইন্ডিয়ান্স: অনিশ্চিত ছিল আইপিএল। শেষমেশ ভারতীয় বোর্ড ও সৌরভ গাঙ্গুলির প্রচেষ্টায় আইপিএলের আসর বসে সংযুক্ত আরব আমিরশাহীতে। সব ম্যাচই হয় দর্শকশূন্য অবস্থায়। দুর্দান্ত টিমগেমে এবারও বাজিমাত করে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। ফাইনালে একপেশে ম্যাচে দিল্লি ক্যাপিটালসকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় রোহিত শর্মার দল। রেকর্ড পাঁচবার খেতাব জয় করে তারা।

ভারতীয় দলের অস্ট্রেলিয়া সফর: করোনা আবহে ভারতের প্রথম পূর্ণাঙ্গ সফর। ক্যাঙারুর দেশে একদিনের সিরিজ হারলেও, টি—২০ সিরিজে দুর্দান্ত কামব্যাক করে টিম ইন্ডিয়া। এক ম্যাচ বাকি থাকতেই সিরিজ জিতে নেন বিরাট কোহলিরা। কিন্তু টেস্ট সিরিজের শুরুতেই মুখ থুবড়ে পড়েছে দল। অ্যাডিলেডে দিন---রাতের গোলাপি টেস্টে দ্বিতীয় ইনিংসে ৩৬ রানে শেষ হয়ে যায় ভারত। যা টেস্টের ইতিহাসে এক ইনিংসে ভারতের সর্বনিম্ন স্কোর।

আইএফএ শিল্ড: করোনা আবহে কলকাতায় প্রথম ফুটবল টুর্নামেন্ট। শতাব্দীপ্রাচীন টুর্নামেন্ট হয় বায়ো বাবলে। ফাইনালে জর্জ টেলিগ্রাফকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় রিয়েল কাশ্মীর।

সিএবি টি---২০ লিগ: করোনা আবহে কলকাতায় প্রথম ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। সিএবি—র এই লিগে ইডেনে ফাইনালে মোহনবাগানকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় তপন মেমোরিয়াল।

আইএসএল ২০২০—২১: ফের আইএসএল শুরু হয়েছে। সবচেয়ে তাৎপর্যের মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের আইএসএলে যোগদান। এটিকে---র সঙ্গে সংযুক্তিকরণের পর হয়েছে এটিকে—মোহনবাগান। আর শ্রী সিমেন্ট সংস্থাকে ইনভেস্টর হিসেবে পেয়ে লাল---হলুদের নতুন নাম হয়েছে এসসি ইস্টবেঙ্গল। হিন্দুস্থান সমাচার /

‘মোহামেডানকে হারানোর স্বাদই আলাদা’

চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে উড়িয়ে দেওয়ার আনন্দে ভাসছেন মারিও লেমোস। ম্যাচ শেষের প্রতিক্রিয়ায় আবাহনী লিমিটেডের কোচ জানালেন ভিন্ন স্বাদ অনুভব করার কথা। হারের হতাশা ভুলে পরের ম্যাচে ঘুরে দাঁড়ানোর প্রতিশ্রুতি দিলেন মোহামেডান কোচ শন লেন।বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে বৃহস্পতিবার ‘ডি’ গ্রুপের ম্যাচে ৩-০ গোলে জিতেছে প্রতিযোগিতাটির রেকর্ড ১১বারের চ্যাম্পিয়নরা।৪১তম মিনিটে মাসিহ সাইঘানির হেডে দলকে এগিয়ে নেওয়ার চার মিনিট পর হেডে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন জুয়েল রানা। ৫৩তম মিনিটে রায়হানের থ্রোয়ে বেলফোর্ট মাথা ছোঁয়ানোর পর দূরের পোস্টে থাকা জুয়েল নিখুঁত টোকায় ব্যবধান আরও বাড়ান।একে তো দাপুটে জয়, তার উপর প্রতিপক্ষ মোহামেডান, সংবাদ সম্মেলনে উচ্ছ্বাস আড়াল করেননি আবাহনী কোচ। আলাদাভাবে প্রশংসায় ভাসালেন সাইঘানি ও জুয়েলেরও।“মোহামেডানকে হারানোর স্বাদ অন্যরকম। কেননা, তারা আবাহনীর চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী। পৃথিবীর সব জায়গায় ডার্বি ম্যাচের গুরুত্ব অন্যরকম।”“দল ভালো খেলেছে। সেট পিস থেকে গোল এসেছে। এটা ভালো দিক। আমরা সুযোগ পেয়ে গোল করেছি। মাসিহ অনেক ভালো খেলেছে। জুয়েলসহ অন্যরাও নিজেদের খেলাটা খেলতে পেরেছে।”হতাশ মোহামেডান কোচ শন লেন জানালেন সেট পিস গড়ে দিয়েছে পার্থক্য।“ওরা সেট পিস থেকে গোল করেছে। সেট পিসই ম্যাচের গতি পরিবর্তন করে দিয়েছে। এছাড়া আমার দল খারাপ করেনি। আশা করছি, পরের ম্যাচ জিতে নক আউট পর্বে যেতে পারব।”

বরখাস্ত পিএসজি কোচ টুখেল

বড়দিনের ছুটির আগে দলকে দুর্দান্ত এক জয় এনে দিয়েও চাকরি হারাতে হলো পিএসজির কোচ টমাস টুখেলকে।লিগ ওয়ানে ঘরের মাঠে বুধবার রাতে স্ত্রাসবুরকে ৪-০ গোলে উড়িয়ে দেয় পিএসজি। পরদিন জার্মান কোচ টুখেলের সঙ্গে দলটি চুক্তি বাতিল করেছে বলে জানায় জার্মান পত্রিকা বিল্ড ও ফরাসি পত্রিকা লেকিপে।পরে বিবিসিও তাদের প্রতিবেদনে খবরটি জানায়। তবে লিগ ওয়ান চ্যাম্পিয়নদের পক্ষ থেকে এখনও এ বিষয়ে কিছু জানানো হয়নি।লিগ শিরোপা ধরে রাখার অভিযানে পিএসজির সময়টা অবশ্য ভালো যাচ্ছে না। শেষ সাত ম্যাচের মধ্যে তারা জিতেছে কেবল তিনটি, দুটি করে ড্র ও হার। ১৭ ম্যাচে ১১ জয় ও দুই ড্রয়ে ৩৫ পয়েন্ট নিয়ে নেমে গেছে তিন নম্বরে।আর চ্যাম্পিয়ন্স লিগে প্রথম তিন রাউন্ডে দুইবার হারের স্বাদ পাওয়া পিএসজি নকআউট পর্ব নিশ্চিত করে গ্রুপ পর্বের শেষ দিনে। শেষ ম্যাচে অবশ্য ইস্তানবুল বাসাকসেহিরকে উড়িয়ে ‘এইচ’ গ্রুপের সেরা হয়েই পরের রাউন্ডে পা দেয় গতবারের বানার্স আপরা।তবে পারফরম্যান্সের ওঠানামার জেরেই চুক্তির মেয়াদ ছয় মাস বাকি থাকতে বরখাস্ত হতে হলো টুখেলকে। ২০১৮ সালের মে মাসে প্যারিসের দলটির দায়িত্ব নেওয়ার পর দুটি করে লিগ ওয়ান, ফরাসি কাপ ও ফরাসি লিগ কাপের শিরোপা জেতেন তিনি।গত মৌসুমে প্রথমবারের মতো চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালে উঠে বায়ার্ন মিউনিখের বিপক্ষে হেরে স্বপ্ন ভাঙে পিএসজির। টটেনহ্যাম হটস্পারের সাবেক কোচ মাওরিসিও পচেত্তিনোকে পিএসজির দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে বলে গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে।

ভারতীয় ক্রিকেটের নির্বাচক কমিটির চেয়ারম্যান করা হল চেতন শর্মাকে

মুম্বই, ২৪ ডিসেম্বর (হি. স.): ভারতীয় ক্রিকেটের জাতীয় নির্বাচক কমিটির চেয়ারম্যান করা হল প্রাক্তন খ্যাতনামা পেসার চেতন শর্মাকে। বৃহস্পতিবার ভারতীয় ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিসিসিআইয়ের তরফ থেকে এ কথা জানানো হয়েছে।

এদিন বিসিসিআইয়ের অ্যাডভাইজরি কমিটি বৈঠকে বসে। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন ক্রিকেটার মদন লাল, রুদ্র প্রতাপ সিং, সুলক্ষণা নায়েক। সেখানে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বিসিসিআইয়ের তরফ থেকে জারি করা বিবৃতিতে আরও জানানো হয়েছে যে পুরুষদের নির্বাচক কমিটির সদস্য হিসেবে আরও দুই প্রাক্তন ক্রিকেটার কে বেছে নেওয়া হয়েছে। তারা হলেন অময় কুরুভিল্লা, দেবাশীষ মহান্তি। হিন্দুস্থান সমাচার / শুভঙ্কর / কাকলি

PNIe-T No. 22/EE/DWS/KD/2020-21 Dt. 18/12/2020

(1) DNIe-T No_99/EE/DWS/KD/2020-21
(2) DNIe-T No_100/EE/DWS/KD/2020-21
(3) DNIe-T No_241/EE/DWS/KD/2020-21
(4) DNIe-T No_242/EE/DWS/KD/2020-21
(5) DNIe-T No_111/EE/DWS/KD/2020-21
(6) DNIe-T No_112/EE/DWS/KD/2020-21
(7) DNIe-T No_113/EE/DWS/KD/2020-21
(8) DNIe-T No_131/EE/DWS/KD/2020-21
(9) DNIe-T No_132/EE/DWS/KD/2020-21
(10) DNIe-T No_133/EE/DWS/KD/2020-21
(11) DNIe-T No_134/EE/DWS/KD/2020-21
(12) DNIe-T No_135/EE/DWS/KD/2020-21
(13) DNIe-T No_136/EE/DWS/KD/2020-21
(14) DNIe-T No_137/EE/DWS/KD/2020-21
(15) DNIe-T No_138/EE/DWS/KD/2020-21
(16) DNIe-T No_139/EE/DWS/KD/2020-21
(17) DNIe-T No_101/EE/DWS/KD/2020-21
(18) DNIe-T No_108/EE/DWS/KD/2020-21
(19) DNIe-T No_109/EE/DWS/KD/2020-21
(20) DNIe-T No_110/EE/iiW,S/KD/2020-21
(21) DNIe-T No_70/EE/DWS/K02019-20 (2nd call)

Period of downloading of biding documents at :- 24/12/2020 to 11/01/2021
Deadline for online Bidding :- 11/01/2021 up to 15.00 Hours
Date & Time of opening Bid :- 13/01/2021 up to 12.00 Hours
Place of opening of Bid(s) :-O/o the Executive Engineer, DWS Division, Kumarghat
For details please contact to the office of the undersigned.
For details please visit:- www.tripuratenders.gov.in

FOR AND ON BEHALF OF THE GOVERNOR OF TRIPURA

ICA/C/2559/20

**Executive Engineer,
DWS Division, Kumarghat,
Unakoti Tripura.**

PRESS NOTICE INVITING e TENDER No:-17/E0/TRRDA/ 2020-21 date: 21/12/2020

PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJANA

The Empoweted Officer, Tripura RRDA on behalf of Governor of Tripura invites the percentage the bids in electronic tendering system for construction of road under Pradhan Mantri Giam sadak Yojana in the district of **Dhalai for 1 number of package** with estimated cost totalling to Rs.342.40 Lakh including performance based maintenance for five years from the eligible contractor of appropriate elass registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/ Railway / Other State PWD / Central & State Public Sector undertakings.
Date of release of Invitation for Bids through e-procurement: 21/12/2020 (dd/mm/yyyy)
Last Date/ Time for receipt of bids through e-procurement: 1 11/01/2021 upto 1500 HRS.
For further details please log on to **www.pmgsytenderstrp.gov.in**

ICA/C/2562/20

**Empowered Officer, Tripura RRDA
7th Block, 2nd Floor,
Secretariat Building, Agartala**

Tripura State AIDS Control Society

No.F3 (5-- 2)/PROC/IEC/TSACS/2020-21

December, 23/2020

Short Notice Inviting Quotation

Sealed Quotation in two (2) bid system is hereby invited by the Project Director, Tripura State AIDS Control Society, Agartala, Tripura from the resourceful and reliable experienced Agencies/ Owners for their authorized agencies to supply **Umbrella (Ladies)** which will have a massage related to HIV-AIDS

The Detail information, terms & conditions and description, specification etc. may be collected from the office of the undersigned (from Procurement section) on any working day between 11 a.m. to 4 p.m. of 6th January 2021 and the same can be downloaded from the website health.tripura.gov.in . The last date of receiving quotation is up to 4-00 p.m. of **7th January, 2021** and will be opened on next working day at 3 pm if possible.

**(Dr. P.K. Majumder)
Project Director
Tripura State AIDS Control Society,
Agartala:Tripura.**

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকার শূন্যপদ পূরণ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা কালাছড়া আর.ডি. ব্লকের অন্তর্ভুক্ত নিম্নে উল্লেখিত এলাকার সমস্ত জনগণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, সেহা নং ঃ ১(৩)/সি.ডি.পি.ও/কদমতলা/২০১৭/৯৭১(২৯), তারিখ ঃ ১২/১১/২০১৯ ইং মূলে যে সকল অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী এবং অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকার শূন্যপদ পূরণের জন্য আবেদনপত্র আহ্বান করা হইয়াছিল সেইসকল শূন্যপদের জন্য যাহারা ১২/১১/২০১৯ থেকে ৩০/১১/২০২০ তারিখের মধ্যে আবেদন করিয়াছিলেন তাহাদের অতিরিক্ত যদি আরও আবেদনকারী ঐ শূন্যপদগুলির জন্য আবেদন করিতে ইচ্ছুক থাকেন তাহা হইলে নিম্নোক্ত সময়সীমার মধ্যে আবেদন করিতে পারিবেন।

উপরন্তু সেহা নং ঃ ১(৩) সি.ডি.পি.ও/কদমতলা/২০১৭/৯৭১(২৯), তারিখ ঃ ১২/১১/২০১৯ ইং এর বর্দ্ধিত সংযোজন হিসেবে নিম্নোক্ত তালিকায় লিপিবদ্ধ ৩টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীর ১টি এবং অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকার ২টি শূন্যপদ অতিসত্তর পূরণের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র যে পাড়া এলাকায় অবস্থিত কেবলমাত্র সেই পাড়া এলাকার অন্তর্গত যোগ্য মহিলা প্রার্থীর নিকট হইতে আবেদনপত্র আহ্বান করা যাইতেছে।

ক্রমিক নং	ব্লক	গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম/এ.ডি.সি ভিলেজের নাম	অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের নাম (যে কেন্দ্রের শূন্যপদ পূরণের জন্য আবেদনপত্র আহ্বান করা যাইতেছে)	অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীর শূন্যপদ	অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকার শূন্যপদ
১	কালাছড়া	আলগাপুর	শুকনাছড়ার পার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র	১	নাই
২	কালাছড়া	ওয়েস্ট ইছাইলালছড়া	ওয়েস্ট ইছাইলালছড়া নং ১ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র	নাই	১
৩	কালাছড়া	শনিছড়া	শনিছড়া নং ১ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র	নাই	১
				০১	০২

আবেদনপত্র কদমতলা নিবিড় শিশু উন্নয়ন প্রকল্প আধিকারিকের কার্যালয়ে আগামী **১৫/০১/২০২১ইং** তারিখের মধ্যে অফিস চলাকালীন সময়ের ভেতর অবশ্যই সরাসরি জমা দিতে হইবে। সাক্ষাৎকার (Interview) গ্রহণ এবং নিয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের নিয়োগনীতির প্রচলিত বিধি অনুযায়ী প্রযোজ্য সকল পদ্ধতি নীতি অনুসরণ করা হইবে। বিস্তারিত জানার জন্য কদমতলা সি.ডি.পি.ও অফিসে আবেদনকারীরা যোগাযোগ করিতে পারেন।

**স্বাক্ষর
(অয়ন ভৌমিক)
শিশু উন্নয়ন প্রকল্প আধিকারিক
কদমতলা সুসংহত শিশু উন্নয়ন সেবা প্রকল্প
কদমতলা, উত্তর ত্রিপুরা**

ICA-D-1136/20

SCERT, TRIPURA
Notification

No.F.40(4-55)-PSTC/Admin/SCERT/2019/1509 **dated, Agartala, the 24/12/2020.**

It is for information of all the candidates applied for admission in 2- year D.El.Ed (pre-service) course for academic session 2020 -22 that the 4th round admission of the eligible candidates of UR & SC category and a spot round of admission of the eligible candidates of ST category will be conducted on 29.12,2020 in the seminar hall of SCERT, Tripura against admissible 70 nos. vacant seats (out of total 71 vacant seats)in the light of the Notification No.F.40(4-55)-PSTC/Admin/SCERT/2019/673, dated 07/08/2020.
Accordingly, (a) On the basis of merit rank the following listed candidates against **UR category & SC category** are hereby asked to remain present in the 4th round of admission process by reporting themselves **at Seminar hall of SCERT on 29.12.2020 during 11.00 a.m to 01:00 p.m** The reporting time will be closed after 01:00 p.m and accordingly no candidates will be allowed for reporting after 01:00 p.m of **29.12.2020** for appearing in the admission process.

UR Category			SC Category		
Merit Rank	User Id/ Registration No.	Name	Merit Rank	User Id/ Registration No.	Name
356	200813002932	Papi Ghosh	555	200825004551	Ripan Namasudra
361	200822004199	Namita Debnath	594	200812002746	Palash Bhowmik
387	200814003236	Sarajita Debnath	598	200812002744	Durga Das
388	200818003779	Priyanka Debnath	602	200813002957	Anupam Das
389	200813002983	Aklima Aktar	606	200814003210	Tanushree Das
390	200826004668	Puja Deb	626	200816003484	Sima Das
391	200817003642	Anamika Nandi	635	200814003154	Ruma Sarkar
392	200817003579	Brili Saha	636	200813003033	Sarmistha Nama
394	200816003504	Narmita Pal	637	200824004371	Barsha Das
396	200825004554	Dhanapati Sen	639	200814003093	Popi Das
399	200813002823	Sutapa Debnath	643	200812002589	Kamal Das
400	200812002570	Rahima Begam	648	200814003203	Sampa Nama
402	200818003683	Rahul Laskar	649	200826004689	Sudipa Nama
403	200818003725	Firuja Begam	651	200817003595	Shiuli Namasudra
404	200814003230	Bikash Baidya	653	200812002636	Anupama Mahishya Das
406	200816003530	Prabir Debnath	654	200814003222	Kanika Das
407	200813002893	Prasenjit Paul	661	200819003878	Bhabatosh Das
408	200814003205	Kalpita Malla	670	200812002680	Akash Dhupi
409	200815003318	Puja Roy	672	200819003903	Raju Sarkar
411	200824004359	Trikta Chakraborty	673	200825004611	Prantik Malakar
412	200812002721	Sumana Debi			
413	200814003272	Arpita Debnath			
414	200816003444	Snigdha Saha			
419	200825004505	Snigdha Sur			
421	200811002476	Nirupama Baidya			
422	200819003861	Rituparna Deb			
423	200818003721	Naruttam Deb			
424	200814003101	Manidipa Roy			
425	200813002925	Samir Dey			
426	200817003610	Puja Debnath			

No. of admissible UR vacant seats =9 and No. of SC vacant seats =5

(b) All interested eligible ST category **candidates** having merit rank in between (1 to 1056) who did not yet get admission inspite of being enlisted in 1st & 2nd round allotment of seats, are hereby asked to remain present in the **Spot round of admission process** by reporting themselves **at Seminar hall of SCERT on 29.12.2020 during 11.00 a.m to 04:00 p.m** The reporting time will be closed after 04:00 p.m and accordingly no candidates is to be allowed for reporting after 04:00 p.m of **29.12.2020** for appearing in the admission process.

ICA-D-1142/20

**Sd/- (Saju Vaheed, IAS)
Director, SCERT
Tripura**

জাগরণ 25 December, 2020, Friday আগরতলা ২৫ ডিসেম্বর, ২০২০ ইং, ■ ৯ পৌষ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

নতুন ধরনের করোনা সংক্রমণের মধ্যেও পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুযায়ী ভারতে আসবেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৪ ডিসেম্বর (হি. স.)।। ইংল্যান্ডে নতুন ধরনের করোনা সংক্রমণের জেরবার অবস্থা। সেদেশে প্রশাসনের তরফ থেকে মেনে নেওয়া হয়েছে এই ধরনের করোনা সংক্রমণ দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ছে। এমন পরিস্থিতিতে অস্থায়ীভাবে অসামরিক যাত্রীবাহী বিমান পরিষেবা বাতিল করে দেওয়া হয়েছে ইংল্যান্ডের সঙ্গে। কিন্তু ২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবসে প্রধান অতিথি হিসেবে ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসনের আগমন নিয়ে কোন রকমের অনিশ্চয়তার নেই। পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুযায়ী তিনি ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে প্রধান অতিথি হিসেবে আসবেন।

বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র অনুরাগ শ্রীবাস্তব জানিয়েছেন, প্রজাতন্ত্র দিবসে উপস্থিত থাকার জন্য ইতিমধ্যেই ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। তিনি যে ভারতে আসছেন সে বিষয়ে আগেই নিশ্চয়তা জানিয়েছেন ইংল্যান্ডের বিদেশমন্ত্রী ডোমিকন রাব। এদিন বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র জানিয়েছেন, বন্দে ভারত প্রকল্পের অনুযায়ী বিদেশ থেকে আটকে পড়া ভারতীয়দের আনার যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল তা ইংল্যান্ডের জন্য বাতিল করে দেওয়া হয়েছে।

দিব্যাঙ্গদের মধ্যে চলন সামগ্রী বিতরণ বিশালগড়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ ডিসেম্বর।। অভয় মিশনের উদ্যোগে বিশালগড় এ দিব্যাঙ্গ দের মধ্যে চলন সামগ্রী প্রদান করা হয়েছে। এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা। এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সিপাহী জলা জেলার জেলা সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস বলেন সমাজের অঙ্গ। তাদেরকে কোন ভাবেই অবহেলা করা চলবে না। দিব্যাঙ্গরা করুণার পাত্র নয়।তাদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার যেসব প্রকল্প ঘোষণা করেছে সেই সব প্রকল্পের সুবিধা যাতে তারা সঠিকভাবে ভোগ করতে পারেন সেজন্য সকলকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে তিনি আহ্বান জানিয়েছেন।

শান্তিরবাজার ওবিসি মোর্চার রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২৪ ডিসেম্বর।। ৩৬ শান্তির বাজার মন্ডল বিজেপির কার্যালয়ে ওবিসি মোর্চার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় এক রক্তদান শিবির। আগামীকাল ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত অটল বিহারী বাজপেয়ী জির জন্মদিন উপলক্ষ্যে ৩৬ শান্তির বাজার মন্ডল বিজেপির উদ্যোগে বিভিন্ন কর্মসূচী হাতে নেওয়াহয়েছে। এই কর্মসূচী গুলি বিভিন্ন মোর্চার পক্ষথেকে করাহবে। এরমধ্যে মহিলা মোর্চার উদ্যোগে স্বচ্ছ ভারত অভিযান, জনজাতি মোর্চার উদ্যোগে জেলা হাসপাতালে রুগিদের মধ্যে মিষ্টি ও ফল বিতরন, ওবিসি মোর্চার উদ্যোগে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করাহয়েছে। এরমধ্যে আজ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনকে কেন্দ্র করে ওবিসি মোর্চার উদ্যোগে শান্তির বাজার বিজেপির মন্ডল কার্যালয়ে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করাহয়। আজকের এই রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন ওবিসি মোর্চার রাজ্যসভাপতি সমীর রঞ্জন ঘোষ, বিজেপির দক্ষিন জেলার প্রাক্তন সভাপতি বিভিষন চন্দ্র দাস, বগাফা ব্লকের বি এস সি চেয়ারম্যান তথা প্রাক্তন ডেপুটি স্পীকার গৌরিশঙ্কর রিয়াং, ওবিসি মোর্চার দক্ষিন জেলার সভাপতি দুলাল চন্দ্র দেবনাথ, ৩৬ শান্তির বাজার বিজেপির মন্ডল সভাপতি শ্যামলাল দেবনাথ, দক্ষিন জেলার তপশীলি জাতি মোর্চার সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস সহ অন্যান্য নেতৃত্ববৃন্দরা। আজকের এই রক্তদান শিবির ও আগামীকালকের

ছয়ের পাতায় দেখুন

চিত্র সাংবাদিকদের উপর হামলার প্রতিবাদে মৌন বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ ডিসেম্বর।। খয়ের পুরে চিত্র সাবাদিকের ওপর হামলার ঘটনার প্রতিবাদে ত্রিপুরা ফটোজার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার আগরতলা প্রেসক্লাবের সামনে প্রতিবাদ বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হয়। উল্লেখ্য খয়ের পুর রাজনৈতিক হিংসাত্মক কার্যকলাপের সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে আক্রান্ত হন তিনজন চিত্রসাংবাদিক। চিত্রসাংবাদিক দের ওপর হামলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে সাংবাদিকদের বিভিন্ন সংগঠনের তরফ থেকে তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়েছে।এ ব্যাপারে পশ্চিম জেলা পুলিশ সুপারের কাছে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ জানিয়ে অভিযুক্তদের অবিলম্বে গ্রেপ্তারের জোরালো দাবি জানানো হয়।কিন্তু এখনো পর্যন্ত চিত্র সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনায় জড়িত কাউকে গ্রেপ্তার করেনি পুলিশ। তাতে ক্ষোভের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলতে শুরু করেছে।বৃহস্পতিবার ত্রিপুরা ফটো জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আগরতলা প্রেসক্লাবের সামনে প্রতিবাদ বিক্ষোভ কর্মসূচির মধ্য দিয়ে রাজ্য সরকার এবং পুলিশ প্রশাসনকে বার্তা দেওয়া হয়েছে অবিলম্বে চিত্র সাংবাদিকদের উপর হামলার ঘটনায় জড়িতদের গ্রেফতার করা না হলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হতে বাধ্য হবে।বৃহস্পতিবার আগরতলা প্রেস ক্লাবের সামনে আয়োজিত প্রতিবাদ বিক্ষোভ আন্দোলন কর্মসূচিতে বিশিষ্টদের মধ্যে অংশ নেন আগরতলা প্রেসক্লাবের সম্পাদক প্রণব সরকার সহ অন্যরা।প্রতিবাদ বিক্ষোভ আন্দোলন কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে আগরতলা প্রেসক্লাবের সম্পাদক প্রণব সরকার বলেন অতীতে বহুবার রাজ্যে সাংবাদিকরা পেশাগত

ছয়ের পাতায় দেখুন

জাতীয় শিক্ষানীতির মূল উদ্দেশ্য হলো ছাত্রছাত্রীদের কারিগরি শিক্ষায় স্বনির্ভর করে তোলা ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ ডিসেম্বর।। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আজ এন আই টি আগরতলায় মহারাজা বীরবিক্রম অ্যামেনিটি সেন্টারের (শপিং কমপ্লে') উদ্বোধন করেন। রাজ্যের গ্রামউন্নয়ন দপ্তর এন আই টির ৩১১২.৩০ বর্গ মিটার জায়গায় এই কমপ্লে'টি নির্মাণ করেছে। এটি নির্মাণে ৭৬৯.৭৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। এখানে স্টল রয়েছে ৭৩টি। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব আনুষ্ঠানিকভাবে এই অ্যামেনিটি সেন্টারের ফলক উন্মোচন করেন। এ উপলক্ষ্যে এন আই টি আগরতলার বিশ্বেশ্বরাইয়া অডিটোরিয়ামে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, ভোকাল ফর লোকাল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজির এই স্লোগানকে সামনে রেখে আমাদের আত্মনির্ভর ভারত গঠনে যেমন এগিয়ে যেতে হবে, তেমনি আমাদের রাজ্যকেও এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তিনি এই ধরণের একটি শপিং কমপ্লে' নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণের জন্য এন আই টি-কে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, এন আই টি আগরতলা দেশের অন্যান্য ইঁনিয়ারিং প্রতিষ্ঠানগুলির ১০০-র মধ্যে ৭৫ তম র‍্যাঙ্কে স্থান করে নিয়েছে। এটা রাজ্যবাসীকে গর্বিত করেছে। আমিও গর্বিত বোধ করছি।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নয়া জাতীয় শিক্ষানীতির মূল উদ্দেশ্য হলো প্রতিটি ছাত্রছাত্রীকে কারিগরি শিক্ষায় স্বনির্ভর করে তোলা। ছোট বয়স থেকেই তাদেরকে বিভিন্ন কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষা দেওয়া উচিত বলে তিনি মনে করেন।এতে ছোট বয়স থেকেই শিশু স্বনির্ভর হওয়ার স্বপ দেখতে পারবে। তাতে আগামী দিনে আত্মনির্ভর ভারত গড়তেও সেই শিশু মুখ্য ভূমিকা নিতে পারবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আত্মনির্ভর ভারত গঠনের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রাতদিন কাজ করছেন। প্রধানমন্ত্রী দেশের ১৩০ কোটি জনগণকে একসাথে

ছয়ের পাতায় দেখুন

সরকার রাজ্যে জৈব প্রযুক্তিতে চাষাবাদে গুরুত্ব দিয়েছে ঃ উপমুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ ডিসেম্বর।। ত্রিপুরা জনজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদের অন্তর্গত চড়িলাম ব্লকের আমতলী ভিলেজ কাউন্সিলের বর্করবাড়ি গ্রামে আরও একটি বায়োভিলেজ প্রকল্প রূপায়িত হবে। আজ বায়োটেকনোলজি দপ্তর ও ওএনজিসি'র মধ্যে এ বিষয়ে এক মৌ স্বাক্ষরিত হয়। দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের কনফারেন্স হলে আয়োজিত এ উপলক্ষ্যে এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা। তাছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ওএনজিসি'র এসেট ম্যানেজার, বায়োটেকনোলজি দপ্তরের অধিকর্তা, দপ্তরের সিনিয়র সায়েন্টিফিক অফিসার সহ ক'যি, উদ্যান, মৎস্য, খাদি ও গ্রামোদ্যোগ, প্রাণীসম্পদ বিকাশ ও ইইএসএল দপ্তরের আধিকারিকগণ।

বর্করবাড়ি গ্রামে বায়োভিলেজ প্রকল্প নিয়ে মৌ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা বলেন, সরকার রাজ্যে জৈব প্রযুক্তিতে চাষাবাদে গুরুত্ব দিয়েছে। গ্রামীণ এলাকায় বসবাসকারী পরিবারগুলির আর্থসামাজিক মান উন্নয়নেই সরকার এই উদ্যোগ নিয়েছে। অনুষ্ঠানে উপমুখ্যমন্ত্রী তথা বি'ান প্রযুক্তি ও পরিবেশ মন্ত্রী আরও একটি বায়োভিলেজ প্রকল্প চালুর উদ্যোগকে প্রশংসনীয় বলে উল্লেখ করেন। তিনি চড়িলাম ব্লকে এ ধরণের একটি প্রকল্পে ওএনজিসি সহযোগিতা করায় সন্তোষ ব্যক্ত করেন।

উল্লেখ্য, রাজ্যে বায়োটেকনোলজি দপ্তর এবং ওএনজিসি'র আর্থিক সহায়তায় ইতিমধ্যেই তিনটি

ছয়ের পাতায় দেখুন

ছৈলেংটা স্কুলে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ ডিসেম্বর।। ছৈলেংটা দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় এর এনএসএস ইউনিটের উদ্যোগে বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে এক মহতী রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়।এনএসএস ইউনিটের সপ্তাহব্যাপী শিবির শেষে সমাপ্তি অনুষ্ঠানে এই রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়।সপ্তাহব্যাপী এনএসএস ইউনিটের শিবির এবং রক্তদান শিবির উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সহ এলাকার সমাজসেবীরা।রক্তদান শিবিরের বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বলেন রক্তদান মহৎ দান।বিদ্যালয়ের এনএসএস ইউনিট বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে রক্তদান শিবিরের এগিয়ে এসেছে।রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সহ অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশিষ্ট অতিথিবর্গ স্বেচ্ছাসেবীদের প্রশংসা করেন। শিবিরে ২৪ জন স্বেচ্ছাসেবী স্বেচ্ছায় রক্ত দান করেন। আগামী দিনগুলোতেও তারা রক্তদান সহ বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচিতে অংশ নেবে বলে জানিয়েছে।

উদয়পুরে কংগ্রেস সেবাদলের সাংগঠনিক সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৪ ডিসেম্বর।। এডিসি ও পুর পরিষদের নির্বাচন কে সামনে রেখে বৃহস্পতিবার উদয়পুর জামতলা স্থিত জেলা কংগ্রেস ভবনে কংগ্রেস সেবা দলের এক সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এদিন এই সাংগঠনিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সেবাদল এর প্রদেশ সভাপতি নিত্য গোপাল রুদ্র পাল, জেলা কংগ্রেস সভাপতি সৌমিত্র বিশ্বাস, আসাম যুব কংগ্রেসের পর্যবেক্ষেক অভিজিত সরকার, সেবাদল এর উদয়পুরের ইয়ং ব্রিগেড অসীম ভৌমিক। এদিন এই সাংগঠনিক সভায় সেবাদলের কর্মী সমর্থকদের উপস্থিতি ছিলো লক্ষ্যণীয়। এদিন প্রয়াত প্রাক্তন মন্ত্রী মতিলাল ভোরার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক দিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানান উদয়পুর জেলা কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ।

আড়াই বছর ধরে ঠিকেদার টাকা না পাওয়ায় ডেপুটেশন দিলেন বিদ্যুৎ নিগমের এজিএম এর নিকট

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৪ ডিসেম্বর।। বৃহস্পতিবার সিপাহীজলা জেলা টি এস ই সি এল এর সার্কেল অফিস বিশ্রামগঞ্জে ডেপুটেশনে মিলিত হলেন ঠিকাদাররা । সিপাহীজলা জেলার এজিএম হরেকৃষ্ণ দাস এর নিকট টিএস ই সি এল এ ৪০ জন ঠিকেদার তাদের সৌভাগ্য যোজনা ফ্রিতে বিদ্যুৎ কানেকশন দিয়ে ওয়ার্ক অর্ডার এবং বিল না পাওয়ায় আজ ডেপুটেশনে মিলিত হলেন । ঠিকাদাররা জানান ২০১৮/১৯ অর্থবছরের সৌভাগ্য যোজনা ফ্রিতে কানেকশন দেওয়া হয়েছিল ।২০১৮ সালের অগাস্ট মাসে এই সৌভাগ্য যোজনা বিদ্যুৎ কানেকশন ফ্রীতে দেওয়া হয়েছিলো। ওই সময়ে ডিজিএম এসডিও সিনিয়র ম্যানেজার তাদের চাপে পড়ে ১৫ দিনের মধ্যে বিদ্যুৎ কানেকশন দিয়ে দেওয়ার জন্য ঠিকেদার বাবুদের চাপ সৃষ্টি করে । তাদের চাপের মধ্যে সিপাহীজলা জেলায় সৌভাগ্য যোজনা বিদ্যুৎ কানেকশন দিয়ে ঠিকেদার বাবুরা ওয়ার্ক অর্ডার পর্যন্ত পাননি এবং আড়াই বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেল এখনো বিল না পেয়ে আজ সিপাহীজলা জেলার সার্কেল অফিসের এজিএম হরেকৃষ্ণ দাস এর নিকট ১০ দিনের সময় চেয়ে ডেপুটেশনের কপি তুলে দিলেন ন সিপাহীজলা জেলার বিশালগড় ডিভিশন ১ জাম্পুইজালা এবং সোনামুড়া রবীন্দ্রনগর ডিভিশনে মিলে প্রায় ২০,০০০ সৌভাগ্য যোজনা ফ্রিতে কানেকশন দেওয়া হয়েছে । প্রতি কানেকশনে ২৩০০ টাকা করে ধরা ছিল । তারমধ্যে মিটার এবং পিভিসি তার বিদ্যুৎ অফিস থেকে দেওয়া হয়েছিল । সিপাহীজলা জেলার সৌভাগ্য যোজনা কানেকশন দিয়ে তাদের ওয়ার্ক অর্ডার এবং বিল না পাওয়ায় আরো কয়েক জায়গায় ডেপুটেশন দিয়েছেন । ২০১৮ সালের অগাস্ট মাসে বিদ্যুৎ দপ্তর সিএমডি ছিলেন মহানন্দ দেববর্মা থাকাকালীন সৌভাগ্য যোজনা বিদ্যুৎ কানেকশন দেওয়া হয়েছিল । সিপাহীজলা জেলার বিদ্যুৎ দপ্তর এর ৪০ জন ঠিকেদার তারা আজ এজিএম হরেকৃষ্ণ দাস এর নিকট ১০ দিনের সময় চেয়েছে ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছিলেন যদি ১০ দিনের মধ্যে টি এস ই সি এল এর ঠিকেদাররা কোন ধরনের সুরাহা না হয় আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন বলে সাফ জানান। সিপাহীজলা জেলার সার্কেল অফিসে এজিএম হরেকৃষ্ণ দাস সংবাদমাধ্যমকে বলেন বিষয়টাকে নিয়ে উপরের আধিকারিকদের সাথে কথা বলবেন । তাদের ওয়ার্ক অর্ডার এবং বকেয়া টাকা পাওয়ার ক্ষেত্রে সেই বিষয়ে কথা বলবেন ন ঠিকেদার দের বক্তব্য ২০১৮ সালের অগাস্ট মাসে ১৫ দিনের মধ্যে সৌভাগ্য যোজনা ফ্রিতে বিদ্যুৎ কানেকশন দিয়ে দেওয়ার জন্য দপ্তরে আধিকারিকদের চাপ ছিল । অনেক ঠিকেদার টাকা ধারে এনে সৌভাগ্য যোজনা এ ফ্রিতে কানেকশনের কাজ করেছেন । আড়াই বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেল টি এস ই সি এল এর ঠিকেদার বাবুরা অসহায় হয়ে পড়েছেন ন বৃহত্তর আন্দোলনের হুমকি দিয়ে আজ ডেপুটেশনের কপি তুলে দিলেন জেলার সার্কেল অফিসে কর্মরত এজিএম হরে কৃষ্ণ দাসের হাতে ।

আজ বড়দিন। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় আগরতলা থেকে তোলা নিজস্ব চিত্র।

বৃহস্পতিবার কাকভোরে সুবল কে বাড়িতে নিয়ে আসে গন্ডাছড়ার পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম ২৪ ডিসেম্বর।। বৃহস্পতিবার সূর্যোদয়ের আগে অর্থাৎ ভোর পাঁচ ঘটিকায় সুবল দেবনাথকে দক্ষিণ চড়িলাম কামরাজ কলোনি বালুয়াছড়ি এলাকায় তার নিজ বাড়ীতে নিয়ে আসে গন্ডাছড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ডি.আর রিয়াং। গন্ডাছড়া দলপতি বিএসএফ ক্যাম্প হস্তান্তর করে সুবল দেবনাথকে গন্ডাছড়া থানায়। গন্ডাছড়া থানা থেকে সুবল দেবনাথ সহ বাকি দুজনকে মেডিকেল টেস্ট করানো হয়। সম্পূর্ণ সুস্থ রয়েছেন ফিরে আসা ৩ জন। মেডিকেল টেস্ট করানোর পর উদয়পুর গোকুলনগর সুভাষ ভৌমিক এবং দক্ষিণ চড়িলাম গ্রামের সুবল দেবনাথকে নিয়ে গন্ডাছড়া থেকে রাত্রি ২ ঘটিকায় রওনা দেয় গন্ডাছড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ডি. আর রিয়াং। প্রথমে উদয়পুর এর সুভাষ ভৌমিককে তার পরিবারের হাতে দিয়ে এসে সুবল দেবনাথকেও তার পরিবারের হাতে সুস্থ অবস্থায় ফিরিয়ে দিয়ে যান এমনটাই জানিয়েছেন গন্ডাছড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ডি আর রিয়াং। বৃহস্পতিবার কাকভোরে সুবলকে ঘরে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা পরিবারের সবাই। সুবল এর দুই বছরের ছোট্ট শিশু সান্তনুও ঘুম থেকে উঠে বাবাকে কুলে জড়িয়ে ধরে। ১৭ দিন ধরে উগ্রপন্থীদের কাছে বন্দী ছিলেন সুবল দেবনাথ। ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে অনেক ভিতরে জঙ্গলের মধ্যে মুলি বাঁশ বাগানে সুবল দেবনাথ সহ অন্য দুইজনকেও আটক করে রাখে এনএলএফটি জঙ্গিগোষ্ঠী। এমনটাই জানিয়েছেন জঙ্গিদের থেকে মুক্তি পেয়ে সুবল দেবনাথ। দিনে দুবেলা খাবার দিত উগ্রপন্থীরা। কোন রকম অত্যাচার বা নিপীড়ন করেনি আমাদের উপর। উগ্রপন্থীরা সব সময় বলতো তোমরা যদি এক বছরও আমাদের এখানে থাকো আমরা তোমাদের কোন ক্ষতি করব না। আমাদের শত্রু তোমরা নও। তোমরা যে কোম্পানির অধীনে কাজ করো সেই কোম্পানির মালিক আমাদের শত্রু। কোম্পানির মালিক যদি আমাদের দাবিমতো টাকা দিয়ে দেয় তাহলে আমরা তোমাদের ছেড়ে দেবো। মঙ্গলবার ভোর বেলায় জঙ্গি গোষ্ঠীরা অপহৃত ৩ জনকে নিয়ে রওনা দেয় ভারত সীমান্তের দিকে। গভীর জঙ্গল নদী-নালা পেরিয়ে বাংলাদেশ বি ডি আর ক্যাম্প থেকে দুই কিলোমিটার আগে জঙ্গিরা তাদেরকে ছেড়ে দিয়ে চলে যায়।এবং জঙ্গিরা তাদেরকে দিকনির্দেশনা দিয়ে যায় যে তোমরা এভাবে গেলে ভারতের বিএসএফ ক্যাম্প পাবে। সেই বিএসএফ ক্যাম্পে গিয়ে তোমরা সাহায্য চাইলে তোমাদেরকে তোমাদের দেশে নিয়ে যাবে সীমান্তরক্ষী

ছয়ের পাতায় দেখুন

অক্ষত অবস্থায় বাড়ি ফিরল অপহৃত সুভাষ ভৌমিক, স্বস্তি উদয়পুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৪ ডিসেম্বর।। প্রায় ১৭ দিনের উৎকণ্ঠা কাটিয়ে উদয় পুর মহাকুমার গকুলপুর স্কুল টিলার বাসিন্দা সুভাষ ভৌমিক বৈরী ডেরা থেকে ফিরে এসেছে। ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে সুভাষ ভৌমিক জানান গত ৭ ই ডিসেম্বর সুভাষ ভৌমিক. সুবল দেবনাথ এবং গনপতি ত্রিপুরা গন্ডাছড়া মহাকুমার আন্তর্জাতিক সীমান্তের২২৭৭ থেকে ২২৭৮ নম্বর পিলারের সংকল্প ডিপি পাড়া এলাকার কাটা তারের কাজ করতে গিয়ে অপহৃত হয়। দীর্ঘ দিন সুভাষ বাবু ফিরে না আসায় পরিবারের লোকজন খুব উৎকণ্ঠার মধ্যে দিনাতিপাত করছিলেন। আতঙ্ক। পরিবারের সদস্যদের গ্রাস করে ফেলে। অনেক চাপানউতোর শেষে ২৩ শে ডিসেম্বর বুধবার সন্ধ্যা ৫টা ৫০মিনিট নাগাদ ভারত বাংলা সীমান্তের২২৭৩ নম্বরের পিলার সংকল্প ডিপি পাড়া এলাকায় তিন যুবক শ্রমিককে সীমান্তবর্তী এলাকায় দেখতে তাদের উদ্ধার করে তাদের হেড কোয়ার্টারে নিয়ে যায়। গন্ডাছড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক নেতৃত্বে পুলিশ বৃহস্পতিবার সকালে উদয়পুরে নিজ বাড়িতে সুভাষ ভৌমিক কে নিয়ে আসে। সুভাষ বাবুর পরিবার আতংক মুক্ত হন। সুভাষ বাবু জানান কোন মুক্তিপণ দিতে হয়েছে কিনা তিনি তা বলতে পারবেন না। ওনাকে কোন দিন দিনে একবার খাবার কখনো দুইবেলা খাবার দিয়েছে। সুভাষ বাবু বলেন তাদের বাংলাদেশের কোন এক জায়গায় অপহরণকারীরা নিয়ে গেছে। অপহরণকারীরা সংখ্যায় দশ জনের টিম ছিল। প্রত্যেকের হাতেই হাতিয়ার হিসেবে বন্দুক ছিল।। এলাকাবাসী সহ উদয়পুরের জনগণ সুভাষ বাবুর মুক্তিতে উল্লসিত।

বিশ্রামগঞ্জ মাল্টিপারপাস হলে আধুনিক মানের বাঁশ ও বেত শিল্পীদের হাতে যন্ত্রপাতি দেওয়া হয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৪ ডিসেম্বর।। বৃহস্পতিবার বিশ্রামগঞ্জ মাল্টিপল হলে শিল্প ও বানিজ্য দপ্তর এবং ত্রিপুরা বেম্বো মিশনের যৌথ উদ্যোগে বাস ও বেতের যন্ত্রপাতি সুবিধাভোগীদের মধ্যে বিতরণ করা হয় ন বাঁশ ও বেতের আধুনিক যন্ত্রপাতি বিতরণ অনুষ্ঠানে উদ্বোধন করেন সিপাহীজলা জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত। এছাড়া অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জেলা পরিষদের কৃষি বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি বিশ্বজিৎ সাহা, জেলা পরিষদের সচিব বিশ্বজিৎ পাল ছাড়াও বিভিন্ন ব্লক থেকে আগত বাঁশ-বেতের শিল্পীরা। এ যন্ত্রপাতি বিতরণী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সিপাহীজলা জেলা পরিষদের শিল্প বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি সঞ্জীব কুমার সিংহ এবং অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ রাখেন শিল্প-বাণিজ্য দপ্তরের জেনারেল ম্যানেজার সব্যসাচী দেববর্মান উদ্বোধনী ভাষণ রাখতে গিয়ে সিপাহীজলা জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দও দাস বলেন বাঁশ ও বেতের শিল্পীরা এই অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি মাধ্যমে অতি দ্রুত তাদের বিভিন্ন সামগ্রী তৈরি করতে পারবে। এতে ছোট ছোট কারিগরি কুটির শিল্প তাদের অর্থ উপার্জনের স্বাবলম্বন করবে। কাজের সুবিধার্থে যন্ত্রপাতি গুলি দেওয়া হয়েছে যাতে কেউ অবহেলায় বাড়িতে ফেলে না রাখে। তিনি বলেন আমাদের প্রতিটি কাজ দ্বিগুণ করে বাড়াতে হবে তবেই রাজ্যে ও দেশে উন্নয়ন দ্রুত বৃদ্ধি ঘটানো সম্ভব। কোন কাজ ছোট নয় নিজে সামগ্রী উন্নত করতে হবে এখন নতুন যুগ। দেশ-বিদেশে বাঁশের হস্তশিল্পের অনেক চাহিদা রয়েছে। বাসের হস্তশিল্পের বাজারজাত করতে কোন অসুবিধা হবে না বলে তিনি কারিগরি শিল্পীদের প্রতিশ্রুতি দেন।

নলুয়ায় সিপিএম পার্টি অফিসে ভাঙচুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ ডিসেম্বর।। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিরোধীদল সিপিআইএমের পার্টি অফিস ভাঙচুর অগ্নিসংযোগ এবং দলীয় নেতাকর্মীদের ওপর হামলার ঘটনা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে। খয়ের পুরে সিপিআইএমের যুব সংগঠনের কনভেনশনে হামলা চালানোর ঘটনার পর দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার নলুয়ায় সিপিআইএমের পার্টি অফিসে ভাঙচুর এবং অগ্নিসংযোগ করেছে দুর্বৃত্তরা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে। এ ব্যাপারে বিরোধী দল সিপিআইএম এর তরফ থেকে স্থানীয় থানায় সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।অবিলম্বে অভিযুক্তদের গ্রেফতার এবং কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়েছে।এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা না হলে বিরোধী দল সিপিআইএম বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে।নলুয়া সিপিআইএমের পার্টি অফিসে হামলা এবং ভাংচুরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় রাজনৈতিক পারদ উঠেছে। ফের যেকোনো সময় হিংসাত্মক কার্যকলাপের সংঘটিত হওয়ার যথেষ্ট আশঙ্কা রয়েছে। এই হামলা ও অগ্নিসংযোগের ঘটনার জন্য শাসকদল বিজেপি আশ্রিত দুর্বৃত্তদের দায়ী করেছে বিরোধী দল সিপিআইএম।তারা পরিকল্পিতভাবে বিরোধী দলের অফিসে হামলা ও ভাঙচুর চালিয়ে বিরোধী দলের রাজনৈতিক তৎপরতা বন্ধ করার চক্রান্ত চালাচ্ছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে।এভাবে হিংসাত্মক কার্যকলাপের সংগঠিত করার মধ্য দিয়ে বিরোধীদের রাজনৈতিক তৎপরতা বন্ধ করা যাবে না বলে তারা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে।এধরনের হিংসাত্মক কার্যকলাপের সংগঠিত করা হলে বিরোধী দল যোগ্য জবাব দিতে প্রস্তুত রয়েছে বলেও হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।